

বেলায়তে মোত্লাকা



খাদেমুল ফোকারা

ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

মাইজভাগুরী

প্রকাশনায় ৪-

মাওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

তৃতীয় প্রকাশ ১৯৭৪ ইং

তৃতীয় প্রকাশের পুনঃ প্রকাশ

২৬ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় মুদ্রণ:

২২ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৫ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তৃতীয় মুদ্রণ:

১৮ বৈশাখ, ১৪৩১

১ মে ২০২৪ ইংরেজি

প্রকাশনায়:

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

‘ডিউ উদয়ন’ লেভেল ১২,

বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্য: ২৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে:

আলোকধারা বুকস

‘ডিউ উদয়ন’ লেভেল ১২,

বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

ISBN: 978-984-8083-25-3



প্রকাশকের কথা

অনন্ত দয়ায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম ‘মাইজভাণ্ডার’র ভূবনময় পরিচিতি “মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ” নামে। এক সময়ের অচেনা-অজ পাড়ার মাইজভাণ্ডার গ্রাম বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)’র যোগ্যতম উত্তরসূরী খাতেমুল আউলিয়া, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ’র (ক.) আবির্ভাবের স্থানের কারণে এতো সুপরিচিতি। গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী তথা বিধি-বিধান প্রভাবিত ঐশী প্রেমধারার সমাপ্তি দানকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকা তথা অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেম জোয়ারের দ্বার উন্মোচনকারীর যুগপৎ অধিনায়কত্ব এবং দায়িত্ব পালন করায় তিনি খাতেমুল অলদ হিসেবে সম্বোধিত। অর্থাৎ তিনি বেলায়তে মোত্লাকা যুগের সকল অলির সনদদাতা। বেলায়তে মোত্লাকার সীল মোহর তাঁর জিম্মা এবং তদারকিতে সংরক্ষিত। ‘লেওয়ায়ে আহমদী’র ঝাঙা তাঁর পবিত্র হস্তে সমর্পিত।

বাংলাদেশের জমিন থেকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত একমাত্র সুফি সাধনা পন্থা ‘মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা’র তিনি প্রবর্তক এবং মূল সূত্র। ‘মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা’র সুস্পষ্ট ধারণা সম্বলিত মূল গ্রন্থের নাম ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। তাসাওউফ সম্পর্কে ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এতো উচ্চ মানের মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলা ভাষায় রচিত হলেও ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থে তথ্য-উদ্ধৃতির সন্নিবেশ ঘটেছে আল্-কোরআন, হাদিস শরিফ এবং পৃথিবী খ্যাত তাসাওউফ মনীষী’র বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। ফলে বুঝা যায় ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থটি লেখকের

ব্যক্তিগত ধারণা প্রসূত তাসাওউফ মতাদর্শ নয়। বরং এ গ্রন্থে বর্ণিত তাসাওউফ আদর্শের ভিত্তি ইতিহাস ও পর্যবেক্ষণ রীতি নির্ভর, যুগ এবং সময়ের চাহিদা ও যাচনা নির্ভর। গ্রন্থের মূল আবেদনে লক্ষ্য করা যায় নৈতিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করা ব্যতীত আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার ধার্মিকতার সহায়ক নয়। নৈতিক চরিত্র অর্জন এবং এর সুরক্ষা ব্যতীত লোক দেখানো ধর্ম পালন লোকাচার সর্বস্ব সামাজিকতা মাত্র। তাই আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারের পাশাপাশি সততা, ন্যায় পরাছুতা, নির্লোভ মনাচার, ধৈর্য্য, পরমত সহিষ্ণুতা এবং উগ্রপন্থা পরিহারের মাধ্যমে আল্লাহর খলিফার মর্যাদায় উপনীত হবার বিষয় নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবে বেলায়তে মোতলাকা তাসাওউফ পন্থীদের জন্যে একটি গাইড বুক।

গ্রন্থের শিরোনাম ‘বেলায়তে মোতলাকা’ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও মূলত এটি একটি জীবন দর্শন, চলমান পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে নৈতিক যোগসূত্রের এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তাৎপর্যময় নির্দেশনা। মানব জাতির উদ্ভবের অভিন্ন ঐক্য সূত্র হিসেবে ‘আল্লাহর একত্ববাদ’ তথা ‘তাওহীদ’কে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধারণ করে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আচার, আকিদার বিচিত্রতার মধ্যেও যে মানব-ঐক্য সম্ভব তার বস্তুনিষ্ঠ পন্থা বেলায়তে মোতলাকার উপজীব্য বিষয়। বেলায়তে মোতলাকার দার্শনিক অভিব্যক্তি হচ্ছে ‘বিশ্ব শান্তি’। আল্লাহর অসীম দয়ায় সৃষ্ট এ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বৈষম্য, শোষণ, জুলুম, মজলুমের কান্না, বুভুক্ষ নর-নারীর হাহাকার, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য, অস্ত্রবাজের অরাজকতা, মূর্থতার দান্তিক ধারাকে বিক্রম পরিচয় দিয়ে যারা অশান্ত-তাগুবের ভয়-ভীতির পৃথিবীর চিত্র ধারণায় রাখতে পারঙ্গম; তাদের জন্যে বেলায়তে মোতলাকায় রয়েছে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়ারী।

বেলায়তে মোতলাকায় সকল প্রকার ফিতনা, ফ্যাসাদকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নিষ্কাম, নির্লোভ, নির্দোষ সকল বিষয় – যা আল্লাহর আরাধনায় প্রাণ এবং একাগ্রতা সৃষ্টি করে যুগের চাহিদা এবং প্রয়োজনে তা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে গ্রহণ বর্জনের অভিমত দেয়া হয়েছে। ‘সূরা কাহাফ’র ৬০ থেকে ৮২নং আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি এবং পর্যবেক্ষণে না রাখার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নির্লোভ, নির্বিরোধ, পার্থিবতা বিমুখ আল্লাহ প্রেমিক বান্দাদের প্রতি একশ্রেণির কথিত ফকীহ এবং শাহী হুকুমবাজদের নির্দেশে যে জুলুম চালানো হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বেলায়তে মোতলাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

এহ্নে মানব ‘রুহ’ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী’র (ক.) অভ্যুদয় সম্পর্কে শায়খুল আকবর হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর তথ্যসমৃদ্ধ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে খাতেমুল অলদের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মভিত্তিক তাসাওউফ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী গ্রন্থটির লেখক হলেন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পৌত্র, অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ। ১৯৬০ সালে আমার দাদা চট্টগ্রাম চন্দনপুরাছ জনাব এস, হুদা খাঁ ছিদ্দিকী’র ‘ইসলামিয়া লিখো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস’ হতে মুদ্রণ পূর্বক প্রকাশ করেন। পাঠক সমাজে গ্রন্থটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গ্রন্থটি ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট’ থেকে ছাপিয়ে প্রকাশের জন্যে পাঠক মহল ও মাইজভাণ্ডার দরবারের ভক্ত অনুসারীদের পক্ষ থেকে আমার উপর বার বার অনুরোধ আসতে থাকে। সম্মানিত গ্রন্থকার তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৭৪ সালে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে তিনি ‘তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি’তে উল্লেখ করেছেন: “জনকল্যাণ গরজে অত্র গ্রন্থের ভাবধারা সম্প্রসারণ করতঃ মধ্যে মধ্যে নূতন সংযোগে গ্রন্থ কলেবর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার ফলে এই ছুফী সভ্যতার বিশ্বজনীন উজ্জ্বলতা পাঠক পাঠিকাদের মনে দোলা দিতে সমর্থ হইবে।” এরপর তিনি তাঁর ওফাতের পূর্বে গ্রন্থটির আর কোন সংস্করণ প্রকাশ করেননি। গ্রন্থকারের ওফাতের পর তৃতীয় সংস্করণটি আর প্রকাশ না হওয়ায় এর দুস্প্রাপ্যতা এবং ইতিহাসগত মূল্য বিবেচনায় আমি হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রথম পুত্র শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একমাত্র পুত্র সন্তান হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষীয় আইনী অভিমতের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম। এ গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার এবং সাধারণ মানুষ ও জ্ঞানী-গুণী সমীপে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা বিষয়ে ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে গ্রন্থটি গাউসিয়া হক মন্জিলের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা সংস্থা ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট’ কর্তৃক ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে ছাপাজনিত কিছু তুল লক্ষ্য করা গেছে। যেমন- গ্রন্থের ৩৪নং পৃষ্ঠায় “ধর্মে নৈতিকতা পতনের যুগ যাহা ১১৪৩ হিজরী হযরত আবদুল

গনী তবলুছি (র.)” উল্লেখ করা হয়েছে, তা সংশোধন করে আবদুল গনী নাবলুসী (রহ.) উল্লেখ করেছি। এছাড়া ছাপাজনিত যে সমস্ত ভুল ত্রুটি পরিদর্শিত হয়েছে তা আমরা সংশোধন করে পাঠক সমীপে পেশ করতে সচেষ্ট থেকেছি। তথাপিও গ্রন্থ মূদ্রণে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পাঠক সমাজের প্রতি সনির্বদ্ধ অনুরোধ রইল।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের অতিমূল্যবান গ্রন্থ পাঠক এবং জনসম্মুখে উপস্থাপন ও প্রকাশ করার জন্যে আমি আমার পিতামহ হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রতি অপারিসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নির্মোহ, নির্লোভ, নিরহংকার এবং অতি সাদা-সিধে জীবনাচারও। তাঁর বহুল আলোচিত এপিট্যাফটি উল্লেখ করেই আল্লাহ্‌ রাহমানুর রহিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা, রাসূল (দ.) সমীপে দরুদ ও সালাম, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেশ করে আমার বিনীত আবেদন শেষ করছি।

“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র,
কোলাহল পরিহারে নির্জনতার আসরে
তোমারই প্রতিক্ষায় রহিয়াছি আজি তোমারই বাসরে ॥”
আস্-সালাম।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ম্যানেজিং ট্রাস্টি

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

প্রকাশনায় ঃ-

মাওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

প্রথম প্রকাশ ১০০০

দ্বিতীয় প্রকাশ ১২৫০

তৃতীয় প্রকাশ ২২৫০

হাদীয়া ঃ- টাকা মাত্র

প্রিন্টার :-

এস, হুদা খাঁ ছিদ্দিকী । ইসলামিয়া লিথো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস,
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম ।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে

মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধাপ্পদ দাদাজান, অলীকুল শিরোমণি ছুফী সম্রাট
গাউছুল আজম জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ)
যাঁহার মহান জীবনাদর্শ আমাকে “বেলায়তে মোত্লাকা”
লিখারূপ কঠিন কাজে অনুপ্রাণিত করিয়াছে; তাঁহারই
পূণ্য স্মৃতির বাহন “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে
মাইজভাণ্ডারী”র সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে
“বেলায়তে মোত্লাকা” সর্বস্বত্বে
উৎসর্গ করিলাম।
আঞ্জুমান “বেলায়তে মোত্লাকার” মহান উদ্দেশ্যকে সর্ব সাধারণের
সঠিক বোধগম্য করার প্রয়াস পাইলে শ্রম সার্থক
মনে করিব।

সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

“বেলায়তে মোতলাকা” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার ফলে খোদার অনুগ্রহে অত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হওয়ায় বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা‘য়ালার শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

জন কল্যাণ গরজে অত্র গ্রন্থের ভাবধারা সম্প্রসারণ করতঃ মধ্যে মধ্যে নুতন সংযোগে গ্রন্থ কলেবর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার ফলে এই ছুফী সভ্যতার বিশ্বজনীন উজ্জ্বলতা পাঠক পাঠিকাদের মনে দোলা দিতে সমর্থ হইবে। বর্তমান নৈতিক পতন যুগে, মোহাচ্ছন্ন-মানবের ত্রাণ কর্তৃত্বে হজরত আকদাছের হেদায়ত ধারা “উছুলে ছবআ” বিশ্ব মানবতার জীবন কাঠি হিসাবে কতই জরুরী ও সর্বজনীন মুক্তির দিশারী তাহা সহজে ধরা পড়িবে।

চিন্তাশীল পাঠক ইহাও বুঝিতে সমর্থ হইবে, তিনি কোন্ স্তরের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষ। যেহেতু চিন্তা জগতে বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা মানসে “সপ্তমুক্তি পদ্ধতি” প্রবর্তনে সভ্য মনন প্রকৃতির মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্কুল জগতে, বিশ্ব মানবতায় সৎপ্রেরণা দানে স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক উন্নয়নে মানব জাতিকে পশুত্ব স্বভাবের পরিবর্তে মানবতার সম্পদে সম্পদশালী করিতে যত্নবান ছিলেন। যাহা ঐক্য এবং সৃজন শক্তি সমৃদ্ধ।

আধ্যাত্মিক জগতে—খোদায়ী ফজিলতের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে, স্রষ্টা শক্তি অলৌকিকতার প্রভাবে, অসংখ্য স্বীকৃত ত্রাণ কর্তৃত্বের মহিমায় সান্নিধ্যতা স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখা গিয়াছে। হজরত পীরানে পীর শাহে বগদাদীর অনুরূপ বলিতে হয়! আমার ঢঙ্কা আসমান ও জমীনে ধ্বনিত হইয়াছে। শুভ অদৃষ্টের প্রাতঃ সূর্য্য আমার জন্য উদিত হইয়াছে।

এই জরুরী, মহান উদ্দেশ্যে যেই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার সুষ্ঠু প্রচলন প্রগতি কল্পে পূর্ববৎ অত্র তৃতীয় সংস্করণের (২০০০) দুই হাজার কপি “বেলায়তে মোতলাকা” আঞ্জুমানে দান করিলাম।

ইতি—গ্রন্থকার।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حامداً ومصلياً

গ্রন্থকারের দু'টি কথা

বিশ্ব নিয়ন্তা দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি সর্ব প্রশংসার অধিকারী। যিনি মানব জাতিকে ভাব প্রবণ অন্তঃকরণের রহস্যাদি ব্যক্ত করার মত বাকশক্তি ও ভাষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় মাহবুব বিশ্ব মানবতার অগ্রনায়ক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ও ত্বদীয় আওলাদ এবং আছহাবগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ ছালাম ও দরুদ বর্ষণান্তে পরম দয়াময়ের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। তাহার প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতিও শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিতেছি; যাহারা বীরোচিত পদক্ষেপে আল্লাহ্ তায়ালা পরিচিতি-জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা, শান্তি শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও সংকল্প নিষ্ঠার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে স্রষ্টা শক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতঃ খোদার খলিফা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিণতিতে যাহা বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী রূপে রূপায়িত হইয়া গাউছুল আজম এখতেতামিয়া হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাগুরী (কঃ) নামে পরিচয় দান করিয়াছেন। যেই বেলায়তের পরিচয় দান উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিতে উৎসুক হইলাম; যাহার বৈপ্লবিক আলোড়ন হজরত মাইজভাগুরীর (কঃ) তিরোধানের পর ও “বিল অলায়ত” নির্বিলাস সাধনা ও নিক্বাম খোদা প্রেম-প্রেরণা বলে মানব মনে জাগরণ ও উচ্ছ্বাস দিতে সমর্থ রহিয়াছে।

যেই বেলায়তী গুণে গুণাবিত ও গৌরবাবিত অসংখ্য সিদ্ধ কামেল বুজর্গানের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের বদৌলতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর লোক দলে দলে এই বেলায়তের মূল্যধার সকাশে আগমনে পূর্ববৎ সমৃদ্ধ ও অভ্যন্ত রহিয়াছেন। কালের কুটিল প্রবাহে তাঁহার সাহচর্য্য প্রাপ্ত লোকদের ক্রমে তিরোধান ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন রীতিনীতি অনুযায়ী রূহানী শক্তি, ধর্ম-জগতে দূরদূরান্তের দিকে প্রসারিত হইয়া এশিয়ার প্রাপ্ত হইতে অনুপ্রাণিত ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের মনের দুয়ারে বার বার আঘাত হানিতেছিল। যাহার ফলে এই বেলায়তকে জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ তাহাদের মনে জন্মে।

এই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের খুছুছিয়াত বা বিশেষত্ব কি? বিশ্ব মানবতার জন্য ইহার কি অবদান আছে? ইহা গতানুগতিক ছুফী মতবাদ, না নূতন কিছু? এই বেলায়তের যিনি মূল্যধার তাঁহার অনুসারীদের মূল নীতি কি? ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগার ফলে হজরতের ৫২তম ওরস শরীফ ১০ই মাঘ শুক্রবার সন ১৩৬৪ বাংলা, মোতাবেক ১৯৫৮ ইং ২৪শে জানুয়ারী; ইউরোপ ভূখণ্ডের অধিবাসী চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Macanangi সি. এস. পি. তিন জন সম্মানিত অতিথিসহ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ তত্ত্ব জানিবার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আগমন করেন। তাহারা ওরস শরীফ মেলার বিভিন্ন জায়গার ও অবস্থার কয়েকটি ফটো গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে জুমার নামাযরত জামাতের বিভিন্ন অবস্থার তিনটি ফটো উল্লেখযোগ্য।

আমার বৈঠকখানায় সাক্ষাতের সময় তাহারা বলিয়াছিলেন “আমরা বাংলাদেশে আসিয়া মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে বহু বিরূপ আলোচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে পারিলাম মাইজভাণ্ডার সবকিছু।

পাকিস্তানে মাইজভাণ্ডার এবং হিন্দুস্থানে আজমীর সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য আমরা আমাদের ধর্মীয় মিশনের পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছি।

আশাকরি এই সম্বন্ধে একটি সঠিক তথ্য উপহার দিতে সমর্থ হইব। যাহার ফলে উৎসুক মানব সন্তান সন্ততির জানিবার আগ্রহ প্রশমিত হইবে এবং বেলায়ত সম্বন্ধে অভিহিত হইবার সুযোগ পাইবে। যাহা আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম কনফারেন্সে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। তৎপরবর্তী

বৎসর ২৩/১/৫৯ ইং তাং একজন আমেরিকান সম্মানিত অতিথি রবার্ট ফাউলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন ঃ-

I am extremely happy to have been a guest in the home of the religious leader and to view the activities of a great festival as is taking place, we are appreciative of your wonderful hospitality.

Sd./Robert W. Fawler,
J.C.A, Agriculture Adviser
23.1.59

এহেন মুহূর্তে অনুসন্ধিৎসু লোকদের প্রশ্নাদির উত্তর দেওয়ার মত তাহার বেলায়তের ছোহবত বা সাহচর্য্য প্রাপ্ত বুজর্গানে দীনেরা যাঁহারা নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তাহারা অনেকেই এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্তীদের মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অনেকেই খেদমত ও ছোহবত হইতে বঞ্চিত বিধায়, তাঁহার বেলায়ত সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ মনগড়া কাজকর্ম করেন ও কথাবার্তা বলিয়া থাকেন।

কোরান পাকের বাণী ঃ-

“বহু পবিত্র লোকদের পরবর্তী এইরকম লোকও থাকে যাহারা নামায (জাহের ও বাতেন) পড়েনা বা তরক করে এবং কামনার বশবর্তী হইয়া অতি শীঘ্র নরকের নিম্নস্তরে পতিত হয় (ছুরা মরিয়ম-৫৯)।”

সমাজে উপরোক্ত লোকদের আধিক্যের দরুন সমাজরূপ বিবর্তিত হইয়া এক বিকৃতরূপ ধারণ করা স্বাভাবিক। বিশ্ববরেণ্য মনীষী মহাত্মা

(১)

سوره مريم - ٥٩ آية

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

বার্নার্ড শ'কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই কেন?” উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন “আমি কোথায় যাইব, যাহাদিগকে লোকে মুসলমান বলে, মুসলমান ও ইসলাম সেইরূপ নহে। ইসলামের সত্যিকার ও মৌলিক সমাজ ব্যবস্থা থাকিলে আমি নিশ্চয় সেই সমাজে যাইতাম”।

পরবর্তীদের পরবর্তী বলিয়া দাবীদার কোন কোন লোকের অজ্ঞতা জনিত কথাবার্তা ও কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে কোন কারণে হউক না কেন, এই বেলায়তের এক বিকৃতরূপ জাহির করিতে তাহারা কর্মতৎপর। ইহার ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু লোকেরা বিভ্রান্ত ও ধাঁধায় পতিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া কিছু সংখ্যক ভবঘুরে লোক এই রকমও আছে, যাহারা নিজ অভ্যস্ত পানদোষ, অকর্মণ্যতা ও কর্মবিমুখতা প্রভৃতি দোষ ঢাকিবার গরজে নিজকে মাইজভাণ্ডারী বা আজমীরী বলিয়া জাহির ও দাবী করিয়া থাকে। কারণ এই দুই দরবারে বা তুরীকায় সৎ উদ্দেশ্যে গান বাজনা প্রচলন আছে। যদিও নির্দোষ গান বাজনা কোন ধর্মে নিষেধ নাই, তবুও মৌলভী ছাহেবান সর্ব প্রকার গান বাজনা মোটামুটিভাবে এক তরফা নিষেধ করিয়া আসিতেছেন। উপরে লিখিত লোকেরা তাহাদের পানদোষ ও বদঅভ্যাস গুলি এই নামে ঢাকা দেওয়া সহজ মনে করিয়া নিজকে এইভাবে পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অথচ তাহাদের এই দুই পবিত্র দরবারের সহিত পীরি-মুরিদী সম্পর্ক ও সাহচর্য্য হয়তো নাও থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা ব্যবসায়ী পীর ওয়ায়েজ নছিহত করিয়া বা মাদ্রাসা মসজিদের নাম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে; তাহারা অবস্থা বুঝিয়া মজলিশ খুশীর জন্য বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে সামাজিক উস্কানীর গরজে দুই চারিটি মুখরোচক কথা বলিতে হয় বিধায় পাইকারী ভাবে মাইজভাণ্ডার শরীফ ও আজমীর শরীফ সম্বন্ধে অপপ্রচার করেন।

কতেক এইরূপও আছে যাহারা তাহকীক বা প্রত্যক্ষ সত্য যাঁচাইর অভাবে বাজে শুনা কথায় বিশ্বাস করিয়া ও শরীয়তি রীতি-নীতির সঙ্গে বেমিল মনে করিয়া কুৎসা রটনায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

এহেন অবস্থায় তাহাদের ভুল ধারণা ও অপপ্রচার এবং অযথা বিরোধ-ফাছাদ দিন দিন দানা বাঁধিতে থাকিবে মনে করিয়া এবং মিশনারী আগন্তুক তত্ত্বজ্ঞান অরেখী ব্যক্তিদের প্রশ্নের সমাধান, তরীকতপন্থী ও বেলায়ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গের জ্ঞাতার্থে; আমি হুজুরে আকদাছ হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) ছাহেবের অনুগ্রহ ও খেদমত ছোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তান মৌলানা ছৈয়দ ফয়জুল হক মরহুম শাহ্ ছাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র এবং হজরত আকদাছের সজ্জাদানশীল বিধায় নৈতিক দিক দিয়া এই বেলায়তের স্বরূপ উদঘাটন রূপ দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় সংস্করণে এই গ্রন্থকে সাধারণের সহজবোধ করার মানসে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে নানা স্থানে কিছু কিছু সংযোগ ও সম্প্রসারণক্রমে গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছি, এবং জটিল রহস্যকে সম্ভবমত বোধগম্য করার প্রয়াস পাইয়াছি। অত্র গ্রন্থে যে সমস্ত কেতাব বা বিবৃতির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি উহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করিয়া মূল এবারত এবং ইহার অর্থ অবিকৃত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমি হেকাযতকারী মাত্র।

মানবের দৈহিক সুস্থতা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুতা যেমন দরকারী ও মূল্যবান, মানসিক সুস্থতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষ্ঠুতাও তেমন নিতান্ত প্রয়োজন। যাহার অভাবে মানব দীন দুনিয়াতে বিশেষ করিয়া ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ বা ধর্ম গোঁড়া হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুস্থ মানসিকতা ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া যাহারা এই তত্ত্ব অনুধাবন করিবার মানসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করেন, তাহাদের কর কমলে ত্বরীকতের একজন নগন্য খাদেম হিসাবে সেবার নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি উপস্থিত করিলাম। উপকৃত মনে করিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। আশাকরি দোষ ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

বিনীত-

গ্রন্থকার



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حامداً ومصلين

বেলায়তে মোত্লাকা

প্রথম অধ্যায়

ছন্নতে ওজমা

নবুয়ত ও বেলায়ত

মহা মানব নিখিল ধরণীর মুক্তি তরণী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা (দঃ) এর প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা নিকট হইতে দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হইয়াছিল। একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত। তিনিই এই দুইটি নেয়ামতের মাধ্যমে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অধিকার করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা একমাত্র প্রিয়তম মাহবুব নামে আখ্যায়িত ও মেরাজ মিলনে মুক্ত দীদার লাভ করিয়াছিলেন। নবীকুল শিরোমণি ছৈয়দুল মোরছালীন খাতেমুন নবীঈন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নবুয়ত পরিসমাপ্তকারী সনদ দাতা খেতাব অর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বেলায়তী ক্ষমতায় মুক্ত খোদা-মিলন পথ আবিষ্কার করিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সফল ও পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার বদৌলতে নবী অলী জ্বিন মানব সকলেই তাঁহার উন্মতে শামিল হইতে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার এই নেয়ামতকে সুন্নতে ওজমা বলা হয়।

নবুয়ত :-

নবুয়ত নবা শব্দ হইতে উৎপন্ন। যাহার অর্থ সংবাদ দান। নবিউন কর্তৃবাচক ইছম, ইহার অর্থ সংবাদক। খোদাতায়ালাহর আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত মধ্যস্থতায় নবুয়তকে শ্রেষ্ঠতর নৈকট্যপূর্ণ মানবতা বলা যাইতে পারে। নবুয়ত একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ্ যাঁহাকে পছন্দ করেন, তাঁহাকেই দিয়া থাকেন। ইহা সাধনা করিয়া অর্জন করা যায়না। নবী দুই প্রকার (১) মুরসল যাহার প্রতি কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছে। (২) গায়র মুরসল যাহার প্রতি কেতাব নাজেল হয় নাই এবং অগ্রবর্তী মুরসল নবীর অনুবর্তী। নবুয়ত দুই প্রকার :-

(১) নবুয়তে আম্মা :- অর্থাৎ যাহা সর্ববজরীন বিশ্ব-মানবতার প্রতি প্রেরিত।

(২) নবুয়তে খাচ্ছা :- যাহা কোন বিশেষ কওম বা জাতির প্রতি প্রেরিত।

বেলায়ত :-

বেলায়ত “অলা” শব্দ হইতে উৎপন্ন। অলা অর্থ নৈকট্য লাভ। প্রেম, মহব্বত, সম্পর্ক। খোদাতায়ালাহর নিকট-সম্পর্ককে বেলায়ত বলে। বেলায়ত দুই প্রকার। বেলায়তে ঈমান ও বেলায়তে এহছান। বেলায়তে ঈমান শুধু মাত্র খোদার সম্পর্ককে বুঝায়। এই বেলায়ত সমস্ত মোমেনগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেলায়তে এহছান খোদার নিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ক্ষমতাকে বলা হয়। শুধু মাত্র নবী ও অলীগণই ইহা প্রাপ্ত হন। নবী করিম (দঃ) এর সত্ত্বায় নবুয়ত ও বেলায়ত দুইটিই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাহার পর আর কোন নবী নাই এবং ইহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বেলায়তে এহছান আবহমানকাল পর্যন্ত জারি থাকিবে।

বেলায়তের প্রকারভেদ :-

বেলায়তকে অর্জন প্রণালী ভেদে চারি প্রকার বলা হয়। যেমন

(১) বিল আছালত অর্থাৎ মূলগত বা প্রকৃতিগত। ছুফীদের পরিভাষায় যাহাকে মাদারজাত বা জন্মগত বলা হয়। উহা বিনা রেয়াজত ও পরিশ্রমে খোদার নিকট হইতে নির্ধারিতভাবে লাভ হইয়া থাকে। এবং দাওরায়ে ছামাবী বা আছমানী গর্দেশ ও প্রাকৃতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই বেলায়ত নির্ধারিত সময়ে প্রদত্ত হয়। উহার অধিকারীকে আজলী বা মাদারজাত অলী বলে।

(৩) বিদ্ দারাছত অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের দ্বারা যে এলমে লদুন্নী হাছেল হয়, তাহাকে বিদ্ দারাছত বলে। যেমন কোরান মজিদে বর্ণিত হজরত মূসা (আঃ) হজরত খিজির (আঃ) হইতে জাহেরী শিক্ষার দ্বারা বাতেনী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। গাউছে ছমদানী হজরত বড় পীর ছাহেব কেবলার বাণী :-

“জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমি মহাপ্রভু হইতে কুতুব হইবার সৌভাগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি।”

(৪) বিল মালামাত অর্থাৎ নফছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে বেলায়ত হাছেল হয়, ছুফী পরিভাষা মতে তাহাকে হুছুলে মোখালেফাতে নফছ বলা হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উহাকে কষ্ট দিয়া নিজ আত্মার বশীভূত করিলে যে খোদায়ী শক্তি হাছেল হয় উহাকে বিল মালামাত বলা হয়। উক্তভাবে বেলায়ত অর্জনকারীকে মালামিয়া অলী বলা যায়। জেয়াউল কুলুব কেতাবের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় হাজী এমদাদুল্লাহ (রঃ) ইহাকে সান্তারিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মালামিয়া ত্বরীকার প্রতিষ্ঠাতা হজরত আবুছালেহ হামদুল্লাহ কাচ্ছার। তিনি ২৭১ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তাছাওফে ইসলাম ২২৩-২৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বুজর্গানে দীনেরা কলন্দরী তাইফুরী^২ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।

قصيده غوث الثقلين (٥)
دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا ★ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي-

(۲) آئینہ باری صفحہ ۶۷۶
طیفوریاں منسوب حضرت ابی یزید بسطامی کی طرف ہے کہ طیفور
نام رکھتے تھے۔ آنحضرت مرید حضرت حبیب عجمی کے تھے۔

কলন্দরী হযরত বু-আলী কলন্দরের সহিত সম্পর্ক যুক্ত। হিন্দুস্তানের কলি শরীফ ও পানি পথ, উভয় জায়গায় তাহার মাজার পাক আছে। একই দিনে তিনি উভয় স্থানে দাফন হন। তিনি তৌহিদে আদয়্যান মজহাবের অনুসারী ছিলেন। যেই তৌহিদে আদয়্যান বা ধর্ম ঐক্য সম্বন্ধে তাছাওফে ইসলাম নামক কিতাবের ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে। সত্য কথা এই যে যত রকমের ধর্ম আছে, অবস্থা মতে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। অভিব্যক্তিতে একটি অপরটির অনুরূপ না হইলেও ইহা বাহ্যিক, যাহার নাম ধর্ম, এই ধর্মবস্তু অভিন্ন ও এক। যেহেতু সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যস্থল খোদা। যদিও বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট। ইহা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি সম্বৃত। এই মতবাদের সঙ্গে হজরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ), আ'মের ইবনুল ফারেহ, হজরত জালালুদ্দিন রুমী (রঃ), হজরত আবদুল করিম জিলি, হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) প্রভৃতিকে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। তাইফুরী হজরত আবু এজিদ বোস্তামী (কঃ) এর সঙ্গে সম্পর্কিত। ইনি ২৬১ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্ত হন।

বেলায়তের স্তর ভাগ ৪:-

স্তরের দিক দিয়া বেলায়ত তিন স্তরে বিভক্ত।

(১) বেলায়তে ছোগরা ৪:- যাঁহারা বেলায়তী ক্ষমতা লাভে সাধারণ মোমেনের উর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন।

(২) বেলায়তে ওছতা ৪:- যাঁহারা বেলায়তী ক্ষমতায় ফেরেশতার উর্ধ্বে মধ্যম মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

(৩) বেলায়তে ওজমা বা কোবরা ৪:- যাঁহারা বেলায়ত অর্জনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত সৃষ্টি জগতে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম থাকেন। উক্ত বেলায়ত মর্যাদা প্রাপ্ত অলীকে বেলায়তে ওজমার অধিকারী বা শ্রেষ্ঠ অলী বলা হয়। এই বিবিধ স্তরের অলী উল্লাহদের মসরবকে কুতবীয়ত (কর্ম কর্তৃত্ব) ও গাউছিয়ত (দ্রাণ কর্তৃত্ব) নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। গাউছিয়ত বা দ্রাণকর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে গাউছুল আজম বলা হয়। তিনি বিল আছালত বা প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে অলী হন এবং আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে সৃষ্টির মঙ্গলময় দ্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হন।

কুতবীয়ত বা কর্ম কর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে কুতুবুল আকতাব বলা হয়। তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুমে সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিধানের সর্বময় কর্মকর্তারূপে বিরাজমান থাকেন।^১

মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর দুইটি নাম :- একটি আহমদ ও অপরটি মোহাম্মদ। আহমদ সৃষ্টির আদিতে গুপ্ত সূক্ষ্ম জগতে সৃষ্টি রহস্যের মূলাধার রূপে বিরাজমান ছিলেন। মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্ব জগতে মঙ্গলময় ত্রাণকর্তা রূপে বিকাশ লাভ করেন। এই নামদ্বয়ের প্রভাবে সমস্ত নবী ও অলী আহমদী ও মোহাম্মদী এই দুই মসরবে বিভক্ত। গাউছিয়াতের উৎস মোহাম্মদীযুল মসরব, এবং কুতুবীয়তের উৎস আহমদীযুল মসরব।

উল্লেখযোগ্য যে হজরত আদম (আঃ) হইতে মোহাম্মদীযুল মসরব ও হজরত শীচ (আঃ) হইতে আহমদীযুল মসরব আরম্ভ হয়। হজরত রছুল আকরম (দঃ) এর দুইটি নামের মধ্যে বেলায়তী শানের সহিত সংশ্লিষ্ট নাম “আহমদ” আল্লাহ্ তায়ালার আদি সৃষ্টি।

হজরত মুসা (আঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছিলেন “হে মুসা! তুমি বনি ইছরাইলকে বলিয়া দাও, যে কেহ আমার কাছে আসিবে যদি সেই ব্যক্তি “আহমদ” কে অস্বীকারকারী হয় তবে তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব।”

হজরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন “হে খোদা! আহমদ কে?” আল্লাহ্ তায়ালা উত্তর করিলেন “আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কছম করিয়া বলিতেছি তিনি ছাড়া বেশী সম্মানিত আমার নিকট আর কেহ নাই।

(১) মতালেবে রসিদীয়া ২৬৮ পৃঃ

مطالب رشیدیہ صفحہ ۲۶۸-
قطب العالم وصاحب الزمان وقطب المدار نام ایک شخص ست کہ
کلید عرفان ست بالاصالة واقطاب کہ در اصل موصل الی اللہ اند بہ
نیابت قطب الاقطاب باشند خواهد بدارد وخوہد سلب کند۔

যাহার নাম আমার নামের পার্শ্বে আর্শের উপর আছমান জমিন চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করার বিশ লাখ বৎসর পূর্বে লিখিয়া রাখিয়াছি!”^১

দিওয়ানে নুর মোহাম্মদীর ৬৭ পৃষ্ঠায় মাওলানা রুমী (রঃ) এর মছনবী শরীফে উল্লেখ আছে ঃ-

“এই জগতে আহমদের দ্বিতীয় জন্ম। তাহার নূরী জাতের মধ্যে শত শত কেয়ামত নিহিত।”^২

নবীয়ে ছালাছা ঃ-

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হজরত ঈছা (আঃ) ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এই তিন জন নবীর নবুয়তের অবস্থার প্রতি নজর করিলে তাঁহাদের মসরব সম্বন্ধে বুঝা যাইবে। যেমন ঃ-

নবুয়তে ইব্রাহীমী ঃ-

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) মোহাম্মদীযুল মসরব নবী এবং তাহার বেলায়তী যোগ্যতাকে শহুদীয়া মসরব বা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি বলা যায়। তিনি চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি দর্শন করিয়া বৃহত্তম শক্তির মালিক যে আল্লাহ্ তায়ালা এই সত্য উপলব্ধি করেন, এবং এইগুলি অনিত্য দেখিয়া চির সত্য আল্লাহ্ তায়ালা সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহা জ্ঞান দর্শন যুক্তির পর্য্যায় ভুক্ত, যাহার সম্পর্ক নবুয়তের সহিত ঘনিষ্ঠতর। এই পর্য্যায়ের মসরব বা রুচির মাধ্যমে যাহা অর্জিত হয় তাহাকে মোহাম্মদীযুল মসরব বলা হয়। হজরত আদম (আঃ) হজরত নূহ (আঃ) হজরত মূসা (আঃ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নবীগণও এই পর্য্যায়ভুক্ত, এমন কি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর ধর্মকেও দীনে ইব্রাহীমী বলা হয়। নিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়া হুজ্জাতুল বেদায়ে অবতীর্ণ কোরআন পাকের ছুরা মায়েদার ৩য় আয়াতে

(১) জনাব মৌৎ আশ্রাফ আলী খানবী রচিত নশরুল্ভি ফি-জিকরিল হাবীব নামক কেতাবের ৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২)

مثنوی۔ مولنا روم

زاده ثانیست احمد در جهان ☆ صد قیامت بود اندر او نهان

বলিতেছেন।^১

“অদ্যই ধর্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণতা দান করিলাম। আমার নেয়ামত বা উপহারকে পূর্ণতা দিলাম এবং ইসলাম ধর্মে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এহেন অবস্থায় পাপ কার্য্যানুরাগ বিহীন যে কেহ ক্ষুধায় অস্থির বেকারার বা বাধ্য হয় তাহার জন্য খোদা দয়াদ্র্ণ ও ক্ষমাশীল।”

এই আয়াতে জ্ঞান দর্শন যুক্তি ভিত্তিক মোহাম্মদীয়ুল মসরব দীনে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে; যাহাতে বুঝা যায়, ন্যায় নীতি, সাম্য, দয়া গুণ এই তিনটিকে ইসলাম মূলতঃ প্রাধান্যতা দান করিয়াছে।^২ মজমুসা ফতোয়া-৩০ পৃষ্ঠা।

যেই জ্ঞান দর্শন যুক্তি সম্বলিত নীতির উপর রেছালত বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত তাহা হইল “এবাদাতে মোতনাফিয়া” ও “মায়ামেলাতে এতেবারিয়া” অর্থাৎ পাপ কার্য্য বিরতকারী এবাদত ও পরস্পর স্বার্থ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপ। ইহা রেছালত বা শরীয়তের প্রধান স্তম্ভ। শরীয়ত নাছূত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ। যাহাকে “শাইউনাতে তৌহিদী” এবং মায়ামেলাতে অজুদী বলে। উপরোক্ত আয়াতের শেষ ভাগে আছে ৪:-

“যদি কেহ বেকারার বা অস্থির বা বাধ্য হয় তাহার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে। যাহা অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিপোষক বুঝা যায়। এবং ইহা খোদার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পর্যায়ভুক্ত।

(১)

سورة مائدة- ৩ آية

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(২)

فما اضطر اليه فهو غير محرم عليه من الاكل والشرب مجموعه
فتوى صفحه- ৩০ مولانا عبد الحى

নবুয়তে ঈছায়ী ৪-

হজরত ঈছা (আঃ) সূক্ষ্মজগত পর্যায়াভুক্ত আহমদীযুল-মসরব নবী। হজরত মরিয়মের (রঃ) সমীপে সূক্ষ্মদেহী হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর মানব আকৃতিতে আবির্ভাব হজরত ঈছা (আঃ) এর জন্মের কারণ হয়। হজরত ঈছা (আঃ) আদেশ নির্দেশ অপেক্ষা অধিকতর রহস্য প্রধান ছিলেন। তিনি সামাজিক দহরম-মহরম হইতে নিরিবিলি জীবন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন। এবং প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে অন্তরের ভালবাসাকেই প্রাধান্য প্রদান করিতেন।

একদা হজরত ঈছা (আঃ) উপাসনাকারী একটি দলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে?” উত্তর পাইলেন “আমরা এবাদত বন্দেগীকারী” অর্থাৎ সংসার বিরাগী। তিনি প্রশ্ন করিলেন “কাহার এবাদত বন্দেগী কর?” উত্তর পাইলেন “আমরা খোদার নরকাগ্নিকে ভয় করি এবং তাহা হইতে বাঁচিতে চেষ্টা করি।” অতঃপর সামনে অগ্রসর হইলেন এবং একদল রাহেব বা পাদ্রীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, “তোমরা কাহার এবাদত করিতেছ?” উত্তর পাইলেন, “আমরা খোদার দর্শন আশায় আছি। বেহেশ্ত বা স্বর্গকে নিজ আভাসে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছি, যাহা তাঁহার আউলীয়া বা স্বিদ্ধ পুরুষ বন্ধুদের জন্য তৈয়ার করিয়াছেন।” হজরত ঈছা (আঃ) বলিলেন “খোদার উপর তোমাদের দাবী আছে, যাহা তোমরা চাহিতেছ, তাহা যেন আদায় করেন।” তৎপর সামনে গিয়া এইরূপ আর একদল সংসার বিরাগী লোকের দেখা পান। তাহারাও উপাসনায় রত আছেন। পূর্ববৎ প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন “আমরা খোদার প্রেমিক। কোনরূপ দোজখের ভয় বা বেহেশ্তের আশায় তাঁহার এবাদত করিনা। আমরা কেবল তাঁহাকে ভালবাসি, এবং তাঁহার শানে জালালের নিকট মাথা নত করি”। তখন হজরত ঈছা (আঃ) বলিলেন “তোমরা খোদার প্রকৃত বন্ধু, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি”।^১

হজরত ঈছা (আঃ) এবং তাঁহার সংসার অনাসক্ত নির্বিলাসী খোদা অনুরক্ত সহচরদের সঙ্গে ইসলামী ছুফী সভ্যতার যথেষ্ট মিল আছে দেখা যায়। এই আহমদীযুল মসরব নবীদের মধ্যে হযরত শীচ (আঃ), হজরত ইদ্রীস (আঃ)

১) তাছাওয়োফে ইসলাম (উর্দু) পৃঃ ৯২, ৯৩ ও ৯৪।

ও হজরত ইসহাক (আঃ) প্রভৃতিকেও গণ্য করা যায়। ইহা ইছমে বতুনে মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) এর গুপ্ত নাম আহমদের সহিত সম্পর্কযুক্ত; যাহা প্রথম স্তরে “আহমদ” নামে বিকশিত ছিল। “নশরুত্তিব্ ফি-জিকরিল হাবীব” নামক গ্রন্থে মৌঃ আশরফ আলী থানবী উক্ত কেতাবের ৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠাদিতে হাদীসে কুদছি মতে যাহা বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ছুফীদের পরিভাষায় ইহাকে অজুদিয়া বা আত্মদর্শন ভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় অজুদিয়া ত্বরীকত পন্থা আহমদীয়ুল মসরব নবুয়তের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি। যেই ভাবে গাছ বীচিতে এবং বীচি গাছে তাহাদের গুণ গরিমা সমেত বিরাজমান থাকে।

তাছাওয়োফে ইসলাম নামক কেতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় জনাব রইছ আহমদ জাফরী “রুহানী জিন্দেগীর উৎকর্ষ” নামক প্রবন্ধে বর্ণনা দিতেছেন যে, যেই অনুভূতি মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে নিজের নিকট ব্যক্ত করে তাহাকে রুহানী জিন্দেগী বলা হয়। জোহ্দ ও তাছাওয়োফ রুহানী জিন্দেগীর দর্পণ বিশেষ। যেমন (১) “মোজাহেদায়ে নফছ” বা নিজ প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করা। (২) অনুভূতির আড়াল উন্মুক্ত করা। (৩) কলবের ছাফাই বা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা। (৪) শাহওয়াত ও “হারাছ” অর্থাৎ কামভাব ও লালসা হইতে নিজ নফছ প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করা। এই রকম সংসার সম্পর্কীয় সম্পর্ক পরিহার করা, যাহা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গণ আনে। এই রুহানী জিন্দেগী এমন এক জিন্দেগী, যাহার ধ্যান ধারণা মানুষকে চিনিতে বাধ্য করে—দুনিয়া কি বস্তু, এবং দুনিয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি?

এই রুহানী জিন্দেগীর পূর্ণতা মানবীয় সত্ত্বাকে স্রষ্টার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেয় এবং উর্ধ্বতম যে সত্যবস্তু আছে তাহার সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহা নিজ সম্বন্ধে অনুভূতি জাগ্রতকারী; যেই অনুভূতি সকল রকম সন্দেহের অতীত বা উর্ধ্বে।

জনাব গৌতম বুদ্ধের মতবাদ সম্পূর্ণ একমত না হইলেও তৌহিদে আদয়্যানের বা ছুফী মতবাদের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে না। ইহা তাঁহার উপদেশাবলী হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায়।

জনাব গৌতম বুদ্ধের মতে আত্মাত্মকর্ষ সাধনই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দয়াবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যিক।

সুদৃষ্টি, সৎসংকল্প, সদবাক্য, সদ্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ, সচেষ্টিতা, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি, এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব ধর্ম মার্গে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টশীল নামে খ্যাত।

জনাব গৌতম বুদ্ধ খৃষ্ট জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলা বস্তুর রাজা শুদ্ধধনের ঔরসে তৎপত্নি মহামায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য নাম সিদ্ধার্থ। তিনি প্রথমে আড়াল পণ্ডিতের নিকট হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; পরে রাজ গৃহে গমন করিয়া এক গিরি গুহায় রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে উরুবিল্ব গ্রামে এবং তথা হইতে গয়ার নিকটবর্তী স্থানে এক বট বৃক্ষ তলে ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করেন। ভাগ্যবান সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিত্ত চাক্ষুশ্য দূরীভূত হইল। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। চিত্ত চাক্ষুশ্যের সহিত কামনার নির্বাণ হইল। কামনার সহিত ইন্দ্রিয় প্রভাবের নির্বাণ হইল। সুখের নির্বাণ, দুঃখের নির্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ যথার্থ সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইলেন।

মওলানা রুমী বলেন :-

“স্রষ্টাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই দুনিয়া, সংসার সামগ্রী টাকা পয়সা ও স্ত্রী-পুত্র দুনিয়া নহে”।^১

নবুয়তে মোহাম্মদী :-

নবুয়তে মোহাম্মদী (দঃ) অবস্থা মতে কারণ সম্ভূত শরীয়তী আদেশ নিষেধ মূলক ধর্ম। এবং ত্বরীকতী রহস্যমূলক অবস্থার সমাবেশের ফলে আজমীয়তের বা মহানত্বের শানে প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত। ইহা হজরত সোলায়মান (আঃ) এবং হজরত ইউসুফ (আঃ) এর জাতে পাকে প্রকাশিত ও বিকশিত ছিল। এই হিসাবে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মোজতাবা (দঃ), একত্রিতভাবে আহমদী ও মোহাম্মদী দুই নবুয়তী ধারার সমাবেশের ফলে “মারাজাল বাহরাইন” বা সন্ধিস্থল সাব্যস্ত হন। নবী করিম (দঃ) এর বাণী “লা-নবীয়া

বায়াদী” সত্য। অর্থাৎ আমার পর আর নবী নাই। এই বাণীর মর্ম মতে তিনি খাতেমুননবীঈন।

“মারাজাল বাহরাইন” অর্থাৎ জাহের (নবুয়ত) ও বাতেনের (বেলায়তের) খোদায়ী বিকাশধারা সমূহের সঙ্গমস্থলই খিজরী মাকাম বা মর্তবা। হজরত খিজির (আঃ) এই দাওরায়ে নবুয়তের বা যুগের “কুতুবে মশিয়তে এজদানী” অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা শক্তির মঙ্গল ধারক। ইহাই নবুয়ত জমানার বেলায়তে ওজমার পূর্ণ বিকাশ। নবুয়ত ও বেলায়ত দুইটি বস্তু হইলেও বেলায়ত নবুয়তের স্তরে নবীর সত্ত্বাতে একত্রিত হয় এবং ভিন্নভাবে বিকশিত অবস্থাতে দৃশ্যতঃ নবীর শরীয়তী হুকুমের বাধ্য নাও থাকিতে পারে। যেহেতু ইহারা খোদার জাহেরা হুকুম অপেক্ষা খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিক প্রাধান্য দান করেন ও ধর্মীয় হেকমত এবং মঙ্গল বুঝিয়া কাজ করেন এবং করিবার অধিকারীও হন। ইহা খোদার নিকট প্রিয়। কোরআন মজিদে বর্ণিত হজরত মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর কাহিনীই ইহার প্রমাণ। ছামেরীর ঘটনাতে মছনবীর পরিভাষায় খোদার বাণীর মর্মমতে :-

হজরত মুসা (আঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালা তুর পর্বতে বলিয়াছিলেন তুমি মানবকে আমার সহিত মিলাইতে আসিয়াছ, না আমা হইতে দূরে সরাইতে আসিয়াছ?

অথচ ছামেরীর জজবাতী বা ভাবপ্রবণ কথাবার্তা হজরত মুসা (আঃ) এর জ্ঞান ধর্মমতে আপত্তিকর ছিল। এইরূপ কোরআনে বর্ণিত হজরত খিজির (আঃ) এর ঘটনাবলী হজরত মুসা (আঃ) এর শরীয়ত মতে আপত্তিকর ও অবৈধ ছিল। কিন্তু শরীয়তী হুকুম অপেক্ষা এইস্থলেও হেকমত ও খোদার রহস্যময় ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবং তদ্বারা হাকিকতে শরীয়তকেই পালন করা হয়। যাহা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবন আদর্শেও দেখা যায়।

(১) মছনবী :-

مثنوی

تو برائے وصل کردن آمدی ★ نہ برائے فصل کردن آمدی

নবী করিম (দঃ) এর বাণী :- খোদার সঙ্গে আমার এমন এক সময় সম্পর্ক আছে যাহাতে নিকটতম ফেরেশতা বা নবীয়ে মোরছালদেরও স্থান হয়না।^১ অর্থাৎ ইহা রছুল করিম (দঃ) এর বেলায়তে ওজমার স্তর বিশেষ। যেই স্তরে ফেরেশতা বা নবুয়তী গুণেরও রছাই বা সক্ষমতা নাই। যথা মেরাজ শরীফের ঘটনা। যাহা অন্য নবীদের বেলায় ঘটে নাই। সুতরাং দেখা যায় নবুয়তে ওজমা ও বেলায়তে ওজমা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও আহমদ মোজতাবা (দঃ) এর ব্যক্তিতে বিকশিত ছিল।

এই বেলায়ত যাহা চিরন্তন সত্য হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (দঃ) এর এই ধরাধাম ত্যাগের পর অলীয়ে কামেলদের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত থাকে এবং সর্বপ্রকার বেলায়ত, বিশেষতঃ বেলায়ত বিল অরাহত ইমামুল আওলীয়া হজরত আলী (কঃ) এর ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত হয়। হুজুরে আকরম (দঃ) ফরমাইয়াছেন :- আমি যার মওলা (প্রেমাস্পদ হই) আলী তার মওলা। আমি এইরূপ (মহান দুইটি) বস্তু তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি যাহা তোমরা আকড়াইয়া ধরিলে আমার (তিরোধানের) পর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবেনা। (প্রথম) তোমাদের হস্তে কেতাবুল্লাহ এবং (দ্বিতীয়) আমার আহলে বায়ত। [রসূলে করিম (দঃ), হজরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ (কঃ)] তিরমিজি, মেশকাত।^২

(১)

حدیث - از گلستان سعدی

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْغُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ-

(২)

حدیث مشکل الآثار جلد ۲ صفحہ ۳۰۷

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ- اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنْ
اَخَذْتُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابَ اللَّهِ بِاَيْدِيكُمْ وَاَهْلُ بَيْتِي-

ইমামুল আউলীয়া হজরত আলী (কঃ)ই নিজ দেহ প্রাণকে রসুলুল্লাহ্‌র দেহ ও প্রাণের বিনিময়ে হিজরতের সময় রসুলুল্লাহ্‌র বিছানায় তাঁহার চাদর মোবারক আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতঃ প্রেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক প্রাণ শক্তি যাহা নবুয়তে সুপ্ত ছিল তাহা হজরত আলী (কঃ) এর জাতে পাকে প্রস্ফুটিত হইল। তাঁহার বাণীর দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়।

আমি মহা প্রতাপশালীর নিয়ন্ত্রণে রাজী হইয়াছি। আমার ভাগে এলম বা জ্ঞান এবং আমার বিপক্ষের ভাগে ধন ঐশ্বর্য্য পড়িয়াছে,^১

হজরত আলীর (কঃ) মধ্যে রসুল করিম (দঃ) এর অনন্ত গৌরবময় বেলায়তী অভিযানের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ- “আমি এলমের শহর বা হেকমতের ঘর এবং আলী ইহার দরজা”^২

উক্ত বেলায়তে ওজমা প্রকৃতিগত ধারায় প্রবাহিত হইয়া তাঁর মহিমাম্বিত কেন্দ্র পীরানে পীর দস্তগীর হজরত আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) এর ব্যক্তিত্বে স্থান লাভ করে। তাঁহার পবিত্র বাণী ঃ- “আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ফলে কুতুব হইলাম” ইহার সাম্য্য বহন করে।

তাঁহার সময় হইতেই গাউছিয়াত, নবুয়ত ও বেলায়তের যুগল প্রতিনিধিত্ব করে। উক্ত গাউছিয়াত ও কুতবিয়াত হুজুরে করিম (দঃ) এর নবুয়তের যুগে তাঁহার সঙ্গেই ছিল। এবং তাঁহার ভিতরেই কার্য্যকরী শক্তিরূপে বিরাজমান ছিল। বেলায়তের এই রূহানী শক্তি নবুয়ত হইতে স্বতন্ত্রভাবেও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে।

(১)

ديوان على رضى الله تعالى
رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا★ لَنَا الْعِلْمُ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ

(২)

حديث

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيَّ بَابُهَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلَيَّ
بَابُهَا- مشكوة

যেমন :- কোরআন পাকে বর্ণিত, হজরত সোলায়মান (আঃ) এর জমানায় বিলকিছকে সিংহাসনসহ লইয়া আসা।^১ আছহাবে কাহাফের ঘটনা এবং হজরত মূসা ও খিজির (আঃ) এর কাহিনী। দীর্ঘ সময়ের আবর্তন ও বিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক ও গতানুগতিক ভাবেই মানুষ দীন ধর্ম হাল জজ্বা “মাহ্‌বিয়তে এসতেগরাক” বা খোদায়ী ভাব-বিভোরতা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছিল এবং যাহারা দীনধর্মের প্রতি আসক্ত ছিল, তাহারাও নানারকম এখতেলাফ সম্বলিত মজহাবী ঝগড়া ও বাহ্যিক প্রচারণার দরুণ বেলায়তে ওজমা এবং ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ পারিপার্শ্বিকতা একজন রুহানী শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই সময় হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে মানুষের মনে তাজা প্রেরণা সৃষ্টি ও সংস্কারকার্য সাধনের মানসে সরদারে আউলীয়া কুতুবুল আকতাব গাউছুল আজম পীরানে পীর দস্তগীরের আবির্ভাব ঘটে।^২ কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন ঈমানদারদের জন্য খোদা স্মরণকালে অন্তঃকরণ নম্র হওয়া এবং অবতীর্ণ সত্যবস্তু সকাশে বিনয়ী হওয়ার সময় কি নিকটতম নহে! এবং যাহারা ইতিপূর্বে কেতাব প্রাপ্ত হওয়ার পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণে মলিনতা ও কঠোরতা আসিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে বহু লোক ফাছেক অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মত না হওয়া কি দরকার নহে? – (ছুরা হাদিদ-১৬)।^৩

(১) বরকিয়ার পুত্র আছেন, হজরত সোলায়মানের (আঃ) পরিষদ সদস্য।

(২) জন্ম ৪৭১ হিজরী মৃত্যু ৫৬১ হিজরী।

(৩)

سورة الحديد - ١٦ آية

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

“জানিয়া রাখ আল্লাহ্ মৃত্যুর পরে জমিনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তোমাদের জ্ঞান অর্জনের ইহা একটি নিদর্শনমূলক বর্ণনা” – (ছুরা হাদিদ-১৭)।^১

কালের আবর্তন বিবর্তনে জাতির উত্থান, পতন ও ঘূর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্ররাজীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়ার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাঁচ ছয় শতাব্দীর একটি দায়েরা বা বৃত্ত স্বীকার করেন। ইতিহাস বেত্তাদের বাবা আখ্যাপ্রাপ্ত ইবনে খুলদুন তাঁহার বিখ্যাত ‘মোকদ্দমায়’ এবং মহা মনিষী হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) তাহার ফুছুছুল হেকম নামক বিখ্যাত কেতাবে ইহা স’প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

“আসমান জমিনের সৃষ্টি ও দিবারাত্রের আবর্তন বিবর্তনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন বিরাজ রহিয়াছে”- (ছুরা বাক্বারা-১৬৪)।^২ দেখা যায় হজরত ঈছা (আঃ) এর প্রায় ছয়শত বৎসরের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পাঁচশত বৎসরের মধ্যে হজরত পীরানে পীর দস্তগীরের অভ্যুদয় হয়। এহেন অবস্থায় বেলায়তকেও এই “রেছালতে এরশাদী” বা কথা বার্তার দায়িত্ব বহন করিয়া সত্য প্রকাশ করিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও খোদায়ী ইচ্ছা শক্তি বাধ্য করে।

হজরত পীরানে পীর দস্তগীর তাঁহার কছিদায়ে গাউছীয়ায় ফরমাইয়াছেন ঃ-

(১) سورة الحديد- ١٧ آية
إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ۝

(২) سورة بقره- ١٦٤ الآية
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ۝

“সমস্ত অলী উল্লাহ্ আমার পদাঙ্ক অনুসারী। আমি পূর্ণচন্দ্র নবীর পদাঙ্ক অনুসারী। আমার সমকক্ষ অলীদের মধ্যে কেহ নাই, এলম এবং প্রভাব বিস্তারের বেলায়ও আমি অদ্বিতীয়। আমি জ্বিলান নগরের অধিবাসী। “মুহীউদ্দীন” বা ধর্মকে পূর্ণজীবন দাতা আমার উপাধি। আমার প্রতীক বা ঝাণ্ডা উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত।”

এই দাবী দাওয়া পেশ করিতে নাছুত স্তরের লোকজন এবং অন্যান্য হেদায়তে তালীমী শিক্ষামূলক এবং এরশাদী স্তরের লোকদের জন্য তিনি এলহামপ্রাপ্ত যুক্তিসঙ্গত বেলায়তে ওজমার অধিকারী মোজাদ্দের ও সর্বশ্রেষ্ঠ অলীউল্লাহ্।

ছুফী পরিভাষায় এইরূপ মহিমাময় ব্যক্তিত্বকে “গাউছুল আজম” বলা হয়। প্রথম গাউছুল আজম রূপে তিনি ইসলামী জগতের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেন। যেহেতু তিনি আলমে লাহুত হইতে আলমে নাছুত পর্যন্ত খোদাতায়ালাল সমস্ত জগতের খবর রাখেন এবং ত্রাণকর্তা গাউছুল আজমে এগুেতাহিয়া বা আরম্ভকারীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে সকলে চিনা ও বুঝা একান্ত দরকার এবং তাহা হইতে উপকার পাওয়ারও দরকার আছে। তাই নবুয়তের মত এই গাউছুল আজমিয়তের দাবীরও প্রয়োজন আছে এবং তাঁহার সংখ্যাভীত কেরামত প্রকাশেরও প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাধারণ মানুষ তাঁহাকে চিনিতে বা বুঝিতে সক্ষম হইবেনা বিধায়, কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারিবেনা। এই অবস্থায় বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগে হজরত পীরানে পীর দস্তগীর ও বেলায়তে মোত্লাকা যুগে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) কেই দাবীদার দেখা যায়। অন্য কোন বুজর্গ এইরূপ সর্বাঙ্গীন রুহানী এলমের বা গাউছে আজমিয়তের দাবী করিতে দেখা যায় নাই এবং এইরূপ সর্বস্তরে অসংখ্য কেরামতও প্রকাশ পায় নাই। ছুরায়ে বাক্বারার ২৩/২৪ আয়াত তুল্য এই স্তরেও বলা যাইতে পারে যে, অন্য দাবীদার যদি থাকে সামনে আন, অথচ পারিবে না।

(১)

قصيده غوثيه
وَكُلُّ وَلِيٍّ عَلَى قَدَمٍ وَإِنِّي ★ عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بِذَرِ الْكَمَالِ
فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي ★ وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْتَصْرِيفِ حَالِ

যদি এই দাবীযুক্ত বুজর্গ বাণী দেখাইতে না পার খোদাকে ভয় কর। বুজর্গের ব্যক্তিত্বের নামে মনগড়া প্রচার বন্ধ কর, যাহা পাপ। “যাহা তোমরা জান না উহা বলা আল্লাহ্ তা’য়ালার নিকট নিশ্চয়ই মহাপাপ” (ছুরা সাফ-৩)।^১ এই খোদায়ী বাণী ধ্যান কর। কোন অনুমান পাপই হাদিছ মর্ম মনে কর। সমাপ্তিতে পীরানে পীর বাণী।^২



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়রে রুহানী

মানব আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা’য়ালার প্রতি মানুষের গতিশীল হওয়াকে ছায়রে রুহানী বলে। ছায়রে রুহানী তিন প্রকারের :-

- ১। ছায়র এলাল্লাহ্- অর্থাৎ খোদার দিকে বান্দার গতি।
- ২। ছায়র ফিল্লাহ্- অর্থাৎ খোদার জাতে বিলীন হইয়া থাকা।
- ৩। ছায়র মা’য়াল্লাহ্- অর্থাৎ খোদাসঙ্গ থাকা অবস্থায় সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্নরূপে খোদায়ীশক্তি প্রসারণ করিতে ফয়জশক্তি অর্জন করা।

(১)

سورة الصف - ٣ آية
كَبُرَ مُقْتَلًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

(২)

الفتح الرباني - ٤٠ صفحه
زهاب دينكم باربعة اشياء - الج

অর্থাৎ যাহাতে এই চতুর্বিদ অবস্থার ফলে ধর্ম হারা না হও।
অত্র গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই ত্রিবিধ ছায়ারে রুহানীতে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ অলী। গাউছিয়ত ও কুতবিয়তে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পন্ন বুজর্গানের মধ্যে এইরূপ ছায়ারে রুহানী দেখা গেলেও যেই ব্যক্তি উভয় গুণের অধিকারী তাঁহাকে গাউছুল আ'জম বলা হয়। এই নিয়মেও হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শায়খ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এবং হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীকে এই উভয় দরজার অধিকারী বলিয়া বুঝা যায়। সবচেয়ে বড় বস্তু হইল এই যে, তাঁহারা নিজেরাই গাউছে আ'জমিয়তের দাবী করিয়াছেন এবং অন্যরা গাউছুল আ'জম বলিলে তাঁহারা ইহার স্বীকৃতি দিয়াছেন। মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী তাঁহার রচিত গজল 'সঙ্গে হাদী মতোয়ারা সঙ্গে গাউছে ধন' কলিটি গুনাইলে হজরত বলিলেন “সঙ্গে হাদী মতোয়ারা সঙ্গে গাউছে ধন” বলুন। (রত্ন ভাণ্ডার ১ম খণ্ড ২০ নং শেয়ের) প্রত্যেক স্তরে তাঁহাদের অসংখ্য কেরামতাবলী ও অলৌকিকত্ব বিকাশ ও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই সমস্ত কারণাদীতে দেখা যায় যে, জীব-জন্তু জড়-অজড় এমনকি জ্বীনপরী ফেরেশতা এবং প্রকৃতি পর্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব মুক্ত নহে। সকলেই তাঁহাদিগকে মান্য করে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে। (জীবনী ও কেরামতগ্রন্থ দৃষ্টব্য)

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম রহস্য সম্বৃত ধর্ম জগতে নবী রসূল পাঠাইবার চতুর্বিধ কারণের মধ্যে ধর্মীয় হেকমত বা বিজ্ঞান, শেষ এবং সুদূর প্রসারী। ইহা নিম্নলিখিত কোরআন পাকের ছুরা আলে এমরান ১৬৪ আয়াত^৩ মতে প্রমাণিত।

“নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ববাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যখন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রসূল নিযুক্ত করিয়াছেন। যিনি তাহাদের নিকট (১) খোদার নিদর্শন তুলিয়া ধরেন এবং তাহাদিগকে (২) চরিত্রবানরূপে গড়িয়া তুলেন এবং তাহাদিগকে (৩) কোরআন শিক্ষা দেন ও

(১)

سورة آل عمران - ١٦٤ آية

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(৪) তাঁহার হেকমত (দেহতত্ত্ব) শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তাহারা পরিস্কারভাবে অন্ধকারে ছিল” - (আয়াত পূর্ব পৃষ্ঠায়)।

অপর আয়াত :- “শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখাইয়া লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হইতে নির্দেশ দেয়। খোদা তোমাদিগকে ক্ষমা এবং আরো বেশী কিছু দিবার ওয়াদা দিতেছেন। আল্লাহ্ বিস্তর জ্ঞাত। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন হেকমত বা কৌশল শিক্ষা দেন। যাহাকে হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন নিশ্চয় নিশ্চয় তাহাকে অনন্ত কুশল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ অনন্ত গুণ গরিমার অধিকারী করিয়াছেন। রসজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কাটখোটা লোকেরা তাহাকে স্মরণ করিতে বা বুঝিতে সক্ষম নহে” - (ছুরা বাকারা ২৬৮-২৬৯)।^১

তাই যাহার উপর নবীর “হেদায়তে-এরশাদী” *(ক) যাহা নবুয়তের কাজ এবং বেলায়তের “হেকমতে তরগীবী”র *(খ) ভার অর্পিত (যাহা বেলায়তের কাজ) অর্থাৎ যিনি গাউছুল আ’জম, তাঁহার ব্যক্তিত্বে জজ্ব-ছুলুক একত্রে প্রকাশ ও খোদায়ী কাজ পরিব্রাজকারীরূপে দাবী করার ও আবশ্যকীয় কথাবার্তা এবং কাজকর্ম প্রকাশের একান্ত দরকার। তাহা না হইলে মানবজাতি খোদার পরিচয় এবং বুজুর্গগণের ফয়জ, বরকত ও ভালাই বা মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইবে;

(১)

سورة البقرة - ٢٦٨-٢٦٩ آية

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

* (ক) হেদায়তে এরশাদী-জ্ঞান উন্মোচনমূলক কথাবার্তা।

* (খ) হেকমতে তরগীবী-উৎসাহবর্ধক হেদায়ত পদ্ধতি বা ধারা।

যাহা খোদার সোজা অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহের শেষ পরিণাম বলিয়া কোরানে স্বীকৃত।

আউলীয়াগণ কশফ এলহাম, এলমে-লদুন্নী, ফরাহত বা সুক্ষ্ম উপলব্ধি বিজদান বা হালজজ্বা প্রভৃতি প্রকৃত খোদায়ী শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করা হয়। তফছিরে শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর ছুরা বাক্বারা ২য় ও ৩য় আয়াতের মর্মমতে বুঝা যায় যে, এই কোরআন পাক গায়ব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী মুত্তকীদিগকে হেদায়ত করে। গায়বের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান দুই প্রকার :-

(১) ঈমানে তকলিদী অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া বিশ্বাস করা।

(২) ঈমানে তাহকীকী অর্থাৎ অনুসন্ধান করিয়া দলিল প্রমাণমূলে বিশ্বাস স্থাপন করা।

এই তাহকীক বা অনুসন্ধান দুই প্রকার প্রথম এস্টেদলালী বা দলীল প্রমাণ ভিত্তিক, ইহা এলমুল একীনের পর্যায়ভুক্ত এবং দ্বিতীয় কশফ ভিত্তিক। কশফ ভিত্তিক ঈমান আবার দুই প্রকার যেমন - (১) “মোশাহেদাতুল মোছাম্মা” অর্থাৎ যেই ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বলা হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখা; ইহাকে আ’ইনুল একীন বলা হয়। (২) “শহুদে জাতী” ইহা ঐ দৃষ্ট বস্তুকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা বুঝায়। ইহাকে হক্কুল একীন বলা হয়।

এই দুইটিই কল্ব বা অন্তঃকরণের অনুভূতি সম্পন্ন বস্তু বিধায় ঈমানে বিলগায়েব পর্য্যায় আসেনা। অতএব তাহারা কশফ দ্বারা যাহা জানেন বা বুঝেন তাহাই গ্রহণ করেন। তকলিদী অর্থাৎ দেখাদেখি বা শুনাশুনি দলিল তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে।’

(১) سورة البقرة - ২-৩ آية

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (২) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (৩)

এই এলমে একীণী সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) মতামত তাহাওয়োফে ইসলাম কেতাবের ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, ঈমান এবং একীনের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কামেলদের ঈমান একীণ বা বিশ্বাসে কোন হেজাব বা আড়াল থাকে না। যেমন ঃ-যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে যে অমুক ঘরে আছে, তাহা বিশ্বাস করা যায়। যদি ঐ ব্যক্তির আওয়াজ শুনে তাহাও বিশ্বাসযোগ্য। যদি ঘরে ঢুকিয়া দেখে তাহাতে যেই বিশ্বাস হাছিল হয় তাহা হেজাব বা আড়াল ছাড়া এলমুল আইন বা আইনুল একীণ। এই একীণকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিলে হক্কুল একীণ হাছিল হয়। উক্ত কেতাবের ২১২ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় হজরত জুনুন মিসরীর (রঃ) অভিমতও এইরূপ, ইহার ফলে মিসরবাসী ফকীহদের সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য হইয়াছিল; যাহার ফলে তিনি মিসর হইতে বহিস্কৃত হন।

আলিফ, লাম, মীম, (ا ل م) এই সাক্ষেতিক শব্দগুলির প্রতি নজর দিলেও উপরোক্ত সত্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যথা ঃ-“আলিফ” অর্থ আল্লাহ। দায়রা-ই-উলুহিয়াত বা উপাস্য চক্র; “আমি”, হাকীকতে ইনছানী নিজ,^১ পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে “মানুষ আমার রহস্য আমি মানুষের রহস্য”।^২

ای بما غاب عنهم الايمان التقليدى او التحقیقى العلمی فان الايمان قسماً تقلیدی و تحقیقى والتحقیقى قسماً استدلالی و کشفی و کلاهما اما واقف علی حد العلم والغیب اما غیر واقف والاول هو الايقان المسمى علم اليقين والثانى اما عینى وهو المشاهدة المسمى عین اليقين واما حقى وهو الشهود الذاتى المسمى حق اليقين والقسمان الاخيران لا یدخلان تحت الايمان بالغیب الخ-

(১) জেয়াউল কুলুব ৪৪ পৃঃ

ضیاء القلوب - صفحہ ۴۴

عارف ہستی حق را در جمیع احوال و اوقات معاینہ کند ہیچ شئی اورا حجاب نشود از رویت حق و رویت حق مانع نگردد از رویت اشیاء زیرا کہ عارف بحقیقت انسانی خود کہ الوہیت ست رسیدہ ست-

حدیث آئینہ باری صفحہ - ۱۱۳ - الْإِنْسَانُ سِرِّی وَاَنَا سِرُّهُ (۲)

ইনছান বা মানব “উনছুন” ধাতু হইতে উৎপন্ন, “উনছুন” অর্থ ভালবাসা। পবিত্র হাদীস শরীফে আছে “আমি গুপ্তই ছিলাম, যখন সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিলাম তখন নিজকে পরিচিত করার বাসনা জাগ্রত হইল। সৃষ্টি করিলাম।” প্রথম সৃষ্টি যাহা ‘আমি প্রশংসা করিতেছি’ বলিতে নিজের প্রশংসায় ব্যক্ত হইল “নুরে মোহাম্মদী”। আরবী আহমদু শব্দ; ইহার অর্থ আমি প্রশংসা করিতেছি। ইহাতে খোদার গুণজ-নুরানী অবয়বতার হাকীকতে ইনছানী মানবসত্তা বিকশিত হইল।^২

“লাম” অর্থ জিবরাঈল। প্রথম অভিজ্ঞান ইহা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী-অহীর বাহন শক্তি বা ফেরেশতা।

“মীম” অর্থ বিশ্ব জগত কাণ্ডারী মোহাম্মদ (দঃ)।

নাছুত বা দৃশ্যমান জগতে যাহা খোদার প্রকাশ্য অনুগ্রহ “রহমতুল্লিল আলামীন”।

তফছীরে হাক্কানীর ২য় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় যাহাকে ‘ফয়জে মোজররাদ’^৩ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে মোহাম্মদী ছুরতে সৃষ্ট আদি মানব আল্লাহর খলীফা এবং ফেরেশতাদের মসজুদ বা সজিদার অধিকারী। এই আদমের খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকারকারী অভিশপ্ত। এই মর্মে পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকারকারীও অভিশপ্ত। অতএব বিশ্ব নিরাপত্তার খাতিরে ইনছানে কামেল মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর আবশ্যিকতা ও আনুগত্য অনস্বীকার্য।

(১)

(২)

أَحْمَدُ

منصور کے پردہ میں خدا بول رہا ہے
خود راز انا الحق کی صدا کھول رہا ہے
من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی
تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری

(৩)

فیض مجرد



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগ বিবর্তন

বেলায়তে মোকাইয়াদা

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর জীবিতাবস্থায় যে সুপ্ত ছুফী মতবাদ ছন্নতে মোস্তফা রূপে প্রচলিত ছিল, তাঁহার ওফাতের পর তাহা ছুফী মতবাদী অনীয়ে কামেলদের ত্বরীকত পছাতে জারী ছিল। কিন্তু জাহেরা ওলামা ও ইসলামী হুকুমতের প্রভাবে মোকাইয়াদ বা শৃঙ্খলায়িত ছিল। সুতরাং ইহাকে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর যুগ বলা হয়।

বেলায়তে মোতলাকা যুগের সূচনা

ক্রমে যুগের পরিবর্তন ও পীরানে পীর দস্তগীর (কঃ) হইতে প্রায় ছয়শত বৎসরাধিক দীর্ঘ সময়ের দূরত্বের দরুণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত যোগাযোগ ছিল হওয়ায় বিশ্ব ইসলামী ইমারতে পুনরায় ভাঙ্গন ধরে এবং শরীয়তী ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর বাংলাদেশে ইংরেজ হুকুমত প্রতিষ্ঠার ফলে মোহাম্মদী দীন রবির দ্বিপ্রহরে মানবকুল পুনরায় ধাঁধায় পতিত হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার তিরস্কারের যোগ্য হইয়া পড়ে। যেহেতু সামাজিক ও আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় সাহায্যহারা মোসলেম সমাজ-ব্যবস্থা দিন দিন অচল ও দুর্বোলের সম্মুখীন হইতে থাকে। এই প্রাণহীন দুর্বল শরীয়তী ব্যবস্থা যুগে নৈতিক ধর্ম প্রধান এক বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যেই বেলায়ত, বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি বা রেওয়াজ হইতে

খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়, সেই বেলায়তের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী, ধর্মসাম্য “তৌহীদে আদয়্যানের” সমর্থক।

তাই হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে “খাতেমুল অলদ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কোরান পাকের ছুঁরায়ে “অদোহার” ৪র্থ আয়াতে বর্ণিত আছে “তোমার শেষ প্রথম হইতে উত্তম।” ইহা দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ।

কুতুবে জমান হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছফীউল্লাহ্ হাছেবের এলহামী উক্তি “মিঞা চিন! কি চিন! ছয়শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ অলী উল্লাহ্ পৃথিবীতে আসেন নাই।” হজরত আকদাছের মরতবা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা বটে। এই উক্তি “খ্যাতনামা জনগণের মন্তব্য” শিরোনামায় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ হিন্দুদের নিকট কঙ্কি অবতার বা শেষ ত্রাণকর্তা ইত্যাদির সুসংবাদ আছে। সুতরাং এই যুগকে বেলায়তে মোত্লাকা বা মুক্ত ছুফীবাদের যুগ বলা যাইতে পারে।

বেলায়তে মোত্লাকা

নবুয়ত আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত দায়িত্বপূর্ণ মহিমাম্বিত পদবীর নাম। ইহা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেলায়ত অসীম। “অলীউন” আল্লাহ্ তা’য়ালার একটি নামও বটে। তাহার অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং খোদা যেমন নিত্য, খোদার গুণ গরিমাও নিত্য ও অবিনশ্বর। সেইরূপ বেলায়তও নিত্য ও অবিনশ্বর, প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ। কোরআন পাকে “খোদা ঈমানদারদের মুরব্বি”-(আলে এমরান-৬৮)।^১

“খোদা (মুমিনদের) প্রশংসিত বন্ধু”-(ছুরা শুরা-২৮)।^২ ইত্যাদি বর্ণনা আছে।

-
- (১) سورة الضحى- ٤ آية
وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ
- (২) وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (سورة آل عمران- ৬৮)
- (৩) وَهُوَ (اللَّهُ) الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (سورة الشورى- ২৮)

অথচ নবী বা রসুল বলিয়া খোদার কোন নাম উল্লেখ নাই; কিন্তু “অলীউন” বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

ফছুছে হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী বলেন -

(১) খাতেমুল আউলীয়া রসুল করিম (দঃ) এর উত্তরাধিকারী অলী হন। যিনি মূল (খোদা) হইতে সবকিছু লইয়া থাকেন। তিনি বেলায়তের সমস্ত মোকাম ও মর্যাদার নিরীক্ষণকারী হন। (পুরাতন বাধা গড়া নীতিযুক্ত বেলায়ত যুগের পরিণতিকারী) তিনি রসুল করিম (দঃ) এর সমস্ত রূপের মধ্যে একটি সর্বোত্তম রূপ। রসুল করিম (দঃ) জমায়াতের ইমাম হন। এবং শাফায়াতের দরজার উন্মোচনকারী হিসাবে আদম সন্তানের সর্দার হন। সর্দারী এক বিশেষ অবস্থায় খোদার নামাবলীতে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী দেখা যায়। যেহেতু ইছমে “রহমান” বালা মুছিবতের সময় বদলা গ্রহণকারীর (খোদার) নিকট (শৃঙ্খলা রক্ষার্থে) সুপারিশ করিবেনা। (ফছুছ ৯৩ পৃঃ)¹

একটি উদাহরণ :-

চোরের ধর্ম চুরি করা। ইহার ফল স্বরূপ ধরা পড়িয়া বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। বিচারাদালত অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আইনের ধারা মতে চোরের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বিচারক নিজে কোনরূপ দয়া বা অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে পারেন না। যেহেতু চোর নিজকৃত অপরাধের মাত্রা দ্বারা নিজেই তাহার শাস্তির মাত্রা নিরূপন করিতেছে। সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, এখানে চুরির কর্তা অর্থাৎ চোর বিচারাদালতে তাহার নিজ কর্ম ফলের নিয়ন্তা এবং বিচারাদালতের উপর প্রভাবশালী। বিচারক, বিচারবেলায় তাহার দয়াগুণ কাজে লাগাইতে পারেন না। উপরন্তু বিচার প্রার্থীর নিকট সুপারিশও করিতে পারেন না।

(২) ফছুছুল হেকমে আরো বর্ণিত আছে :-

ইছমে “আল্লাহ্” খোদার সমস্ত নামাবলীকে সামিল করে। এই নাম উপাস্য হিসাবে নিজের বিভিন্ন মজাহার বা বিকাশ স্থলে বিকশিত হয়। এবং আল্লাহ্ নিজের জাত ও মর্তবা হিসাবে সমস্ত নামাবলী হইতে অগ্রগণ্য [(২) (অপর পৃষ্ঠায়)]

(১) ফছুছুল হেকম

ترجمہ فصوص الحکم - صفحہ ۹۳
خاتم الاولیاء ولی وارث ہیں جو اصل سے لینے والے ہیں اور تمام

اتএব এই আল্লাহ্‌ শব্দ যেই নামে বিকাশ পায় সেই নামও খোদার অন্যান্য নামাবলীর বিকাশস্থল সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন। যেমন, “আল্লাহ্‌” শব্দ আহমদুল্লাহ্‌ নামের মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে।^১

(৩) ফুছুছুল হেকমে আরো লিপিবদ্ধ আছে :-

নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যে যিনি বর্তমান, আগত ও বিগত সমস্ত দরজার অবস্থাকে বেষ্টনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন। এবং কামালিয়তের সমস্ত ছিফত বা গুণের অধিকারী হন। যদিও তাহার ঐ ছিফত ও গুণাবলী প্রচলিতভাবে মানব বুদ্ধির নিকট এবং শরীয়তের নিয়ম হিসাবে ভাল-বা-মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই “কমালে মোহিত” বা সর্বব্যপ্ত কামালিয়াত নিশ্চিতভাবে “আল্লাহ্‌” শব্দ বিশিষ্ট অলী উল্লাহের জন্য সাব্যস্ত।^২

(৪) ফুছুছের ৯১ পৃষ্ঠায় আছে :-

مراتب کے مشاہدہ کرنے والے ہیں وخاتم الولايت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منجملہ اور صورتوں کے ایک بہتر صورت ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے امام ہیں اور شفاعت کے دروازہ کھولنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرزند آدم کے سردار ہیں پس سرداری کو ایک حالت خاص میں آسماء الہیہ پر مقدم ہیں کیونکہ رحمٰن اہل بلاء میں منتقم کے نزدیک شفاعت نہ کریگا۔

(১) ফুছুছুল হেকম ৮ম অধ্যায় ভূমিকা ৫৯ পৃঃ ৫৭ পৃঃ ترجمہ فصوص الحکم۔
اسم اللہ تمام اسموں کو شامل ہے اور وہی آسماء میں باعتبار مرتبہ الہیہ اور اپنے مظاہر کے متجلی ہے اور حق تعالیٰ باعتبار اپنے ذات اور مرتبہ کے دوسرے آسماء پر مقدم ہے پس اسم اللہ کا مظہر بھی دوسرے آسماء کے مظاہر پر مقدم ہوگا۔

(২) ফছে ইদ্রিস ৪র্থ অধ্যায়ের ১১১ পৃঃ ১১১ পৃঃ ترجمہ فصوص الحکم۔ صفحہ ۱۱۱

بنفسہ عالی وہ ہے جسکو ایسا کمال ہو کہ وہ اس کے سبب سے تمام امور وجودی اور نسبتیں عدمی کو محیط ہو اور کوئی صفت اس کے کمال سے فوت نہ ہو جاوے خواہ وہ صفات عرفا اور عقلاً اور شرعاً اچھے ہوں یا برے پس یہ کمال محیط خاص کر لفظ اللہ کے مستثنیٰ کو ہے۔

خاتہمۇل آؤلىيار دۇستىكۈنەر پارخىكا

“آامىريا ۋ رىسۇلگن ياهآ كىھۇ دىخىن، تاهآ خاتىمۇر رىسۇلەر دۇستى كۈن دىيا دىخىن ۋىھ ياهآ كىھۇ كۈن آللى ؤللاھ دىخىن تاهآ خاتىمۇل آؤلىيار آللو با دۇستىكۈن دىيا دىخىن۔ ۋمىن كى رىسۇلۋ دىخىيا خاكىن يىهتۇ نرۇيىتە تىشرىيى با بىدانگىت دىرم ۋ تآهار رىھالنى نۇتن دىمرىر دىادۇرئابى ۋك سىمىى ھۇتىيا ياي۔ كىھۇ بىلایىت كۈن سىمىى ھۇتىى پارى نآ، بىكۇ ۋ ھى نآ۔ يىهتۇ ىھآ خۋادار سىكۋ ۋبىلن ۋ ۋبىخىدىا سىسپرك يۇكۇ۔”

آاللما مۇھىؤدىن ىبنى ۋرىبى (كۋ) ۋر فھۇھۇل ھىكمىر ۱۱ پۇثاي ۲ى ۋدياىى بىرنا آاھى ۋ-۲

خاتىمۇل بىلایىت با خاتىمۇل آؤلىيا ىسلامرىپ دىۋالىر شىش گآخۇنى با شىش ىٹا، نرۇيىت ىسلامرىپ دىۋالىر دىرتم گآخۇنى با ىٹا۔ يىهتۇ نرۇيىت آاھكامى آادىش نىسب مۇلك ھىزرىت جىبراىل (آاۋ) ۋر مڈىھۇتاي دىاڤ اھى۔ ىھآ خنى ىھىتە دىاڤ ئادىر ىٹىر سىھىت تۇلى۔ كىھۇ بىلایىت خاتىمۇل آؤلىيا كىرك نىج ھاتى ۋر خنى ىھىتە دىاڤ شكى؛ يىھى خنى ىھىتە ھىزرىت جىبراىل (آاۋ) اھى آانىتىن۔ تآى ىھآ سۋانالى ىٹىر سىھىت تۇلى۔ ۋى اھى ۋ ۋلھام بىشكى نرۇيىت ۋ بىلایىت ىٹ دىارا ىسلامى ىمارىت نامك دىر نىرمان دىرىساڤ۔

(۱) فھۇھۇل ھىكمى فىھى شىكى ۱۱ پۇ

ترجمى فصوص الحكم - صفحہ ۹۱

جو كچھ كى انبىاء يا رسول دىكھتے ھىن تۇ خاتم رسول ھى كى مشكۇ سى دىكھتے ھىن ۋر كۇى دلى ھى كى كىز كۇ نىھى دىكھتے ھى مگر خاتم الاولياء كى مشكۇ سى دىكھتے ھى ىھا تك كى رسول ھى جب كى كىز كۇ دىكھتے ھى تۇ خاتم الاولياء كى مشكۇ سى دىكھتے ھى كىونكە رسالت ۋر نبوت ىعىنى نبوت تىرىج ۋر اسكە رسالت ىہ دونون منقطى ھو جاتى ھى ۋر ولايت كى منقطى نىھى ھوتى ھى

(۲)

ترجمى فصوص الحكم - صفحہ ۹۱

خاتم الاولياء نبوت كى دىۋار مىں دو ىنٹ كى جگى خالى پاتى ھى ىك ىنٹ سونى كى ۋر دوسرى ىنٹ چاندى كى پس دو ىنٹ كى بىر دىۋار كۇ ناقص پاتى ھى۔



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব অলী গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী হৈয়দ
আহমদুল্লাহ (কঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বাভাস

পীরানে পীর দস্তগীর হজরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) গাউছুল আজম এগুতাহীয়া (আরম্ভকারী) মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর ওফাতের পর দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দিক বৎসর সময়ের দূরত্বের দরুণ এবং ইসলামী হুকুমতের পতন ও ব্রিটিশ হুকুমতের পতনের ফলে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুগ সংস্কারক অলীউল্লাহের আবশ্যিকতা প্রকট হইয়া উঠে।

এই যুগ সংস্কারক বিশ্ব অলীর শুভ আবির্ভাব সম্বন্ধে এলমে মাআরেফ অর্থাৎ পরিচিতি জ্ঞান সম্বন্ধে হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী সুপ্রসিদ্ধ ফছুছুল হেকম নামক কেতাবের ফছে শীচের শেষভাগে বর্ণনা করিয়াছেন।^১

“মানব জাতির মধ্যে হজরত শীচ (আঃ) এর অনুসারী ও তাঁহার ভেদাভেদের ধারক ও বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবেন। ইহার পরে এইরূপ মর্যাদা সম্পন্ন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন না। তিনিই খাতেমুল অলদ হইবেন।”
(উক্তরূপ মর্যাদা সম্পন্ন সর্বশেষ সন্তান) ফছে শীচী ৯৭ পৃঃ

(১)

ترجمہ فصوص الحکم - صفحہ ۹۷

اس نوع انسان میں شیث علیہ السلام کے قدم بقدم ایک لڑکا پیدا ہوگا اور انکے اسرار کا وہی حامل ہوگا اور اسکے بعد اس نوع انسانی میں پھر لڑکا نہ ہوگا اور وہی لڑکا خاتم الاولاد ہوگا۔

হজরত শায়খে আকবরের পরিভাষায় অলদ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যেই ব্যক্তি পিতার গুণ্ত রহস্যের হামেল বা বাহক। “আল অলদু ছিররুণ লেআবিহে” (ফচ্ছে শীচী ৯৫ পৃঃ) যেই ব্যক্তি পিতার চিন্তাধারাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ফলপ্রসু করে তাহাকেও অলদ বলে। (ফচ্ছে নূহী ৩য় অধ্যায় ১০১ পৃঃ) যে সন্তানে নিজ চিন্তাধারা ফলপ্রসু নহে তাহাকে অলদ বলা হয় না। “লা এয়ালেদুনা ইল্লা ফাজেরান অকফফরা” (ছুরা নূহ-২৭) অর্থাৎ তাহাদের চিন্তাধারা হজরত নূহ (আঃ) এর চিন্তা ধারার ফলপ্রসু নহে বরং বেহায়াপনা ও কুফরী। (ফচ্ছে নূহী ৩য় অধ্যায় ১০৫ পৃঃ) কেনানের চিন্তাধারা হজরত নূহ (আঃ) এর ফলপ্রসু নহে বলিয়া তাহাকে আহল বা অলদ বলিয়া কোরআন স্বীকার করে নাই। বরং “লায়ছা মিন আহলেকা” অর্থাৎ তোমার আহল বা অলদ নহে (ছুরা হুদ-৪৬) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

হজরত সোলেমান ফারছী (রঃ) পারস্যের অধিবাসী হইলেও রসূলে করিম (দঃ) তাঁহাকে আহল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাই হজরত নূহ (আঃ) কোরআনের পরিভাষায় বলিয়াছেন “লাতাজার আলাল আরদে মিনাল কাফেরিনা দইয়ারা” (ছুরা নূহ-২৬) অর্থাৎ জগতের অধিবাসী হিসাবে অস্বীকারকারী ও খারাপ কার্যে উৎসাহ দানকারী মিথ্যুককে রাখিওনা। যেহেতু তাহাদের “নজরে ফিকরী” বা চিন্তাধারা ভাল কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। এবং কামেলের নজরে ফিকরীর ফলপ্রসু নহে।

সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহককে “অলদ” বা আহল বলে। এবং বিপরীত কার্য্যকারীকে আহল বা অলদ বলা যায়না। এই হিসাবে খাতেমুল অলীই খাতেমুল আওলাদ বা অলদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু তজকেরাই শায়খে আকবর (কঃ) এর ২১ পৃষ্ঠায় ফতুহাতে মক্কীর ৭৩ অধ্যায়ে বলেন, রসুলুল্লাহর শ্রেষ্ঠ বেরাছতী বা উত্তরাধিকারীত্ব হইল খাতেমুল বেলায়ত; এই ‘খতম’ বা শেষ দুই প্রকার।

প্রথম ৪-হজরত ঈসা (আঃ) এক নম্বর বা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি রেছালত ও বেলায়তের যুক্ত অধিকারী। ইনি সমস্ত বেলায়তের খাতেম এবং কেয়ামতের শেষ নিদর্শন। শেষ জমানাতে তিনি ব্যক্ত হইবেন।

খাতেমুল অলীর দর্শন

দ্বিতীয় ৪- বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর খাতেম। ইনি বংশগত ও দেশগত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়া ব্যক্ত হইবেন। ৫৯৫ হিজরী সনে আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার শরীরস্থ মোহরে বেলায়তের চিহ্ন তিনি আমাকে দেখান। তাঁহার খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী সাধারণ লোকেরা স্বীকার করিবেনা। যদিও তাঁহার খাতেমে বেলায়তের চিহ্ন সাধারণ লোকের চক্ষুর অন্তরালে তথাপি আমার জমানাতেও তিনি বিদ্যমান আছেন।”

এই হিসাবে খাতেমুল আউলীয়া ঐ সময় হইতে আওলীয়া যেই সময় হজরত আদম (আঃ) পানি ও মাটির সহিত সংমিশ্রিত ছিলেন। (ফছুছ ৯৩ পৃঃ)'

“খাতেমুল আওলীয়া রসুলুল্লাহর অলীয়ে ওয়ারেছ হন। খাতেমুল আওলীয়া রসুলুল্লাহর বিভিন্নরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ” ফছুছ ৯৩ পৃঃ। বুজগী হিসাবে উনিই শ্রেষ্ঠ যিনি “নিছবতাইনে আ’দমী” অর্থাৎ আগত বিগত জমানার অবস্থার বেষ্টনকারী হন। কামালিয়তের বা বুজগীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজগিতে বাদ পড়েনা, যদিও তাঁহার এই গুণাবলী বহির্দৃষ্টিতে বা বিচার বুদ্ধিতে অথবা শরআ মতে ভাল বা মন্দ। এই সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত “আল্লাহ্” নাম বিশিষ্ট নামধারী অলী উল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট (ফছুছ ১১১ পৃঃ)।

বেলায়তে খিজরী হিসাবে তিনি ফরদুল আফরাদ “জামে-উৎ তনজিহ্ ওয়াত্তশবীহ্” অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। (মোতালেবে রশীদী ২৬৮ পৃঃ) ইহার উপরে বেলায়তের কোন দরজা নাই। খাতেমুল আউলীয়া ইসলামী ইমারত বা দেওয়ালের শেষ ইট বা গাঁথুনী, যাহার দ্বারা ইসলামী ইমারত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে।

(ফুছ ৯২ পৃঃ)

(১) ফছুছ ফচেছ শীচ ৯৩ পৃঃ

فصوص الحكم - صفحہ ۹۳

اسی طرح خاتم الاولیاء اسیوقت ولی تھے جب آدم علیہ السلام
پانی اور مٹی میں تھے۔

“এই ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার এক বোন জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার জন্ম চীন প্রান্তে হইবে। তাঁহার ভাষা সেই নগরের ভাষা হইবে। অতঃপর নর-নারীর মধ্যে বন্ধ্যারোগ সংক্রমিত হইবে। জনন প্রজনন ব্যতীতই বিবাহের আধিক্য হইবে। মানবজাতিকে তিনি আল্লার দিকে আহ্বান জানাইবেন কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাইবেনা। তাঁহার ও সেই যুগের মোমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে পরিণত হইবে। হালাল হারাম পরিচয় করিবেনা। ধর্ম বিবেচনা হইতে দূরে সরিয়া প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে কামস্পৃহা চরিতার্থ করিতে মশগুল থাকিবে।”

১) হজরত ইবনে আরবীর বর্ণনামতে হজরত শীচ (আঃ) আহমদীয়ুল মশরব নবী, হজরত আকদাছও আহমদীয়ুল মশরব অলী ছিলেন। যাহা নবীয়ে ছলাছা নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

২) তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক বোনের জন্ম হয়।

(১) ফছুছ ফচ্ছে শীচ ৯৭ পৃঃ

فصوص الحکم فص شیشی - صفحہ ۹۷

اور اسکے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہو گی۔ یہ لڑکے سے پہلے پیدا ہو گی اور لڑکا
اوس سے پیچھے پیدا ہو گا۔ اور لڑکے کا سر لڑکی کے دونوں پیروں کے پاس ہو گا
اور اسکی ولادت چین میں ہو گی اور اسکی زبان اس شہر کی زبان ہو گی اور اسکے
بعد مرض بانجھ مردوں اور عورتوں میں سرایت کریگا اور بغیر توالد اور تناسل
کے نکاح کی بڑی کثرت ہو گی۔ وہ لڑکا اونکو خدا کی طرف بلاوے گا لیکن کوئی
قبول نہ کریگا اور جب اللہ اوسکو اور اس زمانہ کے مومنوں کو لے لیویگا تو بانی لوگ
مثلاً چار پائے اور بہائم کے رہے جائیں گے نہ حلال کو حلال جائینگے نہ حرام کو
حرام سمجھیں گے۔

৩) তাঁহার ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিল।

৪) তাঁহার যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়।

৫) তিনি মানবজাতিকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহপাকের সুষ্ঠু সরল সহজ তরীকত ও রূহানীয়তের দিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

৬) জগদ্বাসী হজরত আকদাছের আহ্বানে ব্যাপক ও সন্তোষজনক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

৭) তাঁহার পর জগদ্বাসী ব্যাপকভাবে ধর্ম ও বিবেক রহিত হইয়া প্রাণী জগতের অনুরূপ জীবন যাপন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন। বরং ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা, নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতেছে; যাহা ন্যায়নীতি, সাম্য ও দয়া বহির্ভূত।

৮) চট্টগ্রামকে চীন প্রান্ত বলা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে হজরত ইবনে আরবীর (রঃ) যুগে এই অঞ্চল চীনা বংশধরদের শাসনাধীন ছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জন্মভূমির পরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

৯) হজরত আকদাছ বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক ধর্মে বা নৈতিকতায় যে, কোন পার্থক্য নাই তাহা সম্যক অবগত ছিলেন বিধায় কোন ধর্মের আচার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক সকল সম্প্রদায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থক ছিলেন। (জীবনী ও কেরামত দ্রষ্টব্য) ইহা তাঁহার মোজাদ্দিয়ত বা ধর্মক্ষেত্রে নূতনত্ব দান বুঝায়।

মতালেবে রশীদী কেতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত “ফরদুল আফরাদ” ব্যক্তিই বেলায়তে মোহাম্মদীর সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। নিজ শ্রেণীর মধ্যে তিনি হাতের মধ্যাঙ্গুলি স্বরূপ, উচ্চ বিকশিত ছিলেন।

এই সমস্ত কারণে তাঁহাকে চারি প্রকারে খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী বলা যায়।

১) খাতেমুল অলী খাতেমুলবীর পবিত্র ধর্মের অনুগত বিধায়, তিনি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই যাহা রসুলুল্লাহর অনুরূপ।

২) হজরত শীচ (আঃ) এর “নজরে ফিকরী” বা জ্ঞান জ্যোতির ধারক বাহক হিসাবেও তিনি খাতেম। হজরত শীচ (আঃ) এর জন্ম যেমন এক অসাধারণ জন্ম, তাঁহার নীতির ধারক বাহক, বেলায়তে মোত্লাকাও এক নব-যুগের

সূচনা করে। ধর্মে নৈতিকতা পতনের যুগ যাহা ১১৪৩ হিজরী হজরত আবদুল গণী নাবলুছি (রঃ) এর ওফাতের পরে ১২৪৪ হিজরী সালে হজরত অলীকুল শিরোমণি ছুফী সম্রাট গাউছুল আজম জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর আবির্ভাব যুগে নৈতিক ধর্মের পুনর্জীবন সম্ভব হইয়াছে; ছল চাতুরি, কৃত্রিমতা বিদূরণে তাঁহার বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়তের প্রভাবে সহজতম পন্থায়।

৩) সকল ধর্মের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী এবং সমসাময়িক সকলের নিকট সম্মানিত ও প্রশংসিত হিসাবে বেলায়তে মোহাম্মদীর সম্পূর্ণ অধিকারীই “ফরদুল আফরাদ”।

৪) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্ম বা কর্ম পন্থার বেষ্টনকারী হিসাবে তিনি বেলায়তে মোহিত, বা বেলায়তে মোত্লাকার মালিক; যাহাকে ‘নিছবতাইনে আ’দমী’ বলে।

অতএব তাঁহার পবিত্র অস্তিত্বে বা অজুদে পাকে উক্ত শ্রেষ্ঠতম ফজিলতে রব্বানী বা বেলায়ত, সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ায় উহা অন্যত্র পুনঃ বিকশিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ইহার এস্তেহকাকে অজুদী বা বিকাশ যোগ্যতা এইখানে প্রস্ফুটিত ও পরিসমাপ্ত। সুতরাং তিনিই খাতেম বা বেলায়তে মোকাইয়াদার পরিণতিকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী যুগ প্রবর্তক অলিউল্লাহ্। তিনি বিশ্ব ধর্মসাম্যের বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থা “সপ্ত পদ্ধতীর” দাবীদার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বের “আখের” শেষ গাউছুল আজম।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্মভূমির পরিচয়

হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর (কঃ) ভবিষ্যদ্বাণী মতে এই বিশ্বঅলীর জন্মস্থান ইতিহাস ও ভূগোল্যের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, ইহা চীন প্রান্তে বৌদ্ধ জাতির আবাস স্থানে-পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন সমতল চট্টগ্রামের মধ্যস্থলে এবং হিন্দু জাতির তীর্থস্থান সীতাকুণ্ডের পূর্বে অবস্থিত মেরুরেখার সংলগ্ন পূর্বে সাম্যদর্শী হজরতের জন্ম হয়। এই জেলাকে ইবনে বতুতার দেয়া নাম “সবুজ শহর” আরব ব্যবসায়ীর বর্ণিত “চতুল” (আহম জাতীয়) বৌদ্ধ পাহাড়ীদের কথিত “চাতংগং” উর্দু কবির লিখিত “চাটগাম” হিন্দুদের “চটুল” মোসলেম বাংলায় প্রচলিত চট্টগ্রাম এবং ইংরেজদের বর্ণিত চিটাংগ। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, পুরাকালে তিব্বতীয় বর্মণ নামধারী চীনা বংশীয় লোকেরা এখানে বাস করিত। ইহারা বক্ষপুত্র নদের তীর বাহিয়া এই চট্টগ্রামে আসে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, অবসর প্রাপ্ত সাবরেজিষ্ট্রার মোং মাহবুবুল আলম ছাহেব কর্তৃক লিখিত “চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল” নামক গ্রন্থের ৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই চট্টগ্রামের গণ-প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা আহরণ মত্ত ও ঐচ্ছিক চিত্ত সম্পন্ন। যে জাতি বা সভ্যতার মধ্যে ইহারা যাহা ভাল বলিয়া পছন্দ করে; তাহা নিজ সভ্যতা ও আচার পদ্ধতির সহিত অঙ্গারতসারে মিশাইয়া নিজ সভ্যতার অঙ্গ করিয়া লয়। ইহার দ্বার বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার জন্য মুক্ত। ইহা সাধু ও অলীউল্লাহদের লীলাক্ষেত্র এবং দয়াময় প্রভুর অন্যতম লীলা নিকেতন। ইহার ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। ইহার ভৌগলিক প্রকৃতি

বিশ্ব ভৌগলিক প্রকৃতির অনুরূপ। ইহার অধিবাসীগণ সাধারণতঃ ছুফী সভ্যতা প্রিয়। আহম গোষ্ঠীর শাসকদের শাসনামলের নমুনার একটি তাম্রমুদ্রা আমি চট্টগ্রাম মোহেছনীয়া মাদ্রাসায় পড়িবার সময় ১৯১১ ইংরেজী সনে মোহেছনীয়া মাদ্রাসার পাহাড়ে অর্ধ প্রোথিত অবস্থায় প্রাপ্ত হই। উহা চন্দনপুরাস্থিত দারোগা বাড়ীর মৌং আবদুচ্ছালাম বি, এ, ছাহেবের মারফত চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজের পালি ভাষার প্রফেসার মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই; তিনি এই মুদ্রাটি আহম জাতীয় শাসকদের বলিয়া মন্তব্য করেন। স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে প্রফেসার বাবু মুদ্রাটি কলিকাতা যাদুঘরে পাঠাইয়া দেন। চট্টগ্রামের পাহাড়ীয় জাতিরা যে তাহাদের পরবর্তী, ইহা তাহাদের দেহের গঠন, বর্ণ ও আকৃতি হইতেও প্রমাণিত হয়। তাহারা নেহায়েত সরল চিত্ত ও অহিংস ধর্মে দীক্ষিত।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর দশম শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ ও মেঘনার পূর্বতীর হইতে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূ-ভাগে “বুদ্ধের মোকাম” নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ চীনা ও মুসলমানেরা সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত।^১ খৃষ্টীয় ৩৭৭ সনে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমুদ্র গুপ্তের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১০৯৭ সন হইতে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলি দখল করিয়া শাসন করিতে থাকেন। যাহার ফলে এই বাংলাদেশেও হিন্দু সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বখতেয়ার খিলজির বাংলা জয়ের ফলে উহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইলে ধর্মীয় প্রভাববিহীন এক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন দেখা যায়। এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ হইতে ধর্মীয় রাষ্ট্রের পুনঃ উত্থানের সম্ভাবনাটুকুও বিনষ্ট হইয়া পড়ে।

(১) আবদুচ্ছত্তার এম, এ, প্রণীত নূতন ইতিহাস ৮৮ পৃঃ, ১৯৫৭ ইং ঢাকা ২৪৪ নবাবপুর হইতে মুদ্রিত। বিভিন্ন ইতিহাস মতে ১২শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চীনা সভ্যতার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

ইহাতে ধর্মীয় শাসক ও রাষ্ট্রীয় শাসনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল হইয়া যায়। ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থার অভাবে ইসলামী শরীয়ত প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে।

নব যুগের সূচনা

নূতন হুকুমত ধর্মীয় রীতিনীতি প্রভাব শূন্য হওয়ায় এক নব যুগের সূচনা হয়। ১৮২৬ ইংরেজীতে হজরত গাউছুল আজম জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) জনগ্ৰহণ করেন। এই সময় “দীনে মতীনের” বা পবিত্র ধর্মের হেফাজতকারী অলীউল্লাহ্‌রূপে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জন্ম স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক হিসাবে এই যুগ বেলায়তে মোত্লাকার যুগ বলিয়া প্রমাণিত হয়। তখন উত্তর পূর্ব চট্টগ্রামের উপর পাহাড়ীয়া শাসকদের প্রভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

হজরত ইবনে আরবীর পরিচয়

হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী ইউরোপস্থ স্পেন বা আন্দালুস দেশে খৃষ্টীয় সন ১১৬৬ ও ৫৬০ হিজরী সনের রমজান মাসের ২৭ তারিখ রোজ সোমবার জনগ্ৰহণ করেন। তিনি হজরত পীরানে পীর দস্তগীর (কঃ) এর বিশেষ অনুগ্রহ ও ফয়জপ্রাপ্ত সুবিখ্যাত আলেম ও কামেল অলীউল্লাহ্ ছিলেন। হজরত পীরানে পীর (কঃ) স্বয়ং নিজের নামীয় উপাধি মুহীউদ্দীন তাঁহার নামের সহিত দিয়া তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে নিজের সন্তান বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত আরবী ভাষায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ও তফ্‌হীর আছে। ৬৩৭ হিজরীতে তিনি হজরত রসূল করিম (দঃ) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ‘ফুছুল হেকম’ নামক কেতাবটি লিখেন। অতঃপর খৃষ্টীয় ১২৪০-৪১ সন ও হিজরী ৬৩৮ সনে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। এই সময় বাংলাদেশে তুর্কী-আফগান সুলতানাতে প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সমুদ্র তীরবর্তী সীতাকুণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম-হাটহাজারী পর্যন্ত মুসলিম নৃপতিদের প্রভাব বিস্তৃতির প্রমাণ সাপেক্ষে শের শাহের নির্মিত রাস্তা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, নহরত বাদশাহর দীঘি ইত্যাদি প্রামাণ্য বস্তু। চট্টগ্রাম ফটিকছড়ী সংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামে-এখনও দুইটি পাহাড়ী রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে।

“চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমলে” আমরা দেখিতে পাই, ১২২৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্র বংশীয় দেবগণ চট্টগ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা ভূমি দান করিতেছেন ইত্যাদি। শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত সমসাময়িক দেখা যায়।

পাহাড়ী শাসকদের স্মারক চিহ্নসমূহ

সীতাকুণ্ডের পূর্ব দিকস্থ অঞ্চল, যাহা ফটিকছড়ী নামে অভিহিত, উহা যে এক সময়ে জলাভূমি ছিল এবং পাহাড়ী মগ-চাকমারা যে তথায় প্রভাবশালী ছিল, তাহা তথাকার মগ-পুকুর, মগ-ভিটা, মালুমের টিলা ও দমদমা ইত্যাদি নাম হইতে বুঝা যায়। ফটিকছড়ী থানার নদ-নদীর নামসমূহ হইতেও পাহাড়ীদের প্রভাবের সংকেত পাওয়া যায়। যেমনঃ- লেলাং, ধুরং, হালদা ইত্যাদি। এই থানার ফটিকছড়ী নামে নামকরণও একটি পাহাড়ী ছড়ার নামানুসারে হইয়াছে। এই সমস্ত পাহাড়ী ছড়ার প্রভাবে এই জলাভূমি ক্রমে আবাদী অঞ্চলে পরিণত হয়। পাহাড়ী রাজন্য বর্গের শাসনামলের অস্তিত্ব মঘীসন, জমিদারী সেরেস্তাতে এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতে বুঝা যায়, অত্র এলাকা তাহাদের প্রভাবে পরিচালিত ছিল।

“চাতং” অর্থ শান্তি “গং” অর্থ সেরা বা মাথা।

অতএব “চাতং গং” নামের অর্থ শান্তির সেরা বা মাথা। পাহাড়ী চীনেরা চট্টগ্রাম আসিয়া দক্ষিণমুখী গতিশীল যাবাবরদিগকে নানারূপ মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া শান্তি প্রদান করিত। এই জন্য এই অঞ্চলের নাম তাহারা পাহাড়ী ভাষায় চাতং গং বলিত।^১

তুর্কীস্তানের চীনা বংশোদ্ভব বাদশাহ্ বা নৃপতিদিগকে “খাকান” উপাধিধারী দেখা যায়। যেমন, “খাকানে চীন” “খাকান ইবনে খাকান” ইত্যাদি। তুর্কীর শেষ খলিফা সোলতান আবদুল হামীদ খানের নামে “খোৎবা” পড়ারও রেওয়াজ ছিল। যাহা ইবনে নবাতা খোৎবায় দেখা যায়।

১) মমফ্র তলী গ্রামের পাহাড়ী এলাকার স্কুল শিক্ষক ও হেড ম্যান বাবু ছাদক কুমার দোভাষী হইতে “চাতং গং” শব্দের অর্থ অবগত হই।

যেহেতু তুর্কীস্তানীরাও চীনা মঙ্গোলিয়ানের একটি শাখা। এই হিসাবে হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর ভবিষ্যদ্বাণীতে এই স্থানকে চীন প্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করা সঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা তিনি “কশ্ফ” বা অন্তর্চক্ষু দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন।

এই জেলা এক কালে বদর পীরের চাটগাম এবং মোসলেম শাসকদের আমলে ইসলামাবাদ নামে অভিহিত হয়। এই জেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যতাপূর্ণ। এখানে পাহাড় পর্বত, প্রান্তর দ্বীপ, উপদ্বীপ, সমতল ভূমি ইত্যাদির সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া পীর বুজর্গ ও সাধু সন্ন্যাসীদের লীলা নিকেতন মনে হয়। এই মহাপুরুষের শুভাগমন প্রতীক্ষায় নগর প্রকৃতি বিশিষ্ট সমাবেশে রূপসজ্জায় যেন সজ্জিত। সাধনার তীর্থভূমি এই চট্টগ্রামের দিকে বিভিন্ন সময়ে সাধককুল শুভাগমন করিয়াছেন। এই স্থানের দাতা দয়ালু রূপ দেখিলে মনে হয়, তাহার অনন্ত অনাবিল খোদা-প্রেম বিতরণের নিপুণ পদ্ধতি-প্রতিভা স্বভাব সিদ্ধ ও দেশ প্রকৃতির সঙ্গে যেন প্রকৃতিস্থ।

এই দেশের অসংখ্য জল উৎস বা ঝরণাসমূহ ভূধর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রবহমান জলধারা তৃষ্ণাতুরদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। সম্পদপূর্ণ পাহাড় পর্বত তাহাদের অনন্ত সম্পদ নদীরূপী বাহু বিস্তার করিয়া বিলাইয়া দিতেছে; এবং দেশবাসীর ঘর বাড়ী প্রাচুর্য্যে ভরিয়া দিতেছে। কোরআন মজিদের বর্ণনা মতে :-

“তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত বস্তু, যাহার জন্য তোমরা ফরিয়াদ করিয়া থাক; তাহা এই ধরণীতেই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন (ছুরা হা-মীম সেজদাহ-৩১)।”

ইহার সত্যতার প্রতীক স্বরূপ পর্যটক ও দর্শকের চক্ষু ও মন-প্রাণ উৎফুল্লতায় ও স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠে; যখন সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা গিরিকুন্তলা নদী মেঘলা চট্টলাকে সবুজ মুকুট পরিহিত অবস্থায় সন্দর্শন করে, তখন মানব হৃদয় খোদার অসীম দানের কৃতজ্ঞতায় শোকরিয়া আদায় করিয়া কোরআন পাকের পরিভাষায় বলিতে থাকে :-

(১)

سورة حَمَّ السَّجْدَةِ - ٣١ آية
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا وَمَا تَدْعُونَ

“নিশ্চয় তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি কর নাই (ছুরা আলে এমরান-১৯১)।^১ ইহার পিছনে কোন অজানা রহস্যের বিকাশ আছে। কালে হইলও তাহাই।

হজরত যেই থানায় জন্মগ্রহণ করিলেন উহার নাম ফটিকছড়ী, ফটিক, স্ফটিক শব্দের অপভ্রংশ। স্ফটিক শব্দের অর্থ স্বচ্ছ। ছড়ি অর্থ প্রবাহী অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রবাহী। কোরআন পাকে বেহেশতের পানির নাহারকেও “জান জাবিল, ছাল ছাবিল” (ছুরা দহর-১৭, ১৮) অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রবাহী হজমী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ছড়াগুলির উৎপত্তি দেশের নাতি উচ্চ পাহাড় হইতে মায়ের স্তনের মত উথিত, উৎক্ষিপ্ত স্নিগ্ধ, পবিত্র ও হজমী প্রকৃতি বিশিষ্ট ঝরণা রূপে।

এই দেশের বর্ষা প্রকৃতি, প্রেমের উন্মাদনায় উদ্বেলিত হইয়া পাহাড়ী ছড়াগুলিকে মাতাল বেশে ভাসাইয়া দিয়া দেশের আনাচে কানাচে পতিত ও গলিত আবর্জনাকে ধুইয়া মুছিয়া দেশকে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া আনে পাহাড়ী সম্পদরূপী “পলি” যাহা ধাইয়া চলিয়াছে অহমস্ফীত সাগরের অহঙ্কারকে খর্ব করিয়া ইহার হস্তিকে মাথা উঁচু করা হস্তির সামনে অবনত করিতে ও তলাইয়া দিতে। এই আঁকা বাঁকা বাহু বিস্তারকারী নদীগুলির কাতর প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া বিক্ষুব্ধ জলরাশি সমতল ভূমিকে দিয়া যায় উর্বর পলিমাটি ও কচি কচি মাছ যাহা ডোবা, পুকুর, খালবিল প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে।

বর্ষার শেষে দেশবাসীকে এই উর্বর পলিমাটি হাসিতে আটখানা হইয়া মৌন ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া বলেঃ- দশগুণ, দশগুণ “আশরো আমছালেহা” (ছুরা আনআম-১৬০)।^২

হে দেশের প্রাণ-কৃষকবৃন্দ! নিয়া যাও তোমাদের জন্য দশমিক গুণে রক্ষিত আজর বা কর্মফল।

(১) مَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلًا - (سورة آل عمران - ১৭১ آية)

(২) عَشْرُ أَمْثَالِهَا - (سورة الانعام - ১৬০ آية)

কৃষকেরা নিজেদের কর্মফল স্বরূপ উৎপাদিত ফসল আহরণ করিয়া যখন দেখে যে, প্রতি ধানের শীষ বা ছড়াতে ২৪০ টির উপর ধানের ফলন হইয়াছে, তখন মোহিত চিত্তে বলিয়া থাকে :-

এমন দেশটি কোথাও

খুঁজে পাবে নাক তুমি,

সকল দেশের সেরা এই দেশ

আমার জন্মভূমি।

“যদি বেহেশত জগতে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাই, ইহাই” এই স্বর্গতুল্য চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী থানার অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার গ্রামে হজরত গাউলুল আ'জম জন্মগ্রহণ করেন। মাইজভাণ্ডার অর্থ মধ্য ভাণ্ডার বা আগার। ইহা মগরাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মোসলেম সৈনিকদের মধ্যে রসদ প্রভৃতি সরবরাহের মধ্য কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে এই মাইজভাণ্ডার রুহানী প্রাণশক্তির কেন্দ্র রূপে বিকাশ পাইয়াছে। এবং ধর্ম বৈষম্যের ঝগড়া হইতে দূরে অবস্থিত; “জম্মা'ন” অর্থাৎ ধর্মের মূল নীতিতে সমাবেশকারী বা “তৌহীদে আদ্য্যান” বেলায়তের ঝাণ্ডা বরদার অলীউল্লাহের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যাহা কোলাহল বিবর্জিত ছায়াঘেরা পাখী ডাকা বাগান তুল্য এক নিভৃত শান্তিময় পল্লী। ইহা ধর্মের মর্মবাদ ও কর্মবাদ প্রকৃতির সমাবেশকারী সমন্বয় সাধক অলী উল্লাহ'র আবাস ভূমি নামে অভিহিত। এই স্থান, মঙ্গলকামী মানব প্রকৃতির নৈতিক সমাবেশ কেন্দ্র বা ভাণ্ডার।

বিশ্ব অলীর জন্ম

উক্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে ইংরেজী সন ১৮২৬, বাংলা সন ১২৩৩, হিজরী সন ১২৪৪, এবং ১১৮৮ মঘী ১লা মাঘ রোজ বুধবার বেলা অপরাহ্ন জোহরের সময় আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে হজরত আহমদ উল্লাহ নামে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইনি প্রকৃতির লীলা নিকেতন চট্টলার অতুলনীয় কৃতি সন্তান; যিনি আখেরী যুগ প্রবর্তক অলী উল্লাহ।

(১) اگر فردوس بر روئے زمین ست ★ ہمیں ست ہمیں ست ہمیں ست

“ধর্ম দিবার” প্রথম অর্ধেক যাহা নবুয়ত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল; উহা পূর্ণ হওয়ার পর বেলায়ত যুগের শেষ অর্ধ কালের প্রথম ভাগে বেলায়তে মোতলকায়ে আহমদীর অধিকারী সাব্যস্তে হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) বিকাশ লাভ করেন। অতএব তিনি এই জমানার যুগ-আওলীয়া বা মোজাদ্দের এবং ফরদুল আফরাদ আওলীয়া হন।

হজরত ইবনে আরবীর পরিভাষা মতে দেখা যায় তিনি খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়াদা এবং মোতলকা যুগের আরম্ভকারী। তাঁহাকে খাতেমুল অলদও বলিয়াছেন।

নামের গুরুত্ব

তাঁহার নাম রসূল করিমের (দঃ) “আহমদ” নামের সদৃশ। এবং আল্লার জাতী নাম ইছমে আজম “আল্লাহ্” শব্দ সংযুক্ত আহমদ উল্লাহ্। ইহাও দেখা যায় তাঁহার পিতার নাম মতি উল্লাহ্, রসূল করিম (দঃ) এর পিতা আবদুল্লাহ্ নামের অর্থের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন। তাঁহার মাতার নাম খায়েরুন্নিছা বিবি। ইহা হজরত ফাতেমা খায়েরুন্নিছার (রাঃ) নামের উপাধি বিশিষ্ট। তাঁহার ওফাতের পূর্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র মোঃ ছৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেব, মোঃ ছৈয়দ মীর হাছান ও মোঃ ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন নামক দুই পুত্র সন্তান রাখিয়া ধরাধাম ত্যাগ করেন। ইহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর মত পুত্র সন্তান না রাখিয়া যাওয়ার প্রতীক। হজরতের ওফাতের সময় তাঁহার একমাত্র তনয়া ছৈয়দা আনোয়ারুন্নিছা, হজরত ফাতেমা খায়েরুন্নিছা সাদৃশ বিদ্যমান থাকেন।

তাঁহার ওফাতের তারিখ ২৭শে জেলক্বদ, রসূল করিম (দঃ) এর মে'রাজ শরীফের তারিখ ২৭শে রজব এবং পবিত্র কোরআন শরীফ অবতীর্ণের তারিখ ২৭শে রমজান।

হজরত ইমাম হাছানের (রঃ) ওফাতের তারিখ এবং তাঁহার প্রথম পৌত্র ছৈয়দ মীর হাছানের ওফাতের তারিখ ৯ই মহরমে সংঘটিত হওয়ায় ঘটনার সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট হয়।

কোরআন পাকে বর্ণিত “গারে হেরার” অন্ধকার রাত্রে পবিত্র কোরআন পাক অবতীর্ণের সঙ্গে রুহ বা পবিত্র আত্মার অবতরণ ২৭শে রমজান, ২৭শে রজব মেরাজ শরীফের ঘটনা ও ২৭শে জিলক্বদ হজরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর ওফাত বা দেহ ত্যাগ ঘটনা উক্ত চন্দ্র মাসিক তিথিসমূহের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

বংশ পরিচয়

বিশ্ব অলী হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পবিত্র বংশ সম্ভূত। মদীনা শরীফ হইতে তাঁহারা বংশ পরম্পরায় বাগদাদ-দিল্লী হইয়া বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড় নগরে উপস্থিত হন। গৌড় নগরের মহামারীর সময় খৃষ্টীয় ১৫৭৫ সনে কাজী ছৈয়দ হামীদ উদ্দীন গৌড়ী চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় বসতি স্থাপন করেন। তথা হইতে ছৈয়দ আবদুল কাদের নামে তাঁহার এক পুত্র ফটিকছড়ী থানার আজিম নগর গ্রামে এমামত কার্যোপলক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার পুত্র ছৈয়দ আতাউল্লাহ্ এবং তৎপুত্র ছৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ। ছৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্ তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র জনাব ছৈয়দ মতিউল্লাহ্ মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন মুত্তকী আলেম ছিলেন। তাঁহারই পবিত্র ঔরসে বিশ্ব অলী গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছৈয়দা খায়েরুন্নিছা বেগম।

শিক্ষা দীক্ষা

হজরতের বাল্যকালীন শিক্ষা তাঁহার গ্রাম্য মক্তবে শুরু হয়। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন ফটিকছড়ী থানার অন্তর্গত আজিমপুর গ্রামের জনাব মওলানা মোহাম্মদ শফি ছাহেবের নিকট। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ছাহেবে কশ্ফ আলেম ছিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ১২৬০ হিজরী সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। তথায় ১২৬৮ হিজরী সনে কোরআন,

হাদীছ, তাফছীর, ফেকাহ্, প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন।

মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যয়নকালে তিনি ছুফী নূর মোহাম্মদ ছাহেবের বাসায় অবস্থান করিতেন। ছুফী নূর মোহাম্মদ ছাহেব একজন মোজাহেদ আলেম ছিলেন।

হজরত কেবলা ১২৬৯ হিজরী সনে যশোহর জেলার কাজী পদে নিয়োজিত হন। উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি কলিকাতা মাটিয়া বুরুজে মুন্সী বুআলী ছাহেবের মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ করেন। সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ বগদাদ বাসী হজরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মুহীউদ্দীন ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর বংশধর ও উক্ত তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত সোলতানুল হিন্দ গাউছে কাওনাইন শায়খ ছৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহুরীর নিকট হইতে তিনি বিলবেরাছত গাউছীয়তের ফয়জ ও খেলাফত হাছেল করেন। পরে তিনি তাঁহার পীরে তরীকতের বড় ভাই হজরত শাহ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (চির কুমার) মোহাজেরে মদনী লাহুরী হইতে এত্তেহাদী কুতবীয়তের ফয়জ হাছেল করেন। তিনি হজরতের পীরে তফাইয়োজ্। হজরত কামেলে মোকাম্মেল বা পূর্ণ মানবতা অর্জন এবং অন্যকে মানবতা বা খোদায়ী ফজিলত দানকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন। তিনি বিল আছালত বা-স্বভাব সিদ্ধ জন্মগত অলীউল্লাহ্ ছিলেন। বিল বেরাছত তিনি পীরে কামেলের খেদমত ছোহবত এবং খেলাফত হাছেলে বেলায়ত প্রাপ্ত হন। তিনি জাহেরী-বাতেনী শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা এবং ফয়জে এত্তেহাদী ও এলমে লদুন্নি হাছেল দ্বারা বিদ্ দারাছাত বেলায়ত মরতবা প্রাপ্ত হন। বিল মালামাত, তিনি মোখালেফাতে নফছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে মোজাহেদা ও মোশাহেদার কঠোর সাধনার ফলে প্রাপ্ত হইয়া বেলায়তের চতুর্বিধ দরজার সর্বোচ্চ মোকামের মালামিয়া মসরব, বিশ্ব অলী সাব্যস্ত হন। হজরত ছাহেব কেবলা ৭৯ উনাশি বৎসর বয়সে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ২৭শে জিলক্বদ্ ১০ই মাঘ রোজ সোমবার দিবাগত রাত্রি এক ঘটিকার সময় ওফাত প্রাপ্ত হন।

খ্যাতনামা জনগণের মন্তব্য

তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ ও পরবর্তী খ্যাতনামা লোকেরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ও নানাভাবে তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোদৃত বিষয়াদির প্রতি অবলোকন করিলে তাঁহাকে জানার ও বুঝার ব্যাপারে অনেক সাহায্য হইবে বলিয়া আশা করি।

কলিকাতা নিবাসী শামসুল ওলামা মওলানা জুলফিকার আলী ছাহেব চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শামসুল ওলামা কামালুদ্দীন আহমদ এম, এ, (লণ্ডন) ছাহেবের পিতা হন। তিনি হজরতের ওফাতের পর তাঁহার শানে পাথর ফলকে খোদিত যে একখানা হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হজরতের মাজার শরীফের দরজার উপরিভাগে “মেহরাবে” লাগানো আছে। তাহাতে ফারসী ভাষায় লিখা আছে :-

গাউছে মাইজভাণ্ডারের নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশবাসীরা আল্লাহ পছী ও ছাহেবে হাল্ জজ্বার অধিকারী হন, অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের সহিত খোদা-প্রেম পরিব্যাপ্ত মানব প্রকৃতি জজ্বহাল অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাজারে পাকের বরকতে যে তা'ছির, মাটিস্থ বুজর্গানের এই দেশীয় কবরের মধ্যে জালালী ও উজ্জ্বলতা বা রওনক আনিয়া দিয়াছে।

সর্দারে আওলীয়া হজরত আহমদ উল্লাহ শাহ্ যাঁহার ছিফত বা উপাধি গাউছুল আজম, তাঁহার ওফাত তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জুলফিকার এক প্রকার প্রাণস্পর্শী বাণী শুনিল।

বিশ আর সাত ছিল জিলকদ চাঁদের রাতে।

তেরশত তেইশ শতাব্দী হয় হিজরী সন মতে।।

শেষ পর্য্যন্ত খোদার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, পূর্ণভাবে তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর বর্ষিত হউক।

বেছালের তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্নের জওয়াবে এল্কা।^১

মোফাচ্ছেরে কোর-আন (কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদকারী) ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের অন্তর্গত ধলই নিবাসী ভূতপূর্ব সাবরেজিষ্ট্রার ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মৌলবী আয়ুব আলী ছাহেবের ৭/১/২৮ ইং তারিখের লিখিত “হজরত গাউছুল আজম শাহ্ আহমদ উল্লাহ ছাহেব চট্টগ্রাম” নামক কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

হ-হয়েছে উজ্জ্বল ধরা কিরণে তোমার।
জ-জয়কেতু উড়ে তব আকাশে আবার।।
র-রহিবে তোমার নাম এই নশ্বর ভবে।
ত-তপন বিমান দেশে যতদিন রবে।।
গ-গগনে উঠিয়া কভু যদিও মিহির।
উ-উজ্জ্বলিত করে ধরা বিনাশে তিমির।।
ছ-ছলবল পূর্ণ কিন্তু বিশাল সংসার।
ল-লভিয়াছে নিত্য জ্যোতিঃ প্রভাবে তোমার।।

(১) পাথর ফলকের নকল

کتابتہ شمس العلماء مولانا ذوالفقار علی رح
ازدم فیض غوث میجبہنڈار ☆ شریان سالک اند وصاحب حال
ترتیبش را زبے اثر کہ فنرود ☆ در جزرات رونق واجلال
ذوالفقار این شنید ازان سرور ☆ چوںش از سال نقل کرد سوال
احمد اللہ شاہ سرور درویش ☆ غوث اعظم صفت شدش چوں وصال
بست و ہفت شب ذیقعدہ بود ☆ بست وسہ زیزردہ صد سال
برروانش روان دما دم باد ☆ رحم و رضوان حق تمام وکمال
۲۷ شب ذیقعدہ سنہ ۱۳۲۳ ہجریہ قد سیہ

আ-আশা-সবে মানুষের ফুল্ল ইন্দি বর ।
জ-জয়গান করে তব কত মধুকর । ।
ম-মধুকর মধু লোভে করয় গুঞ্জন ।
সা-সাধুগণ সাধে গায় তোমার গায়ন । ।
হ-হজ্জব্রত নিরাপদ নগরে যেমন ।
মা-মাঘদশে তব দ্বারে মহা সম্মিলন । ।
আ-“আহাদ ছমদ” নাম ছুরা এখলাছে ।
হা-হাসী হাসী পশে মীম আহাদে হরষে । ।
ম-মনো ভিষ্ট হল পূর্ণ মীমের তখন ।
দ-দরশনে আহমদ আহাদ গোপন । ।
উ-উজ্জ্বলিত হৃদাগার তাহার নিশ্চয় ।
ল-লয় যেবা বিভূনাম নিত্য মধুময় । ।
লা-লালত সাগরে মগ্ন ক্রমে সেই জন ।
হ-হর্ষ মনে রবি শশী করয় দর্শন । ।
সা-সাধনা কামনা ফলে পুরে মনোরথ ।
হে-হেরেছ “নজমসূরা” “শমস” অবিরত । ।
ব-বশীভূত ষড় রিপু করিবে যখন ।

অবেশে সখা সনে তোমার মিলন । ।

চ-চয়ন করেছি ফুল স্বর্গীয় কাননে ।

টলমল পরিমল আশ্চর্য্য দর্শনে । ।

ট-টলিবে মুনির মন হেরী নব হার ।

গ-গগনের মাঝে যথা নক্ষত্র প্রচার । ।

রা-রাতে শুধু তারা রাজি হয় বিভাসিত ।

ম-মম মালা দিবা নিশি রবে উজ্জ্বলিত । ।

আয়ুব আলী

চট্টগ্রাম ।

নদীমপুর নিবাসী এক্সাইজ ইন্সপেক্টর মৌলভী মোহাম্মদ ইউনুচ মিঞা ও
নানুপুর নিবাসী মৌং ছৈয়দ আবু তাহের মিঞা, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার

মওলানা আবদুল গনী (রঃ) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফটিকছড়ী থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন তত্ত্ব জ্ঞানী আলেমে কামেল আলী উল্লাহ ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে “বাহরুল উলুম” বা জ্ঞান সাগর বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ফয়জ প্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) শান ও ত্বরীকা সম্বন্ধে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলায় তত্ত্বমূলক বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান দর্পন, প্রেম দর্পন, আত্ম পাঠ, আত্ম পরিচয়, গুলশনে উশ্শাক, আয়েনায়ে বারী, মোশাহেদায়ে মকবুলীয়া, (ফুছুজাতে গাউছিয়া) পন্দনামা দেওয়ানে ছফী, দেওয়ানে মকবুল, মজাকে এশ্ক, তনকীহুল মফহুম ও শরহে কুল্লিয়াতে খাকানী ইত্যাদি। তাঁহার লিখিত আয়েনায়ে বারী গ্রন্থের ১৪০ পৃঃ হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তওয়াল্লোদে গাউছিয়ার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।’

آئینہ باری صفحہ - ۱۲۰

آفتاب عرش عز و اعتلاء پیدا ہوئے ☆ صورت انسان میں سر خدا پیدا ہوئے
آرزو میں جنکے تھے چرخ برین و عرش و فرش ☆ آج وہ شاہ گل باغ منا پیدا ہوئے
انبیاء میں فخر جکا کرتے تھے احمد رسول ☆ آج ہی وہ زبدہ اہل صفا پیدا ہوئے

62

ہے سمنانیت اتیتھی، تومار شوبارگمن کامنا کریتےہی۔ شیعہ تارہا
پرتیپالیت ہڈک۔^۱

سوپرسیدھ ائلیے کامئل و ہجرت اکدہرے شوب ساہچرے و فیرجپراپٹ
آللاما آابدول گنی کارننپوری (رہ) ار لیتیت آینانے واری کتاویر
۱۵۱ پڑای ائلےتیت آہے یے، “ہجرت مومامد مومٹفا آامد
مومتاوا (دہ) نبیدر مڈے سربشےب نبی اےر رےہالت پراپٹ نبیدر
وادشاہ ہیلن۔ سیررپ ہجرت گاڈھول آام شاہ ہوفی مغلانا ہیرد
آامد ائلہ (کہ) و بےلایتے ماکاییدا یوگر آاتم و
پریتیکاری۔ تینی آوگلییادےر وادشاہ اےر دوآاانےر گاڈھول آام
و پریتراکرتا اےر ہجرت رسولے آودا (دہ) ار بےلایتےر ویررےہ و
اڈرادیکاری ہن۔^۲

اڈٹامےر اڈرگت ہاٹہآاری تانار فرہاداباد آام نیواسی ائلیے کامئل
مغلانا آمینول ہک (رہ) آہےب تارار آاربی آایای لیتیت
“تاوآیہاتول ویریا” نامک کتاویر ۱م و ۲م پڑای ہجرت گاڈھول
آام مایآاآواری (کہ) پریتای دیتے گیا یاہا لیتیراہن، تارار
کییداٹشےر انوباد اٹانے سنیبےشیت ہیل۔

(۱) آینانے واری ۱۳۳ پڑا

آینے باری صفحہ - ۶۳۱

آوٹنا الفوز لیدیک ★ نحن مقبل اليك
فصلوة الله عليك ★ بالتواتر والتوالي
يا حبيب الله العالی ★ يا خليل ذي النوالی
فسلامنا عليك ★ في الحال والمال
انت غوث الله الاعظم ★ انت قطب الله الاخم
انت فرد الله الاكرم ★ خير مقدم تعال

(۲) آینانے واری ۱۵۱ پڑا

آینے باری صفحہ - ۱۵۱

آضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم آاتم الانبیاء اور سلطان المرسلین
ہیں یہ ولی بھی اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں آاتم الاولیاء اور سلطان
الاولیاء اور غوث الثقلین اور وارث خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

“আমার মোরশেদে মোয়াজ্জাম শায়খে মোকাররাম, যিনি সমস্ত কামালিয়াত ও ফজিলতে রব্বানীর সমাবেশকারী এবং ফয়জ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র; যাহার প্রভাব, অলৌকিক ঘটনাবলী ও কেরামতসমূহের মধ্যস্থতায় সর্বময় ব্যাপ্ত, তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ, পবিত্র “তুর” পর্বত সদৃশ চেহারাতে বা মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত। তাঁহার মেজাজ শরীফ বা ভাবভঙ্গী নূর বিশেষ। তাঁহার গুণাবলী হইতে দোষ বিবর্জিততার “ফয়জ” বিকীর্ণ হয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বা কশ্ফ রসূল করিম (দঃ) এর মে’রাজ কালে আল্লাহ্ তায়ালা সাক্ষাৎ দর্শনে অবগত বস্তু। তাঁহার মোশাহেদা বা দর্শনসমূহ রসূল করিম (দঃ) এর মে’রাজী ছায়রের পরিদৃষ্ট রহস্যাবলীর চাক্ষুস জ্ঞান। তাঁহার গুণাবলী আল্লাহ্ তায়ালা গুণাবলী হইতে অর্জিত। তিনি আল্লাহ্ তায়ালা দেশসমূহে গাউছুল আজম রূপে নিয়োজিত” ইত্যাদি। (উক্ত গাউছুল আজমের অনুগ্রহের ছায়ায় আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদিগকে স্থান দান করুন।)

উক্ত মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ) ছাহেব একজন জবরদাস্ত মহান কামেল আলেম ও ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ মুফতী ছিলেন। তাঁহার ফতোয়া সুদূর মিশর দেশে জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল।

মওলানা ছৈয়দ আবদুল হামীদ বাগদাদী ছাহেব “হেরম শরীফ” বা কাবা শরীফের বারান্দায় আরববাসী দিগকে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার ডান হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, “এই সরু হাতগুলি হাড়ের নহে; হীরার বলা যাইতে পারে। তাঁহার লিখার মধ্যে হীরার ধার আছে। বাংলা মুলুকে এইরূপ লায়েক আলেম আমি দেখি নাই। যদিও কোন কোন মাছালাতে আমি তাঁহার সহিত একমত নহি।

হজরত কেবলা তাঁহার শানে বলিয়াছিলেন :- “আমার আমিন মিঞাকে আমার ছয়টি কেতাব হইতে একটি দিয়াছি।” জনাব মওলানা আমিনুল হক ছাহেব লিখিত “তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার” নামক কেতাবের ফতোয়াতে গাউছুল আজম জনাব হজরত কেবলা স্বয়ং দস্তখত করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তায়ালা মকবুলিয়তের জন্য মোনাজাত করিয়া দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার কলব

মোবারক সদা সর্বদা খোদার জিকিরে জাকের বা জারি থাকিত। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চয় অবগত আছেন, তিনি নেহায়ত সাদাসিধা প্রকৃতির দীনদার কামেল মোত্তকী আলেম ছিলেন।

তিনি নিম্নলিখিত কেতাবগুলি লিখিয়া গিয়াছেন।

১। শাওয়াহেদুল এবতালাত ফি তারদিদে মা-ফি রাফেইল্ এশ্কালাত।

২। দাফেউশ্ শোবহাত ফি জওয়াজিল এন্তেজারে আলৎ তায়াত।

৩। তোহফাতুল আখ্ইয়ার।

৪। তওজিহাতুল বহিয়া।

৫। রাফেউল গশাবী।

৬। গায়তুত তাহকীক ফি মা ইয়তায়াল্লাকু বিহি তালাকুৎ তায়ালীক।

৭। মেরা'তুল ফান্নে ফি শর'হে মোল্লা হাসান।

আলহাজ্ব মওলানা হৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী ছাহেব (শেরে বাংলা) চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানার অধিবাসী হন। তিনি তৎকালীন মশরেকী পাকিস্তানের আহলে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আমীর। হজরতের শানে ফার্সী ভাষায় লেখা তাহার নজরে আকিদ্‌ত শীর্ষক কছিদার নকল, অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ কাদেরী, যিনি ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আকতাব। তিনি মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউছুল আজম নামধারী বাদশাহ্। তিনি নবীর আহমদী মসরব উম্মতগণের চেরাগে হেদায়ত বা আলোকবর্তিকা। হোমা পাখীর মত তাঁহার অনুগ্রহ ছায়া দুর্ভাগাকে ভাগ্যবানে পরিণত করে। জগদ্বাসীর জন্য তিনি লাল গন্ধক বা স্পর্শমণি সদৃশ। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল।”

যাহা বেলায়তে মোকইয়াদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী বলিয়া বুঝা যায়।

(১)

“এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেই কারণে তিনি পূর্বাঞ্চলের গাউছুল আজম বলিয়া খ্যাত, সেই কারণে তাঁহার রওজা মোবারক মানব-দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাছেলের উৎসে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় তাজ বা সম্মান প্রতীক, জিলান নগরের বাদশা হজরত শায়খ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (কঃ) মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত, যেই কারণে সমস্ত আওলীয়াদের গর্দানে তাঁহার পা-মোবারক প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত আওলীয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য।

মেরাজ রাতে খোদার পেয়ারানবী রফ্ রফ্ বা তাঁহার বেলায়তে ওজমার প্রভাবে [যাহা পীরানে পীর দস্তগীরের (কঃ) জন্য রক্ষিত ছিল] বা গর্দানে পা রাখিয়া উর্ধ্বে “আরশ” মোবারকে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময় নবী করিম (দঃ) মোজেজা বা অলৌকিক বাণীতে বলিয়াছিলেন, তুমিই “মুহীউদ্দীন” দীনে মোহাম্মদীকে জীবন দাতা। এই উপাধি তোমার বেলায়তী খেদমত বা আনুগত্যের পুরস্কার।

(১) نظر عقیدت الحاج شیر بنگال حضرت مولانا سید عزیز الحق القادری صاحب امیر
احلسنت والجماعت مشرقی پاکستان چانگام شریف۔
حضرت شاه احمد الله قادری ★ قطب الاقطاب بلاد مشرقی
غوث الاعظم آل شاه مسیحی بھنڈاری ★ آں چراغ امتان احمدی
سایہ او چوں همان سایہ بدار ★ بود او کبریت احمر در جہاں
تاج دو بودہ بدست سرور پیغمبران ★ یک نہادہ بر سرشاه احمد الله بیگماں
زیں سبب او غوث الاعظم در بلاد مشرقی ★ فیضیاب روضہ آتش جن و پری و آدمی
تاج دیگر بر سر آل شاه جیلانی نہاد ★ زان سبب بر گردن ہر اولیاء پائش نہاد
در شب معراج محبوب خدا بر گردش ★ پا نہادہ رفت بر عرش بریں آل رفرش
اندر ال دم گفت محبوب خدا از معجز بیال ★ تو محی الدین ہستی تحفہ خدمات بدار
نام ناظم گر تو خوا ہی شیر بنگالہ بدار ★ ای خدا محفوظ دارش از شرور دشمنان

এই কবিতা লেখকের নাম যদি কেহ জানিতে চাহেন, শেরে বাংলা বলিয়া জানিবেন। হে খোদা! তুমি তাহাকে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিও।”

(২)

“গাউছুল আজম হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর জন্য আমার মুখের হাজার হাজার (মারহাবা) প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হউক। যিনি পূর্বাঞ্চলের কুতুব বলিয়া জগতে খ্যাত। পৃথিবীর প্রান্তসমূহ যাহার ফয়জ বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁহার অলৌকিকত্ব, গণনার বহির্ভূত। বহু অখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ফয়জ বরকতে বা আধ্যাত্মিক প্রভাবে পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত। মাইজভাণ্ডার শরীফে তাঁহার শান্তিময় অবস্থান। আজিজুল হক মন প্রাণে তাঁহার জন্য উৎসর্গিত।

হে মহান প্রভু! গাউছুল আজমের অছিলাতে তাঁহার আজিজকে— গাউছুল আজমে বিলীন করিয়া দাও।”

(৩)

“আমাদের দিশারী, রক্ষক, পাকিস্তানের মহান সম্রাট, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর প্রতি হাজার হাজার ধন্যবাদ, প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হউক।

শাহীনশাহে মদীনার পক্ষ হইতে এই উপাধি ঘোষণা করা হইয়াছে। অলীগণের মুখেও এই ধ্বনির উচ্চবাণী শুনিতে পাই। তাঁহার প্রশংসা ও উচ্চমান, হীন আজিজের জ্ঞানের বাহিরে। যাহার আলোকে সমগ্র বাংলা আলোকিত হইয়াছে।

(২) نظر عقیدت الحاج شیر بگل مولنا سید عزیز الحق صاحب (القادری)
 صدر جمعیت علماء مشرقی پاکستان چانگام شریف۔
 ہزاران مرجبا ورد زبانم ☆ برائے احمد اللہ غوث الاعظم
 بقطب مشرقی مشہور عالم ☆ از وپر فیض شد اطراف عالم
 کراتش برون حد شمارست ☆ بسا ناقص ز فیض پر کمال ست
 بمیجہبندار شدہ ارام گاہش ☆ عزیز الحق بجان و دل فدایش
 خدا وندا بحق غوث الاعظم ☆ عزیزش را مگردان غوث الاعظم

হে বারে খোদা! তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমার এই দোয়া বিশ্বনবী মোস্তফার (দঃ) উছিয়ায় কবুল কর।

এই কবিতার লিখককে যদি জানিতে চাও, শেরে বাংলা বলিয়া জান। তিনি অলীগণের মোনকেরদের, প্রাণ ঘাতি বিষতুল্য।”

হজরত গাউচুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর কামালিয়ত জহুরের সময়-এক জন লোকের আনিত হাদিয়া একটি বড় গোল তরমুজ, তাঁহার বাল্যকালের ওস্তাদ আজিমপুর নিবাসী জনাব মওলানা মোহাম্মদ শফী (রঃ) ছাহেবের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। জনাব মওলানা ছাহেব, তাহার কথা হজরত কেবলার এখনও স্মরণ আছে দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন। এবং তরমুজটি হাতে লইয়া আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট দোয়া করিলেন, তাঁহার কথা যেমন হজরত স্মরণ রাখিয়াছিলেন; গোলাকার তরমুজের মত পৃথিবীর লোকেরাও যেন তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণ করে। উক্ত বর্ণনাটি মওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেবের দৌহিত্র, ছিলোনীয়া নিবাসী মৌলানা আহমদুর রহমান ছাহেব, হাইদ চইক্ষ্যা নিবাসী হাফেজ মোহাম্মদ দৌলত ছাহেবের নিকট বর্ণনা করেন।

نذر عقیدت بحضرة عوث الاعظم قطب الاقطب حضرت مولانا شاه سيد احمد الله (٣)
 القادری میجبھڑاری باشندہ چاڈگام شریف-
 منجانب غازی ملت امام اہلسنت سید المناظرین سلطان الواعظین حضرت الحاج
 علامہ شاہ سید محمد عزیز الحق (شیر بنگالہ) القادری صدر جمعیت علماء مشرق
 پاکستان وبانی جامعہ عنیزیہ ودودیہ سنہ ہاشمزاری چاڈگام شریف بنگلہ دیش
 بہر آں سلطان پاکستان ہزاراں مرحبا☆ خواجہ ما احمد الله عوث الاعظم مرحبا
 از شہنشاہ مدینہ ایں خطابش آمدہ ☆ از زبان اولیاء مشردہ چنان مسموع شدہ
 از وجودش ملک بنگالہ شدہ روشن تمام☆ وصف اورا کئی تواند ایں عزیز ناتمام
 یا الہی جنت الفردوس اورا کن عطا☆ ایں دعا مقبول گرداں از طفیل مصطفی
 نام ناظم گر تو خواہی شیر بنگالہ بدای☆ منکراں اولیاء راسم قاتل بیگماں

নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিনের ৪র্থ রচনা “আলহাদী” নামক গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় হাটহাজারীর মৌলবী নজির আহমদ ছাহেব লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার গ্রামের হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব হাটহাজারী মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার বহুদিন পূর্বে অত্র মাদ্রাসার স্থান মাপিয়া, মাদ্রাসার স্থান নির্দেশ ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন।^১

হজরতের “বেলায়তে মুহিত” বা সর্ব বেষ্টনকারী বেলায়তের পরিচয় :-

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী থানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জুনির বাপের মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর আবদুর রহমান তেলওয়ালা পীং আবদুল আজিজ নামক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে,

একদা দিল্লী নগরীর রাস্তার ধারে একজন ভিক্ষকের মত লোককে দেখিয়া এক আনা পয়সা হাতে লইয়া পাশ কাটাইতেই উক্ত লোকটি বলিয়াছিল “আমার পয়সা এক আনা আমাকে দাও” পয়সা এক আনা দেওয়ার পর বলিল “দেখত আমার নিকট কত পয়সা হইয়াছে!” লোকটি গুনিয়া বলিলেন, “এক পয়সা কম দশ আনা” পুনরায় লোকটি বলিলেন “আবার গুনিয়া দেখ” পরে গুনিয়া দেখিলেন দশ আনা। উক্ত ফকির পরে বলিলেন “তোমার সার্টের জেবে একখানা আট আনি আছে তাহা আমাকে দাও এবং আমার এখান থেকে আট আনা তুমি নাও। পয়সা আমার বোঝা হইয়াছে।” পরে বলিলেন “আমার হাত এবং পায়ে ব্যাথা হইয়াছে একটু দাবিয়া দাও।” তিনি তাহাই করিলেন। ফকির আবার বলিলেন “এক আনার নানরুটি এবং এক আনার চনার ডাইল আনিয়া আমাকে খাওয়াও।” তিনি তাহাও করিলেন। পরক্ষণে বলিলেন “তুমি টাকা পাঠাইয়াছ, তাহার রসিদ কলিকাতায় গিয়া পাইবে। চিন্তার কিছুই নাই। তোমার স্ত্রী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের খতনায় গিয়াছে, খুশিতে আছেন, ভাল আছেন। আমাকে উঠাইয়া দাও, তুমি তোমার পথে চলিয়া যাও।”

(১) মৌলভী নজির আহমদ ফাজেলে জামেয়া ইসলামিয়া সুরাট, বোম্বাই, নাজেমে নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিন, হাটহাজারী চট্টগ্রাম ১৯৫৪ ইং।

উঠাইয়া দেওয়ার পরে দেখেন যে, তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরের কথা। বর্ণনাকারী বোম্বাই গিয়াছেন, ষ্টীমার ঘাটে পূর্ব বর্ণিত লোকটিকে লাঠি ভর দিয়া রাস্তায় চলিতে দেখিয়া তাহার সামনে গিয়া দাঁড়ান। সামনে দাঁড়াইতেই লোকটি বলিলেন, “তুমি আমাকে চিন? আমি তো তোমাকে চিনি। খাজা বাবা তোমাকে কি বলিয়াছেন?” তিনি উত্তরে বলিলেন “আমি আপনাকে চিনি। আমি বাঙ্গালীর ছেলে খাজা বাবা আরবীতে কি বলিয়াছেন আমি বুঝি নাই।” তখন ফকির বলিলেন “দেখ রসুনের কোষ অনেক হইলেও জড় এক। ইহা বলেন নাই?” বলিলাম, হাঁ বলিয়াছেন। পুনরায় বলিলেন, সেই জড় ভাঙারে। তুমি সেখানে চলিয়া যাও। বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, তিনি জনাব মতিউর রহমান শাহ্ ছাহেবের পিছনেও অনেক ঘুরা ফিরা করিয়াছেন। শাহ্ ছাহেব বলিতেন, “তুমি বিনাজুরি যাও। তোমার জন্য ভাতের পাতিল রাখিয়াছেন। আমার কাছে আসিওনা।”

ফটিকছড়ী থানার হাইদচকিয়া নিবাসী মৃত আমিনুর রহমান মাতবর ছাহেবের পুত্র প্রখ্যাত হাফেজ দৌলত খাঁ ছাহেব বর্ণনা করেন :-

আমাদের পার্শ্ববর্তী আজিমপুর গ্রাম নিবাসী মুন্সী আনোয়ার আলীর পুত্র মুন্সী আবদুচ ছোবহানের মুখে শুনিয়াছি। তাহার এক ভাই ও এক ভগ্নি একই সময়ে সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। ঐ সময় তাহার পিতা তাকে মাইজভাণ্ডার ফকির মৌলবী ছাহেবের নিকট পাঠান। তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আসিয়া হজরত ছাহেব কেবলাকে দায়েরা শরীফে শুইয়া থাকা অবস্থায় দেখিতে পান। কিছু বলার সুযোগ না পাইয়া মুন্সী ছাহেব বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর হজরত খাদেমকে হুকুম করিলেন, “আজিম পুরের ছেলেটিকে বোলাও।” তিনি সামনে হাজির হইলে আদেশ করিলেন, “একলোটা পানি আন।” পানি আনিতে উহা তিনি সামনের গাছের গোড়াতে ঢালিয়া দিলেন এবং পর পর আরো দুই লোটা পানি আনাইয়া একলোটা গাছের গোড়ায় দিলেন অপর লোটা দিয়া তিনি অজু করিলেন এবং তাকে বাড়ী চলিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বাড়ী গিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার মাতা ছাহেবানী পুকুরে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন যে রোগী দুই জনের বিছানা পত্র ভিজিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী গৃহের শত্রুভাবাপন্ন একজন মেয়েকে সন্দেহ করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিলে উক্ত মেয়েটি কসম করিয়া বলে যে, সে ইহা করে নাই। রোগীদের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে, পানি কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা তাহারাও জানেনা। তবে তাহাদের গায়ে পানি লাগার পর হইতে তাহারা আরাম অনুভব করিতেছে। তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে। আবদুচ ছোবহান ছাহেব দরবার শরীফ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার পর সমস্ত কিছু শুনিয়া বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, ইহা হজরত ছাহেবের “তাছারোফাত” ছাড়া আর কিছুই নহে।

মওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনীর (রহঃ) রায় :-

নালাপাড়া নিজ বাসার অধিবাসী অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার শেখ মোছলেহুদ্দীন ছাহেব বর্ণনা করেন :-

একদা উপরোক্ত সৈয়দ ছাহেব বলেন, শেখ মোছলেহুদ্দীন! আরব রাজ্য ছাড়া আমি বহুদেশে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছায়র করিয়াছি। চট্টগ্রাম আমার শেষ ছায়র। মাইজভাণ্ডারের মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) ছাহেবের মত জবরদস্ত অলী উল্লাহ্ আমি কোথাও পাই নাই।

মৌলানা হাফেজ ছৈয়দ ছিরিকুটি ছাহেবের রায় :-

চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাস্থ খান ছাহেব মৌলভী আবদুল হালিমের সুযোগ্য পুত্র এডভোকেট মোঃ মাহমুদ জালাল সাহেব বর্ণনা করেন :-

মৌলানা ছিরিকুটি ছাহেবের একজন মুরীদ, মৌলানা ছাহেবকে বলেন! মাইজভাণ্ডারী ছিলছিলার মুরীদেরা গান-বাদ্য সহকারে মজলিস করে, ভাব বিভোর নৃত্য করে, এই বিষয়ে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলেন, দেখ তিনি এই জমানার বাদশা আওলীয়া। হুকুমত তাঁহারই। ইহার আমি কি বলিতে পারি?

জনাব ছিরিকুটি ছাহেবের অপর মুরিদ-আমির হোসেন পীং আজগর আলী সাং আবুর কান্দি জিলা কুমিল্লা (D.S.B.) চট্টগ্রামে পুলিশের চাকুরী করে। তিনি বর্ণনা করেন:-

জনাব পীর ছাহেব বলিতেন, মাইজভাণ্ডারে দুইটি লাইন আছে। উত্তরের দিকে যাইওনা। দক্ষিণের হিচ্ছায় যাইতে পার। তবে তোমার পক্ষে না যাওয়াই ভাল। ফলে এতদিন আসি নাই। বিগত ১৫/২/১৯৬৯ ইং তারিখে আমাকে আসিতে নির্দেশ দেন। পরে ৫/৩/৬৯ ইং তারিখে আহ্বান পাই। বলেন “আস আমার আওলাদ আছে।” তাই অদ্য ৬/৩/১৯৬৯ ইং তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা এবং হুজুরের জেয়ারত উদ্দেশ্যে আসিলাম।

মৌলানা আবদুল হক মরিয়ম-নগরী ছাহেব বর্ণনা করেন :

চট্টগ্রাম জামে মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোদাররেছ, মোহাদ্দেছ মওলানা ছফিউর রহমান ছাহেবের জামাতা, জনাব মওলানা আবদুল হক মরিয়ম নগরী ছাহেবকে “মাইজভাণ্ডারী” বলিয়া ঠাট্টা করায় মৌলানা ছফিউর রহমান ছাহেব অসম্বলিত হইয়া তাঁহার জামাতাকে তিরস্কার করেন। জামাতাকে ইহাও বলিয়া দেন যে, মাইজভাণ্ডার দরবার সম্বন্ধে যেন ভবিষ্যতে কিছু না বলেন। কারণ উক্ত দরবারের শান খুব বড়, ইহা তাহাদের বোধগম্য হইবে না।

১৯৫৬ ইংরেজীর ৫ই এপ্রিল তারিখে উর্দু শায়ের তোফায়ল আহমদ “নইয়র” ছাহেব, হজরত কেবলার বাঘের মুখে লোটা নিষ্ক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার শীর্ষক ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়া যে উর্দু কবিতাটি রচনা করেন এবং আমাকে শুনাইয়া কপি হাওলা করেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। শায়ের নইয়র ছাহেবের উর্দু কবিতার সারমর্ম :-

“আমি ওয়ালীয়ে ভাণ্ডারের এই রকম একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম; যাহা তাঁহার একজন ফানাফিশ্ শায়খ মুরীদকে লইয়া সংঘটিত। সে নেহায়ত দরিদ্র ছিল। একদা তাঁহার মনে জাগিল, সে কাঠ কাটিয়া উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁহার মোরশেদের জন্য কিছু দুধ লইয়া যাইবে। ঘটনাচক্রে লাকড়ি কাটিতে পাহাড়ে গেলে তথায় এক ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণে উদ্যত দেখিয়া সে হজরত গাউলুল আজম নাম উচ্চারণ করিয়া ফরিয়াদ করার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটি লোটা আসিয়া বাঘের মুখে পতিত হয় এবং বাঘ পলাইয়া যায়। হজরত কেবলা ঠিক সেই সময় নিজ বাড়ীতে পুকুর পাড়ে অজু

نا مناسب راستہ وہ کو ہماروں کے دراڑ
 اونچی اونچی کہانیاں وہ دشت و جنگل وہ جھاڑ
 جارہا تھا والہانہ اسطرح مستانہ وار
 الامان وہ کوہ کا دامن وہی رنگ پہاڑ
 وائے قسمت کی خرابی وائے قسمت کی بگاڑ
 ایک بہیمانہ سلسلہ تھا وادی پر خار کا
 یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنڈار کا
 کانکر جنگل سے اس مرد خدا نے لکڑیاں
 باندھ کر ایک بوجھ لادا ہو گیا آخر رواں
 سوچتا جاتا تھا دل ہی دل میں وہ آشفتمندانہ
 پیکر ان لکڑیوں کو جو رقم بجائے یان
 مول لونگا دودھ اور آقا کو دوٹکا ارمغان
 اللہ اللہ یہ کلیجہ مومن نادار کا
 یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنڈار کا
 پس وہ اپنی دہن میں تھا اخلاص کا پیکر رواں
 دفعۃً ایک شیر نہ آیا تڑپ کرناگہاں
 ہوش اس کے گم ہوئے پس دیکھتے ہی یہ سمان
 تھا قریب اس پر وہ حملہ کر دے بڑبکر بیگمان
 غوث الاعظم المدد ککر پکارا جب وہاں
 آسرا اس کو ملا فوراً شہ بہنڈار کا
 یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنڈار کا
 دوسری جانب کا سنئے حال اب تو ہو بہو
 غوث الاعظم کر رہے تھے اس گھڑی بیٹھے وضو
 تھے مرید با صفا گھیرے ہوئے وان چار سو
 یک بیک حضرت نے پھینکا آفتابہ سوئے جو
 سب کے سب تھے دم بخود کرتے نہ تھے کچھ گفتگو
 کیا پتہ کیا راز تھا اس حامل اسرار کا
 یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنڈار کا

آب ادھر کا حال سنئے وہ مرید با صفا
 المدد یا غوث الاعظم کہکے وہ شنبہلا ذرا
 چاہتا تھا شیر اسپر حملہ کر دے برملا
 دفعتہ ایک آفتابہ اسکے مستک پر پڑا
 دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیر ٹھنڈا ہو گیا
 ہو گیا اعجاز ظاہر اس شہ دیندار کا
 یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنڈار کا
 اس مرید با صفا نے آفتابہ لے لیا
 اور سوئے منزل مقصود فوراً چل دیا
 اور پہونچکر کہا سنایا اس نے سارا ماجرا
 مسکرا کر بول اٹھے غوث الاعظم با صفا
 جو مدد مانگے گا مجھے دوں گا اسکو برملا
 حشر تک شیوہ رہیگا یہ میرے سرکار کا
 یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنڈار کا

ہجرت گائسول آیام مائیجناواری (ک) سمسامییک “بوجرگانیہ دینیہ
 مائین”دیر مئیہ جینپور نیبائی پراسیدہ ائی، مغلانا کیرامات اائی
 آاہیریر بংশدر مغلانا آافیر آامد آاہیر و مائیانا آاہابوئی
 آاہیر آآار آیدمات شریہ آاجیر ہئی آای فای آاہیر کرایاہیر۔
 آآارا ہیرت سمکے ائ آمبای کرایاہیر۔ ائیرپ پراسیدہ آاجیپوری آاہ
 آاہیر و مآاہیریر مائی “آاہیریر دلایرل” ہجرت سمکے یہ مبای
 کرایاہیر آاہ ہجیریر آیینیہ لپیبد آاہ۔

ہندو سادکدیر مئیہ تیلج آامی و نیاپاڈا مآیار آاراآرل سادھ پرموآ
 پراسیدہ بآجیرا آآار ہلایہیر شریٹر سمکے ائ آمبای کرایاہیر۔

(۱) کاشیر سوباسیدہ سیدہ مآاپورک۔ پیدد نام تیلجدر۔ ائی ۱۸۸۹ آڈاہیر
 دہتایا کرایاہیر۔ ائی “مآاباک رابلی” نامک ائی ائ رآنا کرایاہیر۔

এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেলরা কিরূপ তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। তাঁহার ভক্ত অনুরক্তদের রচিত গান গজল প্রভৃতিতে তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও মনোভাব পরিব্যাপ্ত ও ব্যক্ত আছে।

মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আমিনুল হক হারবাসিরী, মওলানা কাজী আছদ আলী, জনাব আমিরুজ্জমান শাহ্ পটিয়া, চট্টগ্রাম, মওলানা ছৈয়দ মোছাহেব উদ্দীন শাহপুরী, মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, কবি আবদুল হাকীম ও ফজলুর রহমান চৌধুরী চট্টগ্রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরে কবিরাজ বাবু রমেশ শীলও উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ বিভিন্ন এলাকার জনগণ ছাড়াও স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন সমাজেরও স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন ৪- নাজির হাট জামেয়া মিল্লিয়া “আহমদীয়া” সিনিয়র মাদ্রাসা তাঁহার পবিত্র নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। নানুপুর, গাউছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাও তাঁহার গাউছিয়তের ফজিলতের সাক্ষী স্বরূপ বর্তমানে আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জনাব মওলানা তোফাইল আহমদ ছাহেবের পিতা মরহুম জনাব মওলানা ওবাইদুর রহমান ছাহেব। তিনি হজরতের মুরীদ ও কামেল খলীফা ছিলেন। স্থানীয় চাড়ালিয়া হাটস্থ “মাইজভাণ্ডার আহমদীয়া” হাইস্কুলটিও হজরতের পবিত্র নামের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ভাণ্ডার শরীফ আহমদীয়া ম্যানেজড প্রাইমারী স্কুলটি তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত। এই এলাকার চার পাঁচটি ইউনিয়ন ও সদর চট্টগ্রামের সহিত সংযোগ রক্ষাকারী সি এণ্ড বি রাস্তার সঙ্গে যুক্ত “শাহ্ আহমদুল্লাহ্” নামক ডি বি রাস্তাটিও তাঁহার পবিত্র নামের স্মৃতির বাহক দেখা যায়। ইহার ফলে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চিমে নাজির হাট রেলওয়ে স্টেশন, চট্টগ্রাম সদর বা রামগড় রোড, এবং পূর্বে ইছাপুর সদর রোড, দ্বারা উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম-এবং দক্ষিণে কাপ্তাই রাস্তার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে জরুরী যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে।

হজরতের পবিত্র স্মৃতিসমূহ সন্দর্শন ও ইহার অনস্বীকার্য উপকারিতায় স্থানীয় গুণ-মুগ্ধ জনগণ তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অহরহ নিবেদন করিতেছে।

হজরত কেবলা কাবা “হায়রে মা’আল্লার” অধিকারী মজজুবে ছালেক ছিলেন। তিনি রসূল করিম (দঃ) এর মত জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করিতে সমর্থ ছিলেন। হজরত মঙ্গল-ইচ্ছুক ও ত্রাণ-কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছুল আজম ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার নিকট আগত লোকের নাম পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহার ফরিয়াদের বা কিছু বলার অধিকার দিতেন। এবং তিনি নিজ মঙ্গল-কামী ইচ্ছা শক্তিকে উর্ধ্ব শক্তি জগতে উত্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে ফরিয়াদকারীর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাকে সাধারণ লোকের পরিভাষায় দোওয়া এবং ছুফী পরিভাষায় তাছাররোফ বলা হয়। যাহা সংঘটিত হইতে অবগতি, মঙ্গলকামী ইচ্ছা ও কাজ করার রুহানী শক্তির একত্র সমাবেশ একান্ত দরকার। এই কারণে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন জাতিরা তাঁহাকে অন্তর্যামী ফকীর মৌলবী এবং মুসলমানেরা গাউছুল আজম বলিয়া অভিহিত করেন।

তাঁহার উপরোক্ত ফজিলতাদির কারণে মাইজভাণ্ডার গ্রামখানি মাইজভাণ্ডার শরীফ নামে আখ্যায়িত হইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যেহেতু জনগণ মনে করে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার দরবার শরীফ, ভক্ত জনগণের মনোবাসনা পূরণের ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় তিনি বিশিষ্ট জনগণের অন্তর বিজয়ী এবং সূক্ষ্ম জগতের বৈশিষ্ট্যাদির অধিকারী।

হাফেজ সিরাজীর (রঃ) পরিভাষায় বলিতে হয়, হে বারে খোদা! ইহা কেমন সুস্বাদু তেলচট্ আকর্ষি শরাব খানা, যাহার দরজা হাজত মকছুদ পূরণের “কেবলা” ও দোওয়ার মেহরাবে পরিণত দেখিতেছি।^১

(১)

کیست دردی کش این میکده یارب که درش- قبله حاجت و محراب دعا می بینم دیوان حافظ



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগ বিকাশ ৪-

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা তাহার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রতি যুগে নবী-অলী যোগে যুগ সংস্কার করতঃ খোদা পরিচিতির পথ সহজ ও সুগম করিয়াছেন।

নবুয়ত যুগের পর নানা বিবর্তনের মধ্যে মোহাম্মদী দীনে মতীনের অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ধর্মে যখন পার্থিব এখতেলাফ বা মতানৈক্য দানা বাঁধিয়া ইসলামী জগত বিভ্রান্ত ও নানা বাঁধার সম্মুখীন হইতেছিল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা “মুহীউদ্দীন” অর্থাৎ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিতকারী উপাধিধারী হজরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম শায়খ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) কে যুগোপযোগী ধর্ম সংস্কারক রূপে বেলায়তে ওজমার অধিপতি করিয়া প্রথম গাউছুল আজম ও কুতবুল আক্তাবরূপে পাঠান। ইহা নবুয়ত সমাপ্তির প্রায় পাঁচশত বৎসর পর ধর্ম মত-বিরোধ যুগের প্রথম দাওরা বা বৃত্ত।

এতদিন শরীয়ত প্রাধান্য শাসনতন্ত্র পরিচালিত থাকায় তিনি শরীয়তে ইসলামী মোকাইয়াদা মতে ত্বরীকত পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিল অছালত গাউছুল আজমে এফতেতাহীয়া বা আরম্ভকারী ও বিদ দারাছাত কুতবুল আক্তাব মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী শরীয়ত শাসনাধীন ছিলেন।

সেই সময়ে সোলতানুল হিন্দ হজরত গরীব নওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি (কঃ) কে কুতবুল আক্তাব বিল অছালত এবং তাহারই মধ্যস্থতায় গাউছিয়া ফয়জ প্রাপ্ত হইয়া বিল বেরাছাত গাউছিয়তের অধিকারী ও আজমিয়তের শানে মোতাজাল্লা বা বিকশিত দেখা যায়। (ওফাত ৬৩৩ হিজরী)।

(১) হজরত পীরানে পীর দস্তগীরের জন্ম ৪৭১ হিজরী ওফাত ৫৬১ হিজরী।

হজরত গাউছুল আজম মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর ফয়জপ্রাপ্ত ও তাঁহার প্রভাবে পরিচালিত আরো অনেক “উলিল আযম” অলী দেখা যায়; যাঁহারা সকলেই শাসন ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণে শরীয়তে ইসলামী মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী মতে ত্বরীকত ব্যবস্থা ও হেদায়ত কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেলায়তে মোতলাকা যুগ পরিবর্তিত :-

ইহার পর পুনঃ ছয় শতাধিক বৎসর সময়ের ব্যবধান ও ইসলামী হুকুমতের অবসানের ফলে ইসলামী ধর্ম জগতে নানা এখতেলাফ বা মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সমুচিত হেদায়ত ও উপযুক্ত শক্তিশালী ত্বরীকতের প্রভাবে জগদ্বাসীকে অন্ধকার হইতে সহজতমভাবে উদ্ধার মানসে, বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীকে “বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী” রূপে পরিবর্তিত করেন; যাহা বেলায়তের বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বাধাহীন বিকাশ ও সর্ব বেষ্টনকারী বেলায়ত শক্তি। ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ :- ইহা মনে করে যে বিভিন্ন মতবাদের “মত ও পথ” বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গন্তব্য স্থল এক। এই বেলায়ত শক্তি ধর্মজগতের ও সমাজ জীবনের আবর্তন-বিবর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট যুগ। যাহাকে বিশ্ব বেলায়ত বা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাতা শক্তি, সনাতন ইসলাম বলা যায়।

এই বেলায়ত, জজ্ব ও ছলুকের সংমিশ্রণে ইহার অধিকারীকে নবী করিম (দঃ) এর পূর্ণ নবুয়ত ও বেলায়তের যুগলরূপ বিকাশ দান করিতে সমর্থ হয়। এবং হাদীয়ে মাহদীরূপে হজরত ঈছা (আঃ) এর বেলায়তী স্বরূপকে একত্রে সমাবেশ করিতে সক্ষম। মওলানা রুমী (রঃ) বলেন :-

“হে পথের সন্ধানী! তোমরা জানিয়া রাখ তিনিই প্রকৃত হেদায়তপ্রাপ্ত ও হেদায়তকারী, যাহার নজর বা দৃষ্টি, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বস্তুতে একই সমান।”

(১)

مشتوی

هادی و مهدی وہی ست ای راه جو - ہم نہان وہم نشسته پیشرو

হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী হৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মধ্যে মধ্যে বলিতেনঃ—

“তুমি আমার সামনে থাকিয়াও যদি স্মরণ বিচ্যুত থাক (তাহা হইলে) তুমি এয়ামন দেশে এবং এয়ামন দেশে থাকিয়াও যদি আমার স্মরণ বিচ্যুত না হও, তুমি আমার সামনে।”

বেলায়তে-মোত্লাকা যে তৌহীদে আদয়্যানের বা ধর্ম ঐক্যের সমর্থক তাহার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআন পাকের আয়াতসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

“যাহারা খোদা বিশ্বাসী এবং যাহারা ইহুদী নাছারা (খৃষ্টান) বা ছাবেয়ীন, যেই হউক না কেন, যদি তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাহাদের কোন ভয়ভীতি এবং অনুতাপ নাই।” (ছুরা বাক্বারা-৬২)^২

মানব জাতির উপর আল্লাহ্ তা'য়ালার যে আমানত অর্পণ করিয়াছেন তাহা মায়ারফত ও তৌহীদই, সুতরাং ধর্ম জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তৌহীদ ও মায়ারফতের আমানতের বোঝা বহনকারী। যদি আদায় না করে আল্লাহ্ তা'য়ালার আমানতে খেয়ানত হইবে। যেমন ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন (ছুরা আহযাব ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা- ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ১৩ পৃ.)।^৩

(১)

حضرت کا مقولہ۔

اگر پیش منی در یمنی گر بے منی۔ گر در یمنی پیش منی گر بے منی

(২)

سورة البقرة- ٦٢ آية

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّبِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(৩)

في احياء العلوم والدين صفحه- ١٣ من الجزء الثالث

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (سورة الاحزاب- ٧٢) وتلك الامانة هي المعرفة والتوحيد-

ধর্মসাম্য-বা-তৌহীদে আদয়্যানের নিকট যে সর্বধর্মের নৈতিক লক্ষ্যবস্তু এক এবং কোন ধর্ম যে ইহার নিকট হয়ে নহে ইহার পোষকতায় নিম্ন আয়াতটি দেওয়া হইল।

“তোমরা কি খোদার কোন কেতাবকে বিশ্বাস এবং কোন কেতাবকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে এই রকম যাহারা করে বা কর তাহারা সংসারে অপদস্থ এবং কেয়ামতের দিন কঠোর আজাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ তাহার সম্বন্ধে অবগত আছেন (ছুরা বাক্বারা-৮৫ আয়াত)।”

“যাহারা বলে বেহেস্তে নছারা ও ইহুদী ছাড়া অন্য কেহ যাইতে পারিবেনা; ইহা তাহাদের মনগড়া কথা।

বলুন হে মোহাম্মদ (দঃ)! তোমরা যদি সত্য হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর” (ছুরা বাক্বারা-১১১)।”

“বরং ইহাই সত্য; যে কেহ আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তিত এবং সৎকার্য্যানুরাগী হয়, তাহার জন্য তাহার খোদার নিকট পুরস্কার নিহিত।

(১) سورة البقرة- ৮৫ آية
أَفْتُمْنُونَ يَبْغِضُ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ يَبْغِضُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(২) سورة البقرة- ১১১ آية
وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْإِمَانُ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

তাহাদের জন্য কোন ভয়ভীতি নাই এবং তাহারা তিজতাও অনুভব করিবেনা”
(ছুরা বাক্বারা-১১২)।^১

অতএব বুঝা যায়, ইহুদীদের মত যাহারা মনে করে বেহেশত কেবল তাহাদের জন্য তাহারাও এই হুকুমের অন্তর্গত। উপরোক্ত আয়াতসমূহের পোষকতায় “ঈমানে মোজ্‌মলের” মর্মার্থ দেওয়া গেল।

“আমি বিশ্বাস করি খোদা বিদ্যমান আছেন। খোদার ফেরেশতা (কর্মকর্তার সূক্ষ্মশক্তি) ও কেতাব সত্য। সমস্ত নবী বা প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি নবী বা প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে কোন তারতম্য বা ভিন্নমত পোষণ করিনা।”

এই ঈমানে মোজ্‌মলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মওলানা রুমী (রঃ) বলেন, পাকা ঘরের খটরকে তোপ দাগিয়া বিলীন করিয়া দাও, দেখিবে, পূর্বে খটরে সূর্যের পতিত আলো খটরসমূহের অনুপাতে বিভিন্নরূপে দেখা গেলেও খটর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে সূর্যের আলো সমানভাবে পতিত হইয়াছে। সূর্যের আলোতে কোন প্রকারের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছেনা।

তদ্রূপ নবীদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানগত পার্থক্য যুগোপযোগী। এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য হইলেও মূলে নৈতিক ধর্ম ও উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেবল কর্ম পদ্ধতির পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

সূরায়ে আনকবুত শেষ আয়াত (৬৯) মতে বুঝা যায়, যাহারা উপাস্যকে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করে এবং সৎকার্য্যানুরাগী হয়,

(১)

سورة البقرة- ١١٢ آية

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

খোদা তায়ালা তাহাদিগকে নিশ্চিত “হেদায়ত” সৎপথ প্রদর্শন করিবেন।
খোদা সৎকার্য্যকারীদেরই সঙ্গী।’

ছুরায়ে আহকাফ ১৩ আয়াতঃ-

“যাহারা বলে আল্লাহ্ আমাদের পালন কর্তা এবং ইহাতে আস্থাশীল থাকে,
তাহাদের কোন ভয় নাই এবং কোনরূপ তিক্ততাও ভোগ করিবে না।”

বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী আওলীয়াগণ বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে
প্রকৃত শরআনুযায়ী এলমে তাহকীকী ও এলমে কশ্ফী অনুযায়ী স্বীয় অধিকার
বলে কাজ করেন। অলীয়ে কামেলের কাজ খোদার ইচ্ছা শক্তি ও হেকমত
অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেহেতু “শাইওনাতে তৌহীদী” এবং “এয়েতেবারাতে
অজুদীর” নাম শরীয়ত। যাহাকে এবাদাতে মোতনাফিয়া এবং মায়ামেলাতে
এয়েতেবারীয়া এবং এলমে তৌহীদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। (আয়নায়ে বারী
৭০৭/৭০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহা রছুমে শরআর অনুরূপ না হইলেও আছলে
শরআর বিরোধী নহে। বরং নবী রসূল পাঠাইবার হেকমতের পর্যায়ভুক্ত
কারণসমূহের শেষ কারণ। (ছুরা আল এমরান ১৬৪ আয়াত) অত্র গ্রন্থের ১৮
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, ফছুছুল হেকম ফছে ইদ্দী (আঃ) ১১১ পৃঃ অত্র গ্রন্থের তৃতীয়
পরিচ্ছেদ এবং ফছে ওজাইরী (আঃ) ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অলীয়ে কামেলের
কাজ খোদার ইচ্ছা শক্তি ও হেকমত অনুযায়ী হয়। যথা ফছুছুল হেকমের
ফছে ওজাইরী (আঃ) ১৭৭ পৃষ্ঠা।

(১)

سورة العنكبوت - ٦٩ آية

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(২)

سورة الاحقاف - ١٣ آية

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

বরং ইহা রোষ বিবর্জিত এবং গন্তব্য পথের মূল উদ্দেশ্য অনুসারেই বিচার করিয়া থাকে।

উপরোক্ত বিষয়াদির পোষকতায় ১৩৭২ বাংলার ২৭শে চৈত্র তারিখে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে প্রকাশিত তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বিচারপতি কর্ণেলিয়াসের বার কাউন্সিলে প্রেরিত বাণী :-

“পাকিস্তানের জনসাধারণ আইনের ন্যায় নীতি এবং ইহার প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে ওয়াকফহাল রহিয়াছেন। ধর্ম বিশ্বাস হইতেই তাহাদের এই শিক্ষা লাভ। জনসাধারণ যদি শরীয়তের বিধি ও ন্যায়নীতির প্রতি সচেতন থাকে তাহা হইলে নৈতিকতার দিক দিয়া তাহারা অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকিবে।”

কেন্দ্রীয় আইন উজির হৈয়দ জাফর ছাহেব বলেন :-

“মানুষের সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল, সমাজ বিকাশের প্রয়োজনীয়তার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আইনেরও সংযোজন ও রদ বদল প্রভৃতি নিয়মিতভাবে হওয়া প্রয়োজন।” ইমাম শাফী (রঃ) এর অভিমত।’

মক্কাহু ভোজসভায় বাদশাহ্ ফয়ছল বলেন :-

“ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। ইসলাম প্রগতির ধর্ম। এমন কোন ভাল মতবাদ নাই; যাহা ইসলামে নিহিত নহে; এমন কোন খারাপ কাজ নাই যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ ইসলামে নাই।”

বেলায়তে মোত্লাকা শরীয়তের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলেও হাকীকত বা ইহার উদ্দেশ্যস্থলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। যেমন :- কোন পাহাড়ী ব্যক্তি যাহার নিকট নবীর দাওয়াত বা আহ্বান পৌঁছার সুযোগ হয় নাই, তাহার জন্য শুধু এক স্রষ্টা আছে; এইটুকু বিশ্বাসই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কোন নবীর উপর ঈমান আনা এবং ধর্মের অন্যান্য নির্দেশাদির জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে না; এই কথা সর্ববাদী সম্মত।

(১) (الوقت سيف قاطع) পবিত্র হাদীছ মতে ইমাম শাফী (রঃ)

এর মতও তাই।

এই যুগে স্তম্ভপাকার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বৈজ্ঞানিক ভাবধারা যুক্তির বেড়াডাল; নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের মনোরম সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে কেহ যদি সঠিক ধর্মের ডাক হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাছিয়া লইতে সক্ষম না হয়, তাহাকে কি উক্ত পাহাড়ীয়া ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করিয়া শুধু তওহীদ বা একেশ্বরবাদের স্বীকৃতির জন্য দায়ী করা সমীচীন নহে?

উপরন্তু পৃথিবী পরিব্যাপ্ত শিরক ও নাস্তিকতাবাদের আওতা হইতে মানব জাতিকে সোজাসুজি “আহলে সুনত ওয়াল জামায়াতের” মুসলমান করিয়া লওয়ার ভাবধারাকে ইতিহাস বাস্তব ক্ষেত্রে অবাস্তব প্রমাণিত করিয়াছে। ইহার পরও পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের ব্যাপক ডাক, কিভাবে পৌছাইতে পারা যায়?

আল্লাহ পাক নির্দেশ দিতেছেন :-

“ভাল উপদেশ ও কৌশল বা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে (মানব জাতিকে) তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর” (ছুরা নাহল ১২৫ আয়াত)।^১

এই আয়াতের মর্মমতে মানব জাতিকে যদি পাকা মুসলমান করিয়া লইবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছেনা বলিয়া প্রমাণিত হয়। তবে তাহাদের অন্ততঃ-তওহীদের আওতাভুক্ত করার প্রয়াস ভিন্ন গতান্তর নাই।

ভারতবর্ষে খাজা আজমিরী (কঃ) ও তাঁহার পরবর্তী বুজর্গানের আবির্ভাব ইসলাম প্রচার ও রুহানী প্রভাব বিস্তার করার ফলে পাক ভারতে আজ পনের কোটির অধিক মুসলমান দেখা যায়। এবং রামানন্দ, রামানুজ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রী লোকনাথ, নানক, কবীর, রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মবাদী চৈতন্য প্রভৃতি হিন্দু পৌত্তলিকতা হইতে দূরে সরিয়া ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তওহীদের স্বীকৃতি দান করিতেছে।

(১)

سورة النحل - ١٢٥ آية
أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ

একেশ্বরবাদ কি পৌত্তলিকতা হইতে ইসলামের দিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নহে? ইহা কি ইসলামী রূহানীয়তের অবদান নহে? তওহীদের স্বীকৃতি দিয়াছে বলিয়া যদি আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নাজাত দেন, তাহাতে কাহারো আপত্তি করিবার কারণ আছে? পৌত্তলিকতা ও শিরকের মধ্যে অন্ততঃ সৃষ্টির স্বীকৃতি আছে; কিন্তু নাস্তিকতাবাদে সেই স্বীকৃতি পর্য্যন্তও নাই। অথচ বর্তমান যুগে নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ সমগ্র জগতকে গ্রাস করিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে এবং বিরোধই বাড়াইতেছে।

পক্ষান্তরে সূরায়ে শুরার ১৫ আয়াতে কোরানে হাকিমের ভাষায় মোহাম্মদ (দঃ) বর্ণনা করেন :-

“আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ কারবারে “আদল” বা বিচার সাম্য রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যেহেতু আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদের যেইরূপ পালনকর্তা তদ্রূপ তিনি তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের কাজকর্ম, ধর্মাচরণ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজকর্ম ও ধর্মাচরণ তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন “হুজ্জত” বা বিরোধ নাই। আল্লাহ্ পাক একদা আমাদিগকে তৌহীদ বা অদ্বৈত সমাবেশ স্তরে একত্রিত করিবেন। যেহেতু সকলই সেই সৃষ্টির মূল্যধার জাতে পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।” এই তৌহীদ “জময়ানী”*, বিশ্ববাসীকে একই নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে সমর্থ ও আদলে মোত্লাকের (নির্বিকার সাম্যের) যোগ্যতা সম্পন্ন।^১ পৃথিবীকে এই পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট কার্যকরী রূহানী শক্তি ও তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হেকমতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিরাট শক্তির সূচনা হজরতে আকদছের জাতে বা বরকতে হইয়াছে। এবং সেই মহাকৌশল বা হেকমতের নাম “বেলায়তে মোত্লাকা।”

(১)

سورة الشورى- ١٥ آية

وَقُلْ أَمُنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحِجَةً يَتِلَّنَا وَيَتِلَّنَا اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ الْمَصِيرُ- ای هداية للناس الى الوحدة باعتبار الجمع-

*“জময়া” শব্দের অর্থ অত্র গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে তফহীরে ইবনে আরবীর জের নোট দ্রষ্টব্য।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফয়জ

অলী উল্লাহদের অবস্থা ও মর্যাদার তারতম্য সাধারণতঃ পীর হইতে ফয়জ গ্রহণের প্রণালী ভেদেই হইয়া থাকে, এবং “ফয়জ রহমত ও তাওয়াজ্জুর” মাত্রার ভেদাভেদের দ্বারাই তাহাদের হেদায়ত পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

ফয়জের প্রকারভেদঃ— পীরের সাহচর্য্যে মুরীদ যাহা খায়র বরকত প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ফয়জ বলে। ফয়জ সাধারণতঃ চারি প্রকার। ফয়জে এন্য়েকাছী, ফয়জে এছলাহী, ফয়জে এক্কাযী ও ফয়জে এত্তেহাদী।

ফয়জে এন্য়েকাছীঃ— মুরীদ, পীরে কামেলের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার কামালিয়তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কামালিয়তের যে স্রাণ বা ফয়জ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ফয়জে এন্য়েকাছী বলে।

ফয়জে এছলাহীঃ— মুরীদ, পীর হইতে যে ফয়জ শিক্ষা দীক্ষা ও ছোহবত সাহচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, নিজ নফ্ছ বা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করিবার শক্তি ও প্রয়াস পায় এবং নফ্ছ বা প্রবৃত্তির প্রতিকূলে খোদার বন্দেগীতে রত হয়, ইহাকে ফয়জে এছলাহী বলে।

ফয়জে এলকাযীঃ— পীরে কামেলের প্রভাবে মুরীদের অন্তরে যে ফয়জ অর্পিত হয় এবং যাহার প্রভাবে মুরীদের নিকট “এলহাম,” “এলকা” সৃষ্টি হইয়া আল্লাহ তা’য়ালার রহস্যাবলী অবগত হইতে পারে এবং এলমে লাদুন্নী হাছেল হয় উহাকে এলকাযী ফয়জ বলে।

ফয়জে এন্তেহাদীঃ— মুরীদের নিকট যে ফয়জ অর্পিত হইলে, মুরীদ খোদা প্রেম প্রেরণায় বিভোর হইয়া তাহার গোপন রহস্য দর্শনে খোদার একত্বে মিশিয়া ফানাফিশ্ শায়খ, ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ ইত্যাদি মকাম অর্জন করে, এবং তাহাদের কাছে দ্বিত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকেনা! এই বাকাবিল্লাহ্ স্তরে উপনীত হইলে তাহাদের সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্তা খোদার রহস্যে জড়িত হইয়া যায়। ইহা খোদার উচ্চ স্তরের কামেল আওলীয়াদের প্রতি অসীম অনুগ্রহ মাত্র। ইহাকে ফয়জে এন্তেহাদী বলা হয়। এই স্তরে উপনীত হইয়া হজরত বায়জীদ বোস্তামী (রঃ) বলিয়াছিলেন ঃ—

“ছোবহানী মা আজামা শানী”

আমি পবিত্র, আমার শান কত বড়!

ছালেক বা খোদা পত্নীঃ— খোদা তালের বা খোদা অনুসন্ধানী সাধারণতঃ দুই প্রকার। “ছালেক ও মজ্জুব।”

ছালেক দুই প্রকার ঃ— ছালেকে মাহাজ ও ছালেকে মজ্জুব।

মজ্জুব দুই প্রকার ঃ— মজ্জুবে মাহাজ ও মজ্জুবে ছালেক।

ছালেকে মাহাজ ঃ—

যাহারা কোন কামেল পীরের সাহচর্য বা ফয়জ প্রাপ্ত নহে; অথবা কোন পীরের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও ফয়জ বরকত হাছেল করিয়া খোদার প্রেমে আসক্তি ও প্রেরণা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহারা সাধারণ মোমেনের মধ্যে গণ্য। তাহাদের মধ্যে জজ্ব থাকেনা বলিয়া তাহারা ছাহেবে হাল এবং “ছাহেবে তাছারারোফ” বা প্রভাব বিস্তারকারী নহে। তাহারা তাংলীমে এছলাহী ও এরশাদীর যোগ্যতা রাখে। যদি তাহাদের কাহারও মধ্যে “হাল জজ্ব” ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ছালেকে মজ্জুবের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

ছালেকে মজ্জুব ঃ—

যাহারা পীরে কামেলের সাহচর্যে ফয়জ বরকত হাছেল ও প্রেম প্রেরণা অর্জনে সমর্থ হইয়াছেন এবং জজ্ব ও ছলুকের সংমিশ্রণে খোদা অব্বেষণ পথে সচেষ্ট থাকেন; তাহারা উন্নতিক্রমে বেলায়তে ছোগরা অর্থাৎ ছোট বেলায়ত মর্যাদা,

বেলায়তে ওছতা অর্থাৎ মধ্য বেলায়ত মর্যাদা এবং বেলায়তে কোবরা ও ওজমা যাহা বেলায়তের সর্বশ্রেষ্ঠ মোকাম, তাহা অর্জন করিতে পারেন। তাঁহারা মোকাম অনুযায়ী ছাহেবে তাহাররোফাত বা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম থাকেন। অধিক সময় তাহাদিগকে শান্ত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। তাঁহারা হেদায়তমূলক কার্যে পার্থিব জগতের সহিত সম্পর্কও রাখেন। ছালেকে মজ্জুব, অলী উল্লাহ সাধারণতঃ আহমদীযুল মসরব ও মোহাম্মদীযুল মসরব হইতে ফয়জ হাছেল করেন। কিন্তু মোহাম্মদীযুল মসরব হইতে বেশী ফয়জ অর্জন করেন বিধায় তাঁহাদের নিকট ছলুকের আধিক্য থাকে। তাঁহাদের পথদ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। গাউছগণ মোহাম্মদীযুল মসরব হইয়া থাকেন। পরে জজ্ব অবস্থার ফলে কেহ কেহ কুত্বিয়তও অর্জন করিতে পারেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে গাউছিয়ত প্রাপ্ত অলী বেশী দেখা যায়। বেলায়তের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনে তাঁহারা সক্ষম হন।

মজ্জুবে ছালেক ৪-

যাহারা মোর্শেদে কামেলের নিকট সর্বপ্রকার ফয়জ বরকত হাছেল করিয়া খোদার প্রেমে অধিক সময় বিভোর থাকেন; তাঁহারা উন্নতিক্রমে বেলায়তের সর্ব মর্যাদা অধিকার করিয়া খোদার একত্বে মিশিয়া যাইতে সক্ষম হন। এবং আল্লাহ পাকের গুপ্ত ব্যক্ত যাবতীয় রহস্যের অবগতি হাছেল করিয়া তাঁহার জাহের বাতেন আলমসমূহের পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা, সমস্ত আলমে তাহাররোফ বা প্রভাব বিস্তারে পূর্ণ সমর্থ।

তাঁহারা সাধারণতঃ মোহাম্মদীযুল ও আহমদীযুল উভয় মসরব হইতে ফয়জ পাইয়া থাকেন। কিন্তু আহমদীযুল মসরব হইতে ‘ফয়জে এত্তেহাদী’ বেশী মাত্রায় প্রাপ্ত হন বলিয়া তাহাদিগকে প্রায় সময় জজ্ব গালের অবস্থায় দেখা যায়। জজ্ব ও ছলুক তাঁহাদের স্বভাব ও ইচ্ছাকৃত হইয়া যায়। তাঁহারা যখন ইচ্ছা করেন ছলুকে আসিতে সক্ষম থাকেন। তাঁহারা কুত্বিয়ত ও গাউছিয়ত উভয় মর্যাদা অর্জনে নির্বিঘ্নে বেলায়তের সর্বোচ্চ পদবীর অধিকারী হন।

তাঁহাদের পদস্থলন হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা, তাঁহারা ছাহেবে মোকাম অলী উল্লাহ্। তাঁহারা প্রাণ জগতের “জাছুচ” বা গুপ্তচর।^১

মওলানা রুমী বলেন :-

“যাঁহারা, সবজাত্তা আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বন্ধু; তাঁহারা প্রাণ জগতের “জাছুচ”। তাঁহারা প্রাণ জগতে সূক্ষ্ম চিন্তাধারার মত ঢুকিয়া যায়। তাঁহাদের কাছে অবস্থার গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে।”^২

মজ্জুবে মাহাজ :-

যাহারা ফয়জে এলকাযী বা এত্তেহাদী প্রাপ্ত হইয়া সদা সর্বদা খোদার প্রেমে বিভোর থাকেন এবং খোদার একত্বে মিশিয়া খোদার গোপন রহস্যাদিতে ডুবিয়া থাকেন, তাঁহারা খোদার সঙ্গে সম্বন্ধ ও আলমে বাতেনের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখেন। তাই সাধারণতঃ আল্লাহ্‌ পাকের বাতেনী আলমসমূহের পরিচালনা ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত থাকে।

তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে ছাহেবে হাল ও প্রভাবশালী। তাঁহারা কুত্বিয়ত এবং ছাহেবে মকাম মর্যাদার অধিকারী হইলেও ছুলুকে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না।

زبدة السالكين ترجمه غنية الطالبين صفحه ٧٧٧ قرآن سورة الحجر ٤٢ آية (٥)
{الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور (سورة البقرة- ٢٥٧)} فالله تعالى اخرجهم من الظلمات الى النور وهو عز وجل اطلعهم على ما اضمزت قلوب العباد وانطوت عليه النيات اذ جعلهم ربى جواسيس القلوب والامناء على السرائر والخفيات وحرسهم من الاعداء فى الخلوات والجلوات لا شيطان مضل ولا هوى متبع يميل بهم الى الزلات قال الله تعالى عز وجل {ان عبادى ليس لك عليهم سلطان (سورة الحجر- ٤٢)} ولا نفس املرة بالسوء ولا شهوة غالبة متبعة-

(২)

مشوى

خاص گان پاک علام الغيوب ★ درجہاں جان جواسیس القلوب
کندرون دل درآید چون خیال ★ پیش شان مکشوف باشد سر حال

জ্ঞান কাল পাত্রভেদে যাঁহারা হেদায়ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন; তাঁহারা ই পীরে মগা বা পীরে ফা'য়াল নামে পরিচিত। ফয়জে এত্তেহাদী দান করা এবং মুরীদকে অতি সত্বর বিনা পরিশ্রমে “বাকাবিল্লাহ্” বা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা, ফয়জে এছলাহী, ফয়জে এলকায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদী প্রাপ্ত অলীদেরই থাকেন। কিন্তু ছালেকে মজ্জুব ও মজ্জুবে ছালেক হইতে ফয়জ অর্পিত হইলে দীন দুনিয়া উভয় জাহানের কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, কারণ তাঁহাদের সহিত উভয় জাহানের সম্পর্ক আছে। ছালেকে মাহাজ পীর, মুরীদকে ফয়জে এলকায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদী দিতে সক্ষম নহেন। তাই গাউছিয়ত ও কুত্বিয়ত মর্য্যাদা প্রাপ্ত অলী উল্লাহ্‌দের ক্ষমতা বেশী। কারণ তাঁহারা অবস্থা বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত থাকেন, ভালাই বা মঙ্গলজনক কাজ করার ইচ্ছাও পোষণ করেন এবং ভালাই করিবার ক্ষমতাও রাখেন।

কিন্তু ছালেকে মাহাজদের উপরোক্ত ক্ষমতা থাকেনা এবং মজ্জুবে মাহাজদের এই ক্ষমতা সব সময়ে বিকাশ পাওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু তাঁহারা বিভোর-চিত্ত থাকেন।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেলায়ত রহস্য

কবরে ও পুকুরে পবিত্র কোরআনের পাতা নিক্ষেপ :-

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) নিজ লিখিত কোন বই পুস্তক কিংবা কেতাবাদি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার প্রভাবশালী পবিত্র কথাবার্তা ও দৈনন্দিনের অলৌকিক কর্ম পদ্ধতিই তাঁহার পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। যেমন, পবিত্র কোরআনের দশ পাতা সামনের পুকুরে এবং সতর পাতা তাঁহার একমাত্র পুত্র মরহুম ছৈয়দ মোঃ ফয়জুল হক ছাহেবের কবরের উপর রাখার আদেশ রহস্যের প্রতি নজর দিলেই এবং তাঁহার কথা মত “কম্বখতরা কালামুল্লাহ্ বেচিয়া কলামোলা খাইয়াছে”—প্রভৃতি বাণীর বিষয়, চিন্তা করিলে বুঝা যায়, জনগণ পবিত্র কালামুল্লাহ্‌র রূহানী দিক ছাড়িয়া ছোটদের মত সহজ সুলভ ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা করিতেছে। ইহাতে কোরআনের লিখিত বস্তু তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না।

তাই তিনি পবিত্র কোরআনী হেকমত দ্বারা দশ অর্থাৎ সর্বসাধারণের অন্তরের মলিনতা বিদূরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। যাহা কোরআন পাকে “শেফাউল লেমাফিছ ছুদূর” অর্থাৎ কোরআন, অন্তরের বিমার দূরকারী (ছুরা ইউনুস-৫৭) বলিয়া উল্লেখ আছে। (যেহেতু গণিত মতে দশ চরম সংখ্যা) হজরত কেবলাকা'বা তাঁহার দ্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজমীয়তের প্রভাবে জনসাধারণকে বালা মুছিবত ও সংসার ঝামেলা হইতে নাজাত দিবেন। এবং

যাহারা খোদা তালেব ও খোদা অন্বেষণকারী তাহাদের অন্তঃকরণকে খোদায়ী প্রেম প্রেরণার জলধারা সিঞ্চনে অনন্তজীবন দান করিবেন। তাঁহার উপরোক্ত বাণীসমূহের সারমর্ম ও কার্যকলাপ সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ও মঙ্গলময় ইঙ্গিত বাহী এবং নৈতিক পতন যুগের দিশারী। ইহা কোরআন পাকের দশ পাতা পুকুরে ফেলার রহস্য।

পুকুরের জল যেমন পুকুরে অবতরণকারীকে শান্তি দান করে। সেইরূপ তাঁহার অনুসরণকারীও খোদার নাম স্মরণে শান্তি লাভ করিবে; এবং দশজ্ঞানেন্দ্রিয়কে রুহানী প্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে সজাগ করিবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। মানবপ্রকৃতি, অনুভূতির দিক দিয়া এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যিক জ্ঞান আহরণ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক, মনের সাহায্যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সম্পর্কীত অভ্যন্তরীণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে।

এই দশ প্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পন্ন ব্যক্তির স্রষ্টানুরাগী, নিত্যে আসক্ত ও সংসারানুরাগী, অনিত্যে আসক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত।

যাহারা সিদ্ধ কামেল ব্যক্তির অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল এইরূপ দশজন বা জনগণের জন্য হজরত মূসার (আঃ) বারটি জল প্রবাহের মত তাহার ফয়জ বরকতের জলধারাতে দশটি পবিত্র কোরআনের অংশ বা পাতা নিক্ষেপ দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তাহার অনুসারী বা অনুগ্রহ প্রার্থী জনগণ প্রত্যেকের সুবিধানুযায়ী যেন তাহার ফয়জ বরকত ভোগ করিতে পারে।

যাহারা সংসারানুরাগী বা অনিত্যে আসক্ত, তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্যাসত্য স্রষ্টানুরাগ অভাবে মৃতপ্রায় ও নির্জীব। তাঁহার রুহানী জগতের উচ্চমার্গে বিচরণে বা সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান আহরণে তাহারা অসমর্থ, তাই তাহাদের উদ্দেশ্যেও কোরআনী হেদায়ত বস্তু হিসাবে কোরআন পাকের দশটি পাতা বা অংশ এবং সর্বজনীন হিসাবে তাঁহার অনুরাগী বা বিরাগী প্রত্যেকের জন্য সাতটি পাতা বা শুদ্ধি প্রণালী স্বাভাবিক ও সহজতম কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংসার জীবনযাত্রায় মানব যেমন বাসন-কোষন পরিষ্কার করিয়া পুনঃ কার্যকরী শক্তি লাভ করে; তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিও সংসার বামিলা হইতে মুক্ত ও পরিষ্কার হইয়া কার্যকরী শক্তি লাভ করিবে।

জীবন নামে খ্যাত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করিয়া মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে, তদ্রূপ হজরতের বেলায়ত সুধা পানকারীও ছুফী মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপূর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করিয়া পবিত্র হাদীছ মতে “মাউতু কব্লা আন তামাউতু” রূপ চারি প্রকার ইচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করতঃ খোদা পরিচিতি জগতে ছুফী পরিভাষা মতে “হায়াতে আবদী” নামক নিত্য জীবন লাভ করে। ইহার সাহায্যে মানব, খোদা পরিচিতি জগতে উন্নীত হইয়া উর্ধ্বতম সত্যবস্তু স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে এক “কশ্ফী” নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যাহা সন্দেহের অতীত। উপরোক্ত তত্ত্ব, হজরত কেবলা কর্তৃক কবরে কোরআন পাকের সতর পাতা রাখার ইঙ্গিত বহন করে। “ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা” এই সাত প্রকার গুদ্বি প্রণালী বা কর্মপন্থা কার্য্যকরী প্রত্যক্ষ কোরআনী হেদায়ত বলিয়া তিনি সাব্যস্ত করেন; যাহা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হাক্কুল একীনজনিত বস্তু।

অত্র গ্রন্থের ফানায়ে ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতির উল্লেখ করিতে গিয়া হজরত আক্দাছের একটি ভাবপ্রবণ উক্তি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। যাহার ফলে দৃষ্টান্তমূলক বুঝ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইবে।

হজরত গাউছুল আজম ভাব বিভোরতার পরক্ষণে কোন কোন সময় বলিতেন “(১) আমি ছাগল দিয়া বলদ দাবাই, (২) ভেড়া দিয়া ভৈষ দাবাই, (৩) বানর দিয়া বাঘ দাবাই।” এই রহস্যময় বাণীর সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়; এই দৃশ্যমান জগতের (নাছুত) বা পশু স্তরের প্রতি আকৃষ্ট মানব।

১. যাহারা পরের স্বার্থে পরের ইচ্ছানুযায়ী পার্থিব কাজে নিয়োজিত থাকিতে বাধ্য অথবা নিজ স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব গরজে খোদা ভুলা, তাহারা বলদের মত নিরীহ অসহায়। তাহাদের রুহানী বা আত্মার মঙ্গলার্থে ছাগলের মত পাকছাফ বা পবিত্র থাকা এবং নির্দোষ হালাল বৈধ স্বচ্ছ খাদ্য

গ্রহণ, আলস্য পরিহার ও মনন চিন্তাধারার দিক্ দিয়া স্রষ্টা অনুরাগ স্মরণ ও সজাগচিত্ত থাকা উচিত। যাহার ফলে “ছালেক” প্রথম স্তরের বিনাশ পদ্ধতি ‘ফানা আনিল খাল্ক’ বা পরমুখাপেক্ষিতা দোষ বিবর্জিত খোদা পথচারী সাব্যস্ত হইবে।

২. যাহারা মহিষের মত অহম মত্ত তাহারা “ফাউট্টা” নামে পরিচিত “বাঘ” বা এলাকা ত্যাগি জাড়ালো মহিষের মত দ্বিধাহীনভাবে পরের সম্পদ নষ্ট ও গর্ভধারণ যোগ্য মাদাম মহিষের তালাসে পাগল “চেলা” সদৃশ। যাহারা নির্বিচারে অনর্থ কাজে লিপ্ত, তাহাদের মুক্তির জন্য সমাজবদ্ধ আচার ধর্ম নিষ্ঠ কামেল বা মুখ্য ব্যক্তির সাহচর্য, পাপ বিরতকারী বাণী ও কর্মের একান্ত দরকার।

যেহেতু এই পশুশ্রেণীর জনগণকে গৌনী বা মোকাল্লেদ বলে। তাই খোদাভয়ে অনর্থ পরিহার, যাহা না হইলে চলে সেই কাজ বা কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং পরদোষ অব্বেষণ করার অভ্যাস পরিহার করা ও নিজ দোষ ধ্যান করা একান্তভাবে দরকার।^১

তাহাদের জন্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরানে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন (ছুরা নাজেয়া-৪০-৪১)।^২

৩. ন্যায়নীতি বিবর্জিত হৃদয়হীন জন, অপরের প্রতি হিংস্র ব্যাঘ্র সুলভ রক্ত লোলুপতা পরিহার পূর্বক মানবীয় আকৃতি বিশিষ্ট বানরতুল্য প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহার ফলে খোদার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করার ফলে খোদা নির্ভরতা অর্জিত প্রাণ খাদ্য লাভে সমর্থ হয়। যাহা ছুফী দর্শন মতে “তছলীম এবং রজা” গুণজঃ প্রকৃতির ফল। মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন, তুমি ফেরেশতা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত।

(১)

مثنوی

گرز تنہائی تو ناہیدی شوی ★ از فلک و تاثر یا بر شوی

(২)

سورة الزُّعْت - ٤٠-٤١ آية
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

পশুর স্বভাব হইতে মুক্ত হও, ফেরেশতারও উর্ধ্বে যাইতে সক্ষম হইবে।^১ ইহাতে বুঝিতে হইবে, নবী রসুল, অলীয়ে কামেলগণ মানব জাতিকে সৃষ্টা অনুরাগ দান উদ্দেশ্যে পার্থিব অনুরাগ শিথিল ক্রমে চরিত্রবান কর্মঠ মানব সৃষ্টি করেন। তাই কোরান মজিদের প্রথম ভাগে “গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম অলদোয়াল্লীন” (ছুরা ফাতিহা-৭) বাণী প্রকাশ আছে। এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া আল্লামা ইবনে আরবী (রহঃ) স্বীয় তফছীরে লিখিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার “রহমান রহীম” গুণজ নামের ভরসায় বেপরোয়া পাপে লিপ্ত হয় তাহারা ‘মাগদুবিন’-গজবের যোগ্য এবং যাহারা খোদা তায়ালার প্রদত্ত ভালাই গ্রহন করেনা অলস, খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক ভালাইকে নিজ হিতার্থে কাজে লাগায়না এবং কর্মবিমুখ ও অস্বীকারকারী তাহারা “দোয়াল্লিন”-পথভ্রষ্ট। যাহারা এই উভয় পন্থার প্রতি নজর দিয়া আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র পেয়ারা নবী-অলীর অনুগত হইয়া ভালাইর পথে চলে তাহারাই ‘মোসলেম’ বা শান্তিপ্রিয় জাতি, খোদার অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ীগণ পুণ্যহীন বাক্য ও নীতিহীন বাক্য দ্বারা জনগণকে পাপ কার্যে উৎসাহিত করেন এবং বলেন “যে যত করে পাপ, টাকার কল্যাণে সব হয়ে যায় মায়ফ” ইত্যাদি। ইহারা সৎপথ প্রদর্শক নহে, ভণ্ড। যেহেতু শান্ত চরিত্র, সৎকর্ম অনুরাগি ব্যক্তিই মানব বাচ্য।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি :-

ফানায়ে ছালাছা বা রিপূর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর :-

(ক) “ফানা অনিল খাঙ্ক”- অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

(খ) “ফানা আনিল হাওয়া”- অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবন যাত্রা সহজ ও স্বামিলা মুক্ত হয়।

از ملائک بهره داری وز بهائم نیز هم ☆ بگذر از به بهائم سز ملائک بگری (۵)

(গ) “ফানা আনিল এরাদা”- অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যাহার ফলে ছুফী মতে “তছলীম ও রজা” হাছিল হয়।

‘মউতে আরবা’ বা চতুর্বিধ মৃত্যু -

(ক) “মউতে আবয়্যাজ”- অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ত্ব হয়; যাহার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলে উপবাস করিতেন এবং বলিতেন “উপবাসে আমি আলো পাই।”

(খ) “মউতে আছওয়াদ”- অর্থাৎ কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজিয়া পায় তখন নিজেকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায়। এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজিয়া না পায়, নিজেকে দোষমুক্ত বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন বন্ধু বলিয়া মনে করে।

(গ) “মউতে আহমর”- অর্থাৎ লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হইয়া অলীয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) “মউতে আখজার”- অর্থাৎ সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলেই ইহা হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

এই কোরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

জনাব গৌতম বুদ্ধের অষ্টশীল নীতি হইতে ইহা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।
যেহেতু সৎ, অসৎ বস্তুর তুল্যদণ্ড বিচার বর্তমানে কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ।
কঠোর সাধনা বা এবাদত, বর্তমান অতিকামনার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির যুগে
সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে।

এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে।
পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে। এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ
না হইয়া বরং বন্ধু সুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়। এই সপ্ত পদ্ধতি, ইছলামী
ছুফী মতবাদ মতে “ফানায়ে নফসী” প্রবৃত্তির বিনাশ এবং “বাকাবিল্লাহ্”
বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে, সহজসাধ্য ও ঝামিলামুক্ত।
অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং
উৎসাহবর্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্বসমস্যার সমাধানকারী মুক্তির
দিশারী।

কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী। ইহা ব্যবসাদারী পীরত্বের সমর্থক নহে
বরং নেহায়ত নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এই পীরী ব্যবসাদারী পতন যুগে, ইহা
নৈতিক ধর্মের জীবন দানকারী প্রবতারা।

যাহা ঐক্য ও সৃজন শক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। পবিত্র কোরানের
পরিভাষায় যাহাকে **كُوكَبُ دُرِّي** (কাউকাবে দুর্রী - ছুরা নূর-৩৫) বলা
হইয়াছে।

খোদা অনুরাগী নীতিতে “নিছবতাইনে আ’দমী” বা বিগত আগত সফলতা
পন্থার সমাবেশকারী বিধায়, “খাতেম” বা ছনদদাতা।

হজরত আকদাছের এই ‘সপ্ত পদ্ধতি’ বেলায়ত রহস্য; তাঁহার বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব
সম্পন্ন গাউছিয়তের এক উজ্জ্বল নজীর। হাফেজ সিরাজী (রঃ) এর পরিভাষায়
বলিতে হয়—

“তোমার চক্ষের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অসি বাহির করিল, তখন দিল ঘায়েল
জিন্দা মানুষগুলি একের উপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল”।^১

خُرگان تو تا تیغ جهانگیر بر آورد ★ کشید دل زنده که بر یکدیگر افتد (১)

মওলানা আবদুল হাদী রচিত রত্নভাণ্ডার ৩৬ নং শের ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ঘোষণা করে।

চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।
প্রেম হাট বসাইয়াছে মাইজভাণ্ডার মাঝার।।
সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছ ধন।
সাধুগণের প্রাণ হারিয়ে করেন বেপার।।
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটাফাটা দিল কিনিয়ে
সেকেন্দারী আয়না তাতে করেন তৈয়ার।।

লেখা বিশ্বাসের পর্যায়ের বস্তু, ইহাতে মূলবস্তু দৃশ্যমান নহে। সেইজন্য নিজ গদি শরীফে হজরত কেবলাকা'বা আমাকে ঐ সময় কোরআন শরীফ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ দাদা ময়না! হরফ আছে কি? তিনি এই রকম দুইবার দেখাইয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দুইবার নিজেই মন্তব্য করিয়াছিলেন, সমস্ত হরফ উড়িয়া গিয়াছে।” কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাহাই সত্য। কোরআন পাকে যে লিখিত হেদায়ত বিদ্যমান আছে, সেইদিকে খুব কম সংখ্যক লোকেরই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগ্দাদীর (কঃ) বাণী :-

“ওহে আমার পেয়ারা, তুমি যখন আমার প্রতি তাকাও বা আগ্রহান্বিত হও; আগাইয়া আস, আমি তোমার মঙ্গলাকাজী। তোমার জন্য দোওয়া করি। আর যখন আগ্রহ বিমুখ হও পিছু ফির আমি তখনও পূর্ববৎ থাকি এবং তোমার জন্য কাঁদি। যেহেতু পিছন দিকে কিছু দেওয়া লওয়ার নিয়ম নাই।”

এইরূপ কল্যাণকামী বহু ছুফী সাধকের হিতবাণী ও নৈতিক গ্রন্থাবলী লিখিত বিদ্যমান আছে; যাহার প্রতি জনগণ বিমুখ হওয়ার ফলে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত।

(১)

কلام حضرت پیران پیر دغیر (رض) فی الفتح الربانی صفحہ ۴۹ المجلس السادس-

یا غلامی مرادی انت لا انا- وان تتغیر انت لا انا انا عبرت
وانما وددتني لاجلك- تعلق بی- حتی تعبر بالعجلة-

হজরত কেবলা কা'বা খাতেমুল অলী ও অলদ। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য খোদার বিশেষ দান “ফয়জে মোজাররদ।” পুকুরের মত কাহারো দ্বারে তিনি যান না কিংবা কাহারো মুখাপেক্ষীও তিনি নহেন। সকলই তাঁহার দ্বারস্থ। তৃষ্ণাতুর ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকামী জনগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতার ভাণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হয় এবং পাত্র অনুযায়ী তাঁহার দান নিয়া যায়।

এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের “অছী।” তিনি ওফাত হইবার কয়েক দিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন, হজরত আলী (কঃ) এর বাণী :-

“এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারেনা।” যাহা রুহানী প্রেরণা সম্বৃত “মলকুল এলহাম” বা এলহামী ফেরেশ্তার কাজ কারবারের পর্যায়ভুক্ত। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুনী বলা হয়।

(১) দিওয়ানে আলী (কঃ)

ديوان على (رض)

وهذا العلم لم يعلمه الا ★ نبى او وصى الانبياء





নবম পরিচ্ছেদ ফজিলতে রব্বানী

হজরত আদম (আঃ) যেইরূপ “আল্লামা আদামাল আছমা’য়া কুল্লাহা” (ছুরা বাক্বারা-৩১)। অর্থাৎ “আল্লাহ্ আদম (আঃ) কে তাঁহার সমস্ত নামাবলীর জ্ঞানদান করিয়াছেন” এবং আল্লাহ্র খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন; তদ্রূপ যুগে যুগে সমস্ত গুপ্ত-ব্যক্ত খোদায়ী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও খোদার খলিফা এবং পবিত্র রসূল করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। মওলানা রুমী মছনবীতে বলেন ঃ-

“প্রত্যেক দাওরা বা বৃত্তে জগতের আবর্তন বিবর্তনের যুগে একজন অনীয়ে কামেল বিদ্যমান থাকিবেন; যাহার পরীক্ষা নিরীক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে।” “প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ্র নায়েব বা প্রতিনিধি, যেই ব্যক্তির দিলের মধ্যে খোদার হুকুম নাজেল বা অবতীর্ণ হয়।”^২

এই ফজিলতে রব্বানীর বর্ণনা দিতে গিয়া মওলানা রুমী মছনবীতে যাহা বলেনঃ- “মানব যখন খোদায়ী জ্যোতিঃ আহরণকারী হয়, তখন সেই ব্যক্তি ফেরেশ্তাদের ছজিদা গ্রহণকারী সাব্যস্ত হয়। ঐ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে ছজিদা করে; যাহারা ফেরেশ্তার মত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা হেকারত, হিংসা, অবাধ্য প্রকৃতি ও সন্দেহ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত।”^৩

-
- (১) মছনবী মওলানা রুমী
مثنوی مولانا رومی
پس بہر دور ولی کامل ست ★ آزمائش تا قیامت دائم ست
- (২) در حقیقت او بود نائب رسول ★ در دلش احکام حق گردد نزول
- (৩) آدمی چون نور گیرد از خدا ★ گشت مبدوء ملائک ز اجتناب
نیز مبدوء کے کو چون ملک ★ رستہ باشد جانش از طغیان و شک

অভিধানগত অর্থ কপাল মাটিতে রাখা, মাথানত করা, হুকুম মান্য করা আজিজী করা বা নম্রতা প্রকাশ করা ও ভয় করা ইত্যাদি।

শর'আ মত অর্থ :-

আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত রত অবস্থায় তাঁহার শুকরিয়া ও বন্দেগী সমাপনার্থে সকাতরে নিজ কপালকে মাটিতে রাখা, উহাতে এবাদত বা নামাযের নিয়মাবলী আরকান, আহকাম মান্য করা একান্তই কর্তব্য। যেমন পবিত্রতা, পশ্চিমমুখী হওয়া, এবাদতের নিয়ত করা, রুকু করা, তহবীহ পড়া, ছজিদা করা ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা :-

রাত্র-দিবা ও চন্দ্র-সূর্য্য খোদার নিদর্শন; তাহাদিগকে ছজিদা করিওনা। তোমরা তাহাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে এমতাবস্থায় ছজিদা কর, যেমন তোমরা বিশেষ করিয়া তাঁহারই এবাদত করিতেছ (ছুরা হা-মীম সাজদাহ্-৩৭)।^১

কোরআনের এহতেলাহ মতে :-

আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কালাম পাকে ছজিদা শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত দেখা যায় বলিয়া উহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ছজিদায়ে তা'য়াক্বুদী ও ছজিদায়ে তায়াজিমী।

ছজিদায়ে তা'য়াক্বুদী :-

যাহা আল্লাহ্‌ তা'য়ালার এবাদতে, আল্লাহ্‌ তায়ালাকে ছজিদা করা হয়, ইহা ছজিদায়ে তায়াক্বুদী; যাহা উক্ত কোরান শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

ছজিদায়ে তায়াজিমী :-

হজরত আদম (আঃ) কে ফেরেশ্তাগণ এবং হজরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁহার পিতামাতা ও ভাইগণ যেই ছজিদা করিয়াছিলেন, উহাকে ছজিদায়ে তায়াজিমী বলা হয়।

(১) কোরআন হা-মীম সাজদাহ্- ৩৭ আয়াত: **سُورَةُ حُمِ السَّجْدَةِ - ٣٧ آيَةً**
وَمِنْ آيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

“যখন আমি ফেরেশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম আদমকে ছজিদা কর” (ছুরা বাক্বারা-৩৪)।^১ কোরআন পাকে হজরত ইউসুফের বাণী -

“আমি তাহাদিগকে, আমাকে ছজিদা করিতে দেখিয়াছি” (ছুরা ইউছুফ-১০০)।^২

উক্ত আয়াত মতে দেখা যায় ছজিদা শুধুমাত্র বন্দেগী বা এবাদতে ব্যবহৃত হয় না; উহা তা'য়াজিম বা সম্মান প্রদর্শনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা হজরত আদম (আঃ) এর সম্মানার্থে তাঁহাকে ছজিদা করার জন্য ফেরেশ্তাগণকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হজরত ইউসুফ (আঃ)কে তাঁহার নবুয়ত ও সুলতানাতের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহার বাপ ও ভাইগণ তাঁহাকে ছজিদা করিতে দেখা গিয়াছে।

এইরূপ, এবাদতের নিয়ত ও নিয়ম কানুন্ ছাড়া যে ছজিদা সম্মানার্থে করা হয়, তাহাকে ছজিদায়ে তা'য়াজিমী বলে। উহা আল্লাহ্ এর এবাদত জনিত নহে বরং উচ্চ স্তরের ছালাম বা তায়াজিম।

ছজিদায়ে তেলাওয়াত-

যাহা, কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত ও শ্রবণের সময় করা হয়। ইহাও ছজিদায়ে তায়াব্বুদী।

ওলী উল্লাহ্গণ, যাহারা ফজিলতে রব্বানী প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার ক্ষমতা ও জ্যোতিঃ আহরণকারী তাঁহাদের দর্শন এবং তাঁহাদের কেরামত দর্শন, আল্লাহ্ তা'য়ালার আয়াতের ও বুজগীর প্রত্যক্ষ দর্শন বটে।

(১) سورة البقرة- ৩৪ آية
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

(২) سورة يوسف- ১০০ آية
قَالَ يَأْتِبَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۝

যেহেতু “ফানায়ে তাকাজাতে নফছানীর” ফলে তাঁহারা ফানী ফিল্লাহ্ বাকী বিল্লাহ্ দরজাতে উন্নীত।^১ (আয়নায়ে বারী ৪০৯/৪০৮/৪০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ছজিদা যে শুধু মাটিতে কপাল রাখিলে হয় তাহা নহে বরং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিক বিনয় প্রকাশ করাকেও ছজিদা বলা হয়।

আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে :

“তোমরা দেখিতেছ না আছমান বাসী ও জমিন বাসী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র রাজি, পাহাড় পর্বত, উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত ও বিরাট সংখ্যক মানবগণ আল্লাহ্ তায়ালাকে ছজিদা করে (ছুরা হজ্ব-১৮)।^২

অথচ ইহাদের প্রত্যেকের কপাল নাই। কপাল রাখিয়া ছজিদা করিতে সবাইকে দেখা যায় না। কাজেই বুঝা যায় যে, বিনয় ও আজিজীই ছজিদার প্রধান বস্তু।

এই ফজীলতে রব্বানীর তায়াজীমের স্বীকৃতি দিতে গিয়া হজরত এয়াকুব (আঃ), তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণ সহ হজরত ইউসুফ (আঃ) কে ছজিদা করিয়াছিলেন।

(১) آيَتُهُ بَارِي صَفْحَةٍ - ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٠٩

سَنَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
نَيْسَتْ هَسَتْ نَمَا تَفْسِيرُ ذَاتِ الْإِنْسَانِي هِيَ -

صَفْحَةٍ ٢٠٨ آيَتُهُ بَارِي - علم الانسان مالم يعلم گنجینه اسرار الہی ہے فی الواقع یہی انسان مصحف رموز علوم بادشاہی ہے۔ اسلئے اصطلاح صوفیہ میں روئے رخشان شیخ کو مصحف سے تعبیر کرتے ہیں۔

صَفْحَةٍ ٢٠٤ آيَتُهُ بَارِي - الانسان بنیان الرحمن اگرچہ صورتہ ضعیف البنیان ہے پھر معنا بیان الرحمن ہے

(ۨ) سورة الحج - ١٨ آية

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ -

“তখন হজরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার পিতা এয়াকুব (আঃ) কে বলিয়াছিলেনঃ—

“ইহা আমার পূর্ব দর্শিত স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যা” (ছুরা ইউছুফ-১০০ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ) কে ছজিদা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইবলিস্ বা শয়তান ছাড়া সকলেই আদমকে ছজিদা করিয়াছিল। মন্দাকিনী নিবাসী মওলানা বজলুল করিম ছাহেব ছজিদা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

ছজিদা সহজ কথা নয়

ছজিদা সহজ কথা নয়

করিলে মোশরেক না করিলে কাফের হয়।

ওয়াছজুদ বলিল যবে ফছজদু তারা সবে

ইনকার করিল যেবা মরদুদ নিশ্চয়।।

ছজিদা ডরের কথা না করিও যথাতথা

আদম জাদা আদম হইলে ছজিদা টানি লয়।। ইত্যাদি

হজরত মূসা (আঃ) অহঙ্কারী লোকদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ—

“তোমরা বায়তুল মোকাদ্দাহের ছোট নীচ দরজা দিয়া ছজিদা করিতে করিতে প্রবেশ কর” এবং হিত্তাতুন অর্থাৎ বল “অবনত”। ইহাতে বুঝা যায়, হজরত মূসা (আঃ) ইচ্ছামত অপরকে অবনত হইতে আদেশ দিতেছেন।

আল্লাহ্ পাক হজরত আদমের (আঃ) ঘটনায় শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—

“আদমের কাছে অবনত হইলে না কেন? যাহাকে আমি আমার নিজ দুই হাতে তৈয়ার করিয়াছি। তুমি কি অহঙ্কার করিলে অথবা নিজকে “আলী” বা বড় মনে করিলে? (ছুরা ছোয়াদ-৭৫)³

(১)

سورة ص - ٧٥ آية

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِیْنَ-

“যাহাকে আমি আমার নিজ দুই হাতে তৈয়ার করিয়াছি” কোরান পাকের বাণীর প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়; “হাকায়েকে রবুবীয়ত” পালন কর্তা রহস্য এবং “উলুহিয়েতে ছমদিয়ত” উপাস্য রহস্য, নিজ চিত্ত মগ্ন প্রকৃতি আদম (আঃ) অস্তিত্বে উদ্ভাসিত ও সমাবেশিত। যাহা “জমালী” সুরম্য এবং “জলালী” প্রভাবশালী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ, ইহার ব্যাখ্যা।

কোরান পাকের ছুরায়ে লোকমানে (২০ নং আয়াতে) তাই “ছাখ্যারালাকুম মাফিছ ছমাওয়াতে অমা ফিল আরদে” – “আসমান জমিনে যাহা কিছু আছে তোমাদের অনুগত করিয়া দিয়াছি” বলিয়া বর্ণিত। আদম (আঃ) সজিদা বা আনুগত্যতা পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছেন।

দেখিতে চাও যদি খোদার রহস্য

মানব আকৃতিতে দেখ উজ্জ্বল বিকশিত।^১

আদম শব্দের অর্থ অভিধান মতে, ইমাম বা সর্দারীর যোগ্য মাটির কঠিন স্তরের সৃষ্টি। এই কারণে হাদীছ শরীফে “খালাকাল্লাহ্ আদমা আলা ছুরতেহি” বর্ণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ আদমকে নিজ অবয়বতায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাতে বুঝা যায় উপাস্যের অদৃশ্য প্রকৃতির দৃশ্য আকৃতির নাম “আদম” যথা গাছ ও বীচিতে যথাক্রমে ব্যক্ত দৃশ্যমান অবস্থাতে অদৃশ্য প্রকৃতির দৃশ্যরূপ বটে। “মানুষ আমার রহস্য আমি মানুষের রহস্য” হাদীছে বর্ণিত।^২

অধিক জানিতে হইলে বাহরুল উলুম মৌলানা আবদুল গণী (রহঃ) রচিত আয়নায়ে বারী বা ফুছুছুল হেকম উর্দু কেতাব দ্রষ্টব্য।

“যখন আমি ফেরেশ্তাদিগকে বলিলাম, আদমকে ছজিদা কর” শয়তান ছাড়া সকলে তাহা করিল। শয়তান অস্বীকার করিল ও অহঙ্কার করিল;

(১)

گر تجلی ذات خواہی صورت انسان ببین

ذات حق را آشکارا اندر او خندان ببین

(২)

الانسان سری وانا سره- الحیث

যেহেতু সে নাফরমান ছিল” (ছুরা বাক্বারা-৩৪)।^১

অতএব পরিষ্কার বুঝা যায়, অহঙ্কার বিবর্জিত বিনয়ের নামও ছজিদা। এই আয়াতে ফেরেশতাগণই ছজিদার জন্য আদিষ্ট দেখা যায়। ইবলিস্ ফেরেশতা ছিল না। ইবলিস্ আগুন হইতে এবং ফেরেশতা নূর হইতে সৃষ্ট।

উচ্চল মতে হাকীকত বা মূল পরিবর্তন হয় না। যেমন আম গাছ কাঁঠাল গাছ হয় না, ছাগল গরু হয় না। এইখানেও তাহাই সত্য। কাজেই মানিয়া নিতে হয় উপরে বর্ণিত আগুন ও নূর, মানবীয় সত্ত্বার তমঃ ও রজঃ নামক দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব। জ্বিন বা শয়তান, ফেরেশতা হইতে পারে না এবং ফেরেশতাও জ্বিন হইতে পারে না। অতএব ইহা ব্যক্তি পর্য্যায়ের নির্দেশ নহে বরং ইহা আদমের প্রবৃত্তি পর্য্যায়ের নির্দেশ।^২

প্রথমটি অর্থাৎ ইবলিস্, মানব জ্ঞানের অনুগত নহে বরং মানব জ্ঞানের উপর প্রভাবশালী ও বিপথে পরিচালনাকারী। যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ফেরেশতা বা নূরানী শক্তি, মানবজ্ঞানের অনুগত ও সাহায্যকারী। যথা দয়া-দাক্ষিণ্য, ভালবাসা ইত্যাদি প্রেমজ প্রকৃতিসমূহ যাহা মানবকে সুপথে পরিচালিত করে।

এই আদি সৃষ্টি নূর ও পরবর্তী সৃষ্টি আগুন, তৃতীয় সৃষ্টি স্থূলদেহী মানবে সঞ্চিত। এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানবের উপর প্রভাবশালী দেখা যায়। যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় জাহ্রত হইলে জ্ঞান বা মানবতার অবাধ্যতাপূর্ণ উত্তেজনামূলক ভাবের বিকাশ পায় এবং দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল গুণসমূহ জাহ্রত হইলে মানবতার উৎকর্ষকারী অনুগত ভাব প্রকাশ পায়।

(১) سورة البقرة- ٣٤ آية
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

(২) কোরআন পাকের বাণী (سورة البلد- ١٠ آية)
অর্থাৎ আমি তাহাকে উভয় পথ প্রদর্শন করিলাম (ছুরা বালাদ- ১০)।

মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি :-

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খোদায়ী ফজিলতের মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। খোদা পরিচিতিজ্ঞান অর্জনের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। স্রষ্টা অনুরাগ ও সৃষ্টি অনুরাগের মধ্যখানেই ইহার স্থিতি।

মরীচিকাবৎ ক্ষণভঙ্গুর সৃষ্টি অনুরাগ, মানবকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করিয়া দুঃখ কষ্টে নিপতিত করে। স্রষ্টানুরাগ, মানবকে বিভ্রান্তি ও দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি দেয়; এবং তাহার আসল বস্তু স্রষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়।

প্রবৃত্তির কবলে পড়িয়া যখন আদি মানব হজরত আদম (আঃ) পার্থিব দুঃখ কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন; তখন বিপদগ্রস্ত আদম (আঃ) ত্রাণকর্তা খোদার বাণী পাইলেনঃ-

“আমার পক্ষ থেকে যেই হেদায়ত বা সুশিক্ষা আসিবে, তাহার অনুগামীদের জন্য কোন ভয় ভীতি নাই” (ছুরা বাক্বারা-৩৮)।^১ মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেনঃ-

আদম, প্রবৃত্তির আশ্বাদ গ্রহণে যখন এক পা বাড়াইয়াছিল, তখন এই প্রশস্ত দুনিয়া তাঁহার গলার হার হইয়া পড়িল।^২

মানব জ্ঞান স্তর :-

মানবজ্ঞানের তারতম্যানুসারে খোদায়ী হেদায়ত তিনভাবে মানবের আয়ত্বে আসে। যেমন :- আকলে মা'য়াশ, আকলে মা'য়াদ ও আকলে কুল্লি বা কুদহী।

আকলে মা'য়াশ :-

ইহা খাদ্য প্রেরণা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে মাওয়ালীদে ছালাছা বা স্থূল জগতের প্রেরণা জনিত ত্রিবিধ জড় ধর্মে প্রভাবান্বিত বুদ্ধিও বলা যাইতে পারে।

(১) سورة البقرة - ৩৮ آية

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هَذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

مثنوی
(۲) یقدم زد آدم اندر ذوق نفس ★ شد فراز چرخ اورا طوق نفس

ছুফী পরিভাষা মতে ইহাকে “তকাজায়ে নফছ” বা কামনা প্রবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়। খাও, পিও, ঘুমাও, ফুর্তি কর, সহবাস কর ইত্যাদি ইহার স্বভাব। এইরূপ হিতাহিত চিন্তা বিবর্জিত উপস্থিত কামনা চরিতার্থের যে প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহাকে নাছুতী বা দৃশ্যমান জগতের প্রেরণা বা আকলে মা'য়াশ বলে। ইহার জন্য “ওরুদ” বা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হইতে অবতীর্ণ ধর্ম হইল শরীয়ত বা বিধানগত ধর্ম।

এই নাছুতী স্তরের লোকদের জন্য ঈমান বা বিশ্বাস, একরার বা স্বীকার এবং আমল আরকান ইত্যাদি পদ্ধতি মতে কাজ করার প্রয়োজন আছে। এই কারণে তাহাদের জন্য সর্দার বা নবীর প্রয়োজন অপরিহার্য।

ইহা তবলীগ বা প্রচারমূলক বস্তু। ইহার খোদায়ী প্রচারকারীকে নবী এবং অনুসারীকে উম্মত বলে। তফছীরে হোসাইনী ১৫৭ পৃষ্ঠা, তফছীরে ইবনে আরবী ১০০ পৃষ্ঠা, কোরান সূরায়ে আল্ আন'আম ৩৮ আয়াত ১' আকলে মা'য়াশ স্তরে খোদাতা'য়ালার “ইছমে কাহ্‌হার” * নামের বিকাশ পাইতেছে।

আকলে মা'য়াদ ৪:-

ইহা নিজ কর্মের পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান-অর্জন প্রেরণা দান করে। এবং সৃষ্টির সৃষ্টিতে বা নিজ সত্ত্বার মধ্যে চিন্তা বা “তেলাওয়াতে অজুদ” দ্বারা খোদার অনুগ্রহ লাভে সহায়তা করে। এই চিন্তাধারাকে “লওয়ামা” এবং এই স্তরকে “মলকূত” বলে। ইহা অন্তর জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহার জিকিরে জবানীকে জিকিরে নাছুতী এবং জিকিরে কল্বীকে জিকিরে মলকূতী বলা হয়। এই স্তরের মনোভাবকে “খাতেরে রহমানী” বলা হয়। “রহমান” খোদার রহমতপূর্ণ আদি ও গুণ নাম।

(১) سورة الانعام - ٣٨ آية

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ

* ইছমে কাহ্‌হার অর্থ-অন্যকে অবনত দেখিয়া সম্ভ্রষ্ট।

পবিত্র কোরআন পাকে বর্ণনা আছেঃ-

“রহমান, রহমত পরিপূর্ণ গুণাবিত অবস্থায় নিজ আসনে উপবিষ্ট” (ছুরা ত্বাহা-৫)।^১ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট জীবের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুর মৌজুদকারীর (স্রষ্টার) গুণ গুণবাচক নাম “রহমান।” যথা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মায়ের স্তনে দুধের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

সৃষ্টির পর সৃষ্ট জীবের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির নিকট দান স্বরূপ যাহা আসে, তাহার দাতার (স্রষ্টার) গুণজ প্রকাশ নাম “রহিম।” যথা ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের স্নেহে ও ছেলের দুধ পান আগ্রহের ফলে যে দান সৃষ্ট জীবে অর্পিত হয় তাহাই “রহীমী” গুণবাচক প্রকৃতির বিকাশ। এই দুই নামের মাধ্যমে জগতের আবর্তন বিবর্তন ও ক্রমবিকাশাদি সংঘটিত হয়। তাই কোরআন পাকের প্রত্যেক “ছুরার” প্রারম্ভে “বিছমিল্লাহ্ হিররাহ্মা নির্রহীম” লেখা দেখা যায়। আকলে মা'য়াদ, বাহিরের প্রভাবমুক্ত নিজ হিতচিন্তা বিভোর অবস্থায় স্রষ্টা কর্তৃক অর্পিত অনুগ্রহের নামই “এলহাম।”

পবিত্র কোরআন পাকে উল্লেখ আছে :- “প্রত্যেকে আত্ম উন্নতি ও প্রশংসা সম্বন্ধে অভিহিত বা সজাগ” (ছুরা নূর-৪১)।^২

যেমন কীটানু আত্মচিন্তা-বিভোর সাধনায় গুটিতে খোলস পরিবর্তন করে ও সজীব চেতনাশক্তিতে স্বরূপে বিরাজ করে। মুরগী ডিমে প্রয়োজনীয় তা দিয়া নিখুঁত পদ্ধতিতে ছানা ফুটাইতে অভ্যস্ত দেখা যায়।

(১) سورة طه - ٥ آية

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

(২) سورة النور - ٤١-٤٢ آية

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ
صَبَّحَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

তফসীরে হোসাইনী ৪৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তফসীর- حسین- صفحہ ۴۶۵

ہر یک از اہل آسمان و زمین یا مرغان یا مجموع ”قد علم“ بد رستیکہ دانستہ
ست ”صلاتہ“ و دعائے خود را و تسبیح و تنزیہ خود را یا دعا و تسبیح خدا را۔

জীবাণু বিভিন্ন যোনিতে বা সাধনাগারে নিবুম সাধনাকাল অতিবাহিতের পর সচেতন গুণবিশিষ্ট প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এবং মৃত্যুর পর, পূর্ব প্রকৃতির অর্জিত আকৃতি বা ভৌতিকদেহকে খোলসরূপে ধাঁধা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে রাখিয়া আত্মগোপন করে।

পক্ষান্তরে সজীব চেতনাশক্তি বহুদূরে চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকে। যাহার নাম “আয়ানে ছাবেতা” বা হাকীকতের বাস্তব প্রকাশ। অর্থাৎ নিজ সত্ত্বাতে বিকশিত খোদায়ী শক্তি বলে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে, নিজ আত্মবিকাশের মঙ্গল কামনা কি? এবং প্রশংসাই কি? সুতরাং বিভিন্ন সত্ত্বার বিভিন্ন কর্মপ্রেরণাই তাহাদের বিকাশ প্রেরণা বা বাস্তব প্রকাশভঙ্গী। যাহা নিশ্চিত স্রষ্টাজ্ঞাত। যেহেতু স্রষ্টা সমস্ত শক্তির মূলাধার। সৃষ্টি-স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। পারিপার্শ্বিক যুগের চাহিদা ও সৃষ্টির কামনা অনুসারে সত্ত্বা বা “এস্তেহ্‌কাকে অজুদী” বার বার বিকাশ পায়। কোরান সূরায় নুর ৪১/৪২ আয়াতের ভাবার্থ।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র,
সরশ মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।

এই খানেই মানববুদ্ধির বিভ্রান্তি ঘটিতে দেখা যায়। যাহারা খোলসকে আসল বুঝিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা ধোঁকায় পতিত হয়। এই সচেতন প্রাণকেন্দ্র খোদায়ী শক্তির সন্ধান নিতে যাহারা সমর্থ হয়, তাহারাই ভাগ্যবান ও প্রকৃতসন্ধানী সাব্যস্ত হয়। এইরূপে যাহারা প্রগতির ধাপে ধাপে পা বাড়াইতে সমর্থ হয়, তাহারাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিশ্বসাম্য ও স্বরূপে আবর্তন করিতে অভ্যস্ত হয় এবং ইহাকে তাহাদের জন্য সহজসাধ্য করিয়া তোলে।

শায়েরের উক্তি :-

“ইহা আমার কাছে অত্যন্ত মনঃপুত বাণী যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা প্রত্যেক সৃষ্টিকে এক একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।”

(১)

مقوله مير حسن
یہ مقولہ ہے ہمیں دل سے پسند ہے کہ را بہر کار ساختند

মওলানা রুমী বলেন :-

১।

“আমি সাতশত সত্তর দেহ আবরণ দেখিয়াছি। (জ্ঞানের ক্রমোন্নতির স্তরকে অবলোকন করিয়াছি) তৃণবৎ বার বার উত্থিত হইয়াছি।”

২।

“আমি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কান্না গীতি গাহিয়াছি এবং উন্নত ও অবনত স্তরের জনগণের সঙ্গে মিশিয়াছি।”^২ যাহা সত্ত্বা।

৩।

“প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল মত আমার বন্ধু হইয়াছে, কিন্তু আমার অন্তর্নিহিত রহস্য বা বাস্তবতাকে কেহই তালাশ করে নাই।”^৩ যাহা মানবতা।
উপরোক্ত বিষয়াদি “ইছমে রহমানের” সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যাহা সত্য এবং অবিনশ্বর চেতনা।

(১)

মثنوی- مولانا رومی

هفت صد هفتاد قالب دیده ام ★ پنجو سبزہ بارہا روئیدہ ام

(২)

মثنوی- مولانا رومی

من بہر جمعیتے نالاں شدم ★ جفت خوشحالاں و بد حالاں شدم

(৩)

মثنوی- مولانا رومی

ہر کسے از ظن خود شد یار من ★ اندرون من نجست اسرار من

আকলে কুল্লি বা কুদ্‌ছি :-

যেই স্তরে উন্নীত হইয়া মানুষ স্রষ্টা প্রভাবান্বিত সর্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, সেই স্তরের জ্ঞানের নাম আকলে কুল্লি বা কুদ্‌ছি। ইহাতে উলুহিয়াত বা উপাস্য বোধ ছাড়া কোনরূপ আদেশ নিষেধ থাকে না। থাকে শুধু আল্লাহ্ নামের গুণবাচক প্রকৃতির বিকাশ।

এই স্তরের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির রীতিনীতি, কাজকর্ম শরীয়তের বা সাধারণ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির গণ্ডিভুক্ত নাও হইতে পারে। যেহেতু ইহা বেলায়তের প্রভাবযুক্ত এবং নবুয়তে তশরীযী হুকুমের বিধানগত আদেশ নিষেধ প্রভাব, সাময়িক রহিত। ইহা বেলায়তে খিজরীর পর্য্যায়ভুক্ত।^১

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন :-

“খোদার অবগতি ছুফীর অবগতিতে বিলীন হইয়া যায়; ইহা কি মানবজাতি বিশ্বাস করিবে?”^২

“আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলিতে বলিতে মানব অস্তিত্ব যে আল্লার অস্তিত্বে বিলীন হইয়া যায়, মানব ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে!”^৩

(১) ফছুছুল হেকম ২১৪ পৃষ্ঠা ১৭, ১৮, ১৯ লাইন দ্রষ্টব্য।

(২) مثنوی۔ مولانا روم
علم حق در علم صوفی گم شود ☆ این سخن کئے باور مردم شود

(৩) اللہ اللہ گفتہ اللہ میشود ☆ این سخن کئے باور مردم شود

সুনেতুত্ব ও ধর্মসাম্য :-

মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী বলেন :-

“হে উপাস্য! প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর। এতদিন খোদায়ী করিয়াছ; এখন পয়গাম্বরী ছিফতে তোমার প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর। অর্থাৎ “পয়গাম্বর” খোদার সংবাদ বাহক ও “পীর” খোদা পরিচিত ব্যক্তি “মোরশেদ” পথ প্রদর্শক রাহবারগণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হেদায়ত এনায়ত কর।”

উপরোক্ত তিন স্তরের মানুষের জন্য স্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ, জাতি, সমাজ বা পরিবার নাই, যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা বা শাসক হিসাবে মানেনা। যেই দেশ, জাতি বা সমাজে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব আছে তাহারা উন্নত নহে। পক্ষান্তরে যাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীন, তাহারা উন্নত ও সম্মানীত। উপযুক্ত নেতৃত্বই প্রচ্ছন্ন খেলাফতে রব্বানী বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব নামে অভিহিত।

এই জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহার ব্যক্তিত্ব হাছেল আছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তিত্বকেই খেলাফতে উলুহিয়াত বলা হয়। এবং এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই নেতৃত্বের উপযোগী। যেহেতু তাহারা উত্তেজনা পরিহারী ধর্ম-সাম্য উন্নয়নকারী। ইনিই খোদা অনুসন্ধিৎসু মানবের দিশারী।

আল্লাহ্ পাক, পবিত্র কোরআনে ছুরা “ফতাহ্” এর ১৬ আয়াত হইতে ১৭ আয়াতের শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচারী ও অনুগামীদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে সুনেতৃত্বাধীন সংগ্রামশীল মানবজাতির ভবিষ্যৎ অতি উত্তম। বিরুদ্ধাচারী, অলস, আয়াসী বিলাসী ও সুনেতৃত্বহীন মানবের ভবিষ্যৎ অতি মন্দ ও দুঃখ কষ্টে জর্জরিত।

ভয়ভীতি ও প্রলোভনের বশবর্তী জাতিরাই “মোয়াজ্জব” বা গজবের উপযুক্ত ও অভিশপ্ত। কোরআন পাকে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

(১)

آئینہ باری-
الہی عاشقان را رہبری کن ☆ خدائی کردہ پیغمبری کن

উপরোক্ত আয়াত, পূর্ববর্তী নবীগণ, নবীয়ে আখেরী ও তাহাদের অনুসারী এবং বিরুদ্ধাচারীগণের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য; যাহা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কোরআনের সূরা বাক্বারার ৬২, ৮৫, ১১২ ও ১১৩ আয়াত এবং ছুরা নেহার ১৩৬, ১৫২ ও ১৬২ আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন ও প্রমাণিত হয়। ছুরা আল-এমরানে বর্ণিত ১৯ নং “ইন্নাদ্দীনা এনদাল্লাহিল ইসলাম” শীর্ষক আয়াতের মর্মানুযায়ী বাস্তব অবস্থা বা বস্তুকে অস্বীকার করে এবং দৃষ্টিপাত করেনা, বুঝিবার প্রতি স্বচেষ্টহীন! যাহারা এই খোদায়ী নীতির ও নীতিবাহকের সঙ্গে মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা সনাতন ইসলামের বিরোধী সাব্যস্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের বিচার করিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব প্রত্যেকের প্রতি ওয়াজেব; যুগের নীতিবাহক নবী-অলী বা মোজাদ্দের জমানদের নীতি মানিয়া ও তাহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া নিজকে মানবতার উচ্চশিখরে উন্নীত করা। এবং নিজ বুঝ ব্যবস্থাকে চরম সত্য মনে করিয়া অন্যের আচরিত সতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা উচিত নহে।

পবিত্র কোরআন পাকের ছুরা “মা’য়েদার” ৩৫ আয়াতে বর্ণনা আছেঃ-

“হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় কর। খোদার দিকে উপায় বা উছিলা তালাশ কর। আল্লাহ্র রাষ্ট্রতে চেষ্টিত হও; তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইবে।”^২

(১) سورة آل عمران - ১৯ آية
 إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

(২) سورة مائدة - ৩৫ آية
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
 فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“বেলায়তে মুহীৎ” বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত অর্থাৎ বেলায়তে মোত্লাকার রীতিনীতি ও খোদায়ী নীতি অভিন্ন, ইহা খোদার ইচ্ছাশক্তি সম্বৃত বস্তু। এই বেলায়তের অধিকারী ও নীতিবাহক মোজাদেদে জমান বা যুগসংস্কারক গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মওলানা ছৈয়দ আহমদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী মালামিয়া কাদেরী (কঃ), উপরে বর্ণিত কোরআন পাকের বাণীর মর্ম মতে নৈতিক ধর্ম প্রধান ‘আকলে কুল্লি’র অধিকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অলীউল্লাহ্। তিনি তাসাওউফ মতে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনকারী। ইহা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কাজকর্ম ও কথাবার্তায় প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়।

সাম্যদর্শী হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর জন্ম পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং সাম্য ধর্মী জাতি ঘেঁষা। আবাস ভূমিও এক সাম্যের নিদর্শন যেহেতু ইহা মেরুরেখা সংলগ্ন।

তিনি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে “তৌহীদে আদ্য্যান” অদ্বৈত খোদা অনুরাগ, মতবাদে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আচার ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্যতার ও পরস্পর আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য এবং শালিনতার সমর্থক দেখা যায়। খোদা স্মরণ ও নিজ সত্ত্বার উন্নয়ন ব্যাপারে এবং বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্ম স্বাধীনতা, মানবতার উন্নয়ন মূলে ব্যক্তিসত্ত্বার সমর্থক ছিলেন। ছোট ছেলে-মেয়ে ও অসহায়কে সাহায্য দানে তাঁহাকে ব্যস্ত দেখা যাইত। তিনি, ধন-সম্পদ স্ফীতি বিরোধ নীতি এবং অভাব বিমুক্ত জীবন পছন্দ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ না বাড়াইয়া কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়াও বেবুঝ জনের সঙ্গে আপোষ করিতে উপদেশ দিতেন।

কোন আলেম-ফাজেল-লায়েক জনের নাম নিতে সম্মানবোধক ভাষা ব্যবহার করিতেন। ছোটদিগকে স্নেহসূচক সম্বোধন করিতেন। এইজন্য সকলেই মনে করিতেন, আমাকে সবচেয়ে ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তিনি সদা-সর্বদা পাক-পবিত্র বা-অজুতে থাকিতেন এবং সুগন্ধি ভালবাসিতেন।

ধনঞ্জয় নামে তাঁহার এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভক্ত, জাহেরী জবানীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “তুমি তোমার ধর্মে থাক, আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।” অন্য একদিন, তিনি একজন হিন্দু মুসেফ বাবুকে বলিয়াছিলেন, “নিজের হাতে পাকাইয়া খাও; পরের হাতে পাকানো খাইওনা, আমি বার মাস রোজা রাখি তুমিও রোজা রাখিও।” ছুফীদের পরিভাষা মতে, পাকান বা রন্ধন অর্থে স্ব অর্জিত স্বাধীন মত বুঝায় এবং রোজা অর্থে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হওয়া বুঝায়।

ইসলাম ধর্ম প্রচারক খাজা কামালুদ্দীন সাহেব ১৯২৭ ইং সনে আজীজ মঞ্জিল লাহোর হইতে প্রকাশিত রেছালা এশায়াতুল ইসলামের “খলীফাতুল্লাহে আলাল আরদ” প্রবন্ধে বলেন, মানব জাতি চেষ্টার মাধ্যমে একই নির্দিষ্ট স্থানের তালিশে মশগুল দেখা যায়। চেষ্টার পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারে সকলই একমত।

উক্ত প্রবন্ধের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন -মরিয়মের পুত্র প্রথম ঈসা নহে, তাঁহার পূর্বেও নিজেকে কোরবানীকারী বহু ঈসা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩৫০ পৃষ্ঠায় আছে :- আত্মার বিশুদ্ধিতার এবং পূর্ণমানবাত্মার জন্য খোদার স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া অপরিহার্য্য কর্তব্য।

ঐ কিতাবের ৩৬১ পৃষ্ঠায় “ইসলাম ও থিউসিফী” প্রবন্ধে বর্ণনা করেন প্রকৃত ছুফী উনিই, যিনি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে খোদার দিকে আহ্বান করেন।^১

(১) اشاعت اسلام سنه ۱۹۲۷ جلد ۱۳ نمبر ۸ صفحه ۳۴۸ عزیز منزل لا هور

میں مانتا ہوں کہ ہر ایک مذہب انسان کی مساعی کی لئے ایک ہی منزل مقصود تجمیز کرتا ہے گو ان راہوں میں جو اس منزل تک پہنچتی ہیں سب کا اختلاف ہے مگر خواہشات نفسانی کی قربانی کے اصول کے سب موافق ہیں۔ صفحہ ۳۴۹ میں ابن مریم سب سے پھلے عیسیٰ نہ تھے دنیا کے کفریات میں ان سے پھلے بھی اسے بہت مسیح ع پیدا ہو چکے تھے۔

صفحہ ۳۵۰- تطہیر و تکمیل روح کیلئے یہ ضروری ہے کہ انسان صفات ربی سے مسلح ہو۔ صفحہ ۳۶۱- اور حقیقی صوفی وہی ہے جو سب مذاہب کو خدا کی طرف سے خیال کرے۔

মেশকাত শরীফের হাদীছে আছে :- “প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যিনি অন্য মুসলমানগণকে নিজের হাত ও জবানী কষ্ট হইতে নিরাপদে রাখেন।”

হজরতের উক্তি :-

এখানে হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী ছৈয়দ মওলানা আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারী মালামিয়া কাদেরীর মাশ্বিয়ত বা ভাব বিভোর, এস্তেগরাক্ বা তন্ময় অবস্থার পরক্ষণের ও বিশেষ সময়ের কয়েকটি উক্তি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম; যাহাতে তাঁহার বেলায়ত ও মসরব পাঠকবৃন্দের সহজবোধ্য হয়-

“আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব “লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্”।

ইহা লেওয়ায়ে আহমদীর সাক্ষী।

“রসূলুল্লাহর (দঃ) দুইটি টুপীর মধ্যে একটি টুপী আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই বড় পীর ছাহেবের মাথায় দিয়াছেন”।

“আমার নাম পীরানে পীর ছাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে”। অর্থাৎ ধর্মে নতুনত্ব দানে শাহে বগদাদীর অনুরূপ জীবন দাতা।

এই কালামগুলি তাঁহার গাউছে আজমীয়তের প্রমাণ ও স্বীকৃতি।

“আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, রসূল করিম (দঃ) এর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম”। ইত্যাদি কালাম, গাউছুল আজমীয়তের অনন্য প্রমাণ।

আজিমনগর নিবাসী ছুফী আবদুর রহমান ছাহেবকে হজরত বলিয়াছিলেন :-

“নেহী মিয়া ইয়ে আমকা দরখ্ত নেহী হ্যায়! বাবা আদম হ্যায়। বহুত দিন তক্ মুত্তজির খাড়া হ্যায়। ইছওয়াস্তে উচকা চুতড় পর দু’ কতরা পানি দিয়া”।

(১)

مشکوٰۃ کتاب الایمان-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده-

ইহা বেলায়তে আহমদীর ছিররানী তাছাররোফ বা প্রভাব; যাহা সূক্ষ্ম জগতে সংঘটিত আত্মার প্রভাবজনিত বস্তু।

হজরত কেবলা, জাফর আলী শাহকে পাকা কলা মারফত ফয়জ এনায়ত করিলে, জাফর আলী শাহ নিজকে সামলাইতে না পারায় হজরত বলিয়াছিলেন; “তুমি হিজরত কর”। ইহা তাঁহার ফয়জে এলকায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদীর প্রামাণ্য উদাহরণ, যাহা ছালেকের দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়া আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে। হেদায়ত আলীকে রমজান মাসে সরবত পান করাইলে হজরত কেবলার সহধর্মীণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন; “তাহাকে সাফ করিয়া দিলাম।” ইহা তাঁহার ফয়জে এলকায়ী, যাহা স্পর্শ মণিবৎ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিমিয়া সদৃশ ছালেকের ধাতজ মেজাজ ও মূল্যমান বদলাইয়া দেয়।

আবদুর রহমান মিঞাকে রমজানের দিনে সরবত পান করাইলে, ছায়াদ উদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন “আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে।” ইহা তাঁহার বেলায়তে মোতলাকার অধিকার ও রহস্য প্রাধান্যের প্রমাণ। যেহেতু পাপকার্য্য ইহাতে বিরত থাকার নামই রোজা বা রোজার মূল উদ্দেশ্য। (তফছীরে ইবনে আরবী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, তফছীরে হোসাইনী ১ম খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা যাহা অত্র গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

গাউছুল আজমের ভ্রাতা মোঃ ছৈয়দ আবদুল হামীদ ছাহেব একদা রাত্রিকালে তাঁহাকে কবরস্থানে দেখিতে পাইয়া, বাড়ীতে চলিয়া আসিতে বলার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন; “মুর্দারা এখানে আর্তনাদ করিতেছে। তাই আমি আসিয়াছি। আপনি চলিয়া যান, জ্বীন, পরী, সর্প, ব্যাঘ্র আমার অনিষ্ট করিবেনা, তাহারা আমার অনুগত।”

ইহা তাহার গাউছুল আজমিয়তের পরিচায়ক, এবং আলমে বর্জখ ইত্যাদি জগতের উপর তাঁহার তার্বারোফ বা প্রভাব বিস্তারের প্রমাণ।

হজরত কেবলা কোন সময় বলিতেন :-

“আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারী আছে। ইহা কোরআন পাকের ছুরা “আলম নশরাহ্” এর বার মঞ্জিলের ইঙ্গিত বাহী; রসূলুল্লাহ্ বার মন্জিলের অনুরূপ। ইহা জিল্লে মোহাম্মদীর পরিচায়ক। (তফছীরে আজিজী উর্দু ৪১৯ পৃঃ)

কোন সময়ে তিনি বলিতেন :- “আমার চারিটি কুরছি, চারিটি মজহাব ও চারিজন ইমাম আছে।” ইহা হজরতের বেলায়ত বিল-আছালত, বেলায়ত বিল-বেরাছাত, বেলায়ত বিদ্ দারাছাত ও বেলায়ত বিল-মালামাত এই চারি প্রকার বেলায়তের অধিপতি ও সর্দার অলী উল্লাহ্ বলিয়া প্রমাণ বহন করে।

মওলানা রুমী মছনবী শরীফে বর্ণনা করেন :- “নবীবর মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) বলিয়াছেন :- আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও আছে, যে ব্যক্তি গুণ-গরিমায়, হিম্মতে ও আমার সর্বগুণে গুণান্বিত।”^১

মওলানা নূর বকসু ছাহেবকে হজরত কেবলা বলিয়াছিলেন :- “আমি মজ্জুবে মাহাজ নহি; মজ্জুবে ছালেক হই, বায়তুল মোকাদ্দাছে নামায পড়ি।” ইহা গাউছিয়ত ও কুত্বিয়ত উভয় মসরবের পূর্ণ কামালিয়তের ও তাছাররোফাতের প্রমাণ।

মওলানা আবদুল জলীল ছাহেবকে গায়েব বলা জায়েজ আছে কি? প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন :- “যখন আল্লাহ্ তা’য়ালা ‘কুন’ বলিয়াছিলেন তখনতো সমস্ত কিছু হইয়া গিয়াছে” আবার গায়েব কোথায়!

ইহা তাঁহার এলমে কুল্লি বা কুদ্‌ছির প্রমাণ। যেমন খোদার বাণী :- “আদমকে সমস্ত নামাবলী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে (ছুরা বাক্বারা-৩১)।” ইহা এই বাণীর অবয়ব স্বরূপ। ইহা, তিনি যে, বেলায়তে মোত্লাকার আদি পুরুষ বা আরম্ভকারী ইহারও ইঙ্গিত বহন করে।

(১)

مشوی- مولانا رومی

گفت پیغمبر که هست از اتمم * هم صفت هم گوهر و هم بهتم

ধুরঙ্গ খালের গতি পরিবর্তন ব্যাপারে তিনি বলিয়াছিলেন; “রসূলুল্লাহ্‌র সহিত বেয়াদবী করায় তাড়াইয়া দিয়াছি” এই বাণী এবং ছৈয়দ মুহাম্মদ হাশেম ছাহেবকে বলিয়াছিলেন “রসূলুল্লাহ্‌র নাতিদয় হাছনাইনের সহিত আদব কর” ইত্যাদি বাণীতে তাঁহার জিল্লে মোহাম্মদী বা প্রতিচ্ছবি হইবার প্রমাণ মিলে। যাহা রসূলুল্লাহ্‌র আহমদ নাম, লফ্‌জ (শব্দ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযুক্ত, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ আহমদ উল্লাহ্‌ (কঃ)এর জাতে পাকে প্রকাশিত ও গুণ গরিমার অধিকারী দেখা যায়।

একদা হজরত কেবলা আন্দর হুজরা শরীফে চা পানে রত ছিলেন। আমিও খেদমত শরীফে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান (রঃ) ছাহেবকে ডাকিয়া জানিতে চাহিলেন, “মীর হাসান তোমার কাছে হিসাবের বই আছে কি? তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, তুমি সেকান্দরী হিসাব চিননা!”

ইহাতে বুঝা যায়, তরীকত পন্থায় ছুফী সাধনা মতে নিজ্‌ সজাগ সত্ত্বার গতিবিধি প্রকৃতি “মোহাসেবায় নফ্‌ছ” যেরূপ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তদ্রূপ পবিত্র “শর্‌আ” অনুযায়ী লেনদেন “মায়ামেলাতে এতেবারীয়াত” ও আমানত দেয়ানত রক্ষার্থে অনুরূপ হিসাব পত্র রাখাও মূল্যবান এবং জরুরী।

অতএব তাঁহার পবিত্র দরবারের কাজ কারবারের জিম্মাদার মোস্তাজেমকেও সততার সহিত যথাযথ হিসাব পত্র রাখার দরকার আছে।

যেহেতু তাঁহার এই “বেলায়তে ওজমা” হজরত সেকান্দর (আঃ) এর মত জাহের বাতেন দোজাহানের বাদশাহী তুল্য। “তাজেদারে নবী” হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর সুপ্রসিদ্ধ বিশেষণ “আল আমীন” উপাধির প্রকৃত স্বরূপ “জিল্লে মোহাম্মদীর” ফলে শরীয়ত এবং তরীকতের পবিত্র বিধি ব্যবস্থার প্রতিও সম্মান প্রদর্শনকারী বুঝা যায়।

যাহা আদলে মোত্লাকের সহায়ক বা নির্বিরোধ সাম্য-বিশ্বশান্তি কাম্য ইসলাম।
কোরান পাকের সূরায়ে আল্ হজ্জের শেষ ৭৭ ও ৭৮ আয়াত দ্রষ্টব্য।^১

ইহাতে আল্লাহর ধ্যান অব্বেষণ, ছালাত, জাকাত, খোদার প্রতি আস্থাশীলতা, প্রভুত্বের স্বীকৃতি এবং সৎকার্যের নির্দেশ আছে।

আমি নিজে দেখিয়াছি, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী তাঁহার ঘুমন্ত খাদেম ছেলেদের মাথার নীচে নিজ পাগড়ী বা চৌগা কাপড় দ্বারা বালিশ তৈরী করিয়া দিতেছেন। শীতের রাতে ঘুমন্ত খাদেমদের গায়ে নিজ চাদর বা শাল পড়াইয়া দিতেও দেখিয়াছি। ইহা দরদী সাহায্যকারী প্রভুত্বের নিদর্শন এবং সাম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে তাঁহার পবিত্র দেহের খোশবু এক বিশিষ্ট বস্তু।

হজরত রসূল করিম (দঃ) এর অজুদ পাকে যে একরকম খোশবু বিদ্যমান ছিল তদ্রূপ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র দেহেও এক প্রকার খোশবু ছিল। উহা অবিকল দারুচিনির ঘ্রাণ সদৃশ ছিল। তিনি যেই পথে গমন করিতেন, সেই পথে ইহার পর পরিচিত অন্য কেহ গমন করিলে বুঝিতে পারিত যে, একটু আগে এই পথে হজরত তশরীফ নিয়াছেন। ইহা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সহিত তাঁহার দৈহিক প্রকৃতির সাদৃশ্যতার পরিচায়ক।

(১)

سورة الحج - ٧٧-٧٨ آية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْنَكُمْ إِذْ هَمَّ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ۝

তাঁহার ওফাতের পরও যে দুনিয়াতে তাঁহার রুহানী তাছাররোফাত সমান ভাবে বিদ্যমান আছে; তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাদিতে এবং তাঁহার ওফাতের পর মৌৎ অদিয়াত উল্লাহ্ যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আলাপ করিয়াছেন ও বৌদ্ধ ভক্তদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হরিণ দান করিয়াছেন যাহা “জীবনী ও কেরামত” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, প্রভৃতি তাঁহার রুহানী তাছাররোফাতের প্রমাণ বহন করে।

পটিয়া থানার অন্তর্গত হুলাইন গ্রামের নুর আহমদ সওদাগর বর্ণনা করেন, “আমি চট্টগ্রাম নোবল ক্লথ ষ্টোরে চাকুরী করার সময় আমার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলি। ডাক্তার জাফর, ননীবাবু, ও টি হোসেন প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করাইবার পর বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ী চলিয়া আসি। আমি পেশোয়ারী হুজুরের মুরীদ। শেষ রাত্রে তাহাজ্জদ্ কিংবা ফজরের নামাযের পর প্রত্যহ মাইজভাণ্ডারী গাউছুল আজম হজরত ছাহেব কেবলার রুহ মোবারকের উপর ছালাম পৌছাইয়া এই মুছিবত হইতে উদ্ধারের জন্য কাকুতি মিনতি করিতাম। কারণ আমি তাঁহার অনেক অলৌকিক কেরামতের কথা শুনিয়াছি। মাস খানিক পর একদা আনুমানিক রাত্রি ২ (দুইটার) পর স্বপ্নে মাইজভাণ্ডারী হজরত ছাহেব কেবলা, অধীনকে দর্শন দান করিয়া নিজ পরিচয় দান করেন। আমি তাঁহার পা মোবারক জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হুজুর আমার মাথায় হাত দিয়া দুই চক্ষু দুইটি ফুঁ দিলেন। এবং বলিলেন, “আগামী কল্য হইতে খোদার ফজলে তোমার চক্ষু ভাল হইয়া যাইবে।” আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলাম, হুজুর আমি একান্ত গরীব মানুষ আমার উপায় কি হইবে! হুজুর বলিলেন, “আচ্ছা যাও তোমার অনেক টাকা হইবে।” তৎপর তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘুমের ঘোরে আমার হাউ মাউ শব্দ শুনিয়া আমার স্ত্রী আমাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে চুপ করিতে বলিলাম এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম। ইহা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিলাম। আমি তখন আমার স্ত্রীর হস্তস্থিত বাতি অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। ইহাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে, আমি খোদার ফজলে তাঁহার দোয়ায় আরোগ্য লাভ করিব।

ইহার পর আল্লাহ্‌র রহমতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দোওয়ার বরকতে আমি ক্রমশঃ আমার চক্ষের হারানো জ্যোতিঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম ।

এখন মনে রোজগারের চিন্তা উদয় হইল । আমার স্ত্রীকে একদিন বলিলাম, দেখ, আমি বিত্তহারা মানুষ, তুমি যদি কিছু টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পার, সামনের রমজানে শহরে গিয়া ইফতারী তৈয়ার করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করিব । এই কাজ আমি জানি সেখানে আমার পরিচিত লোকও আছে, আল্লাহ্‌ চাহেন তো আমি সুবিধা করিতে পারিব ।

স্ত্রী প্রদত্ত চল্লিশটি টাকা সঙ্গে লইয়া শহরে অসিলাম এবং পরিচিত ইন্দীচ চৌধুরী সাহেবের আশ্রয় চাহিলাম । তিনি তাহার দোকানের পিছনের বারান্দায় আমাকে থাকিবার অনুমতি দিলেন । আমি সেখানে ইফতারী তৈয়ার করিয়া রাস্তায় বিক্রয় করিতাম । ঈদ মোবারকের পর হিসাব করিয়া দেখিলাম আমার সমস্ত খরচাদি বাদ যাইয়া প্রায় ৬০০ (ছয়শত) টাকার মত আমার নিকট মওজুদ আছে । মনে উৎসাহ জাগিল কাউলী নিবাসী উক্ত চৌধুরী সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাহার দোকানের পিছনের বারান্দাখানা আমি ভাড়া নিলাম । তথায় ভাতের হোটেল খুলিয়া আমি যথেষ্ট রুজী করিতে লাগিলাম । বর্তমানে ইহাকে “নুর হোটেল” নাম দিয়া আমার ভাই এবং আমি, নয়জন কর্মচারী লইয়া হোটেল পরিচালনা করিতেছি ।

মাঝখানে, চৌধুরী সাহেবের ঘরের মালিক ছালেহা বিবি নামীয় জনৈক মহিলা আমাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন । কারণ হোটেলের ধোঁয়া-কালিতে ঘরের শ্রী নষ্ট হইতেছিল । আমি আবার হজরত মাইজভাণ্ডারী গাউছুল আজমের শরণাপন্ন হইয়া নিজের অসহায়তার জন্য “এলতেজা” করিলাম । দয়ার সাগর হজরত, এই অধমকে পুনঃ স্বপ্নে দর্শন দানে হুর্ফরাজ করিলেন ।

হজরত স্বপ্নে আমাকে তাঁহার কুকুর বলিয়া স্বীকার করিতে বলিলে, আমি নিজেকে হজরতের কুকুর বলিয়া স্বীকার করিলাম । হজরত বলিলেন, “তুমি থাকিবে, তোমাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না ।”

ইহার কিছুদিনের মধ্যে ঘরের জমিদারের মালিকানা ঘটনাচক্রে চলিয়া যায়। বর্তমানে খোদার রহমতে এবং গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর দোওয়ায় আমি নিশ্চিন্তে আমার স্বস্থানে অদ্য ৩০/৯/৬৭ ইং তারিখ পর্যন্ত বহাল আছি। এখন আমার অবস্থা স্বচ্ছল, জমা জমি ঘর বাড়ী করিয়াছি।”

আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর ফুছুল হেকম এবং হজরত মওলানা তোরাব আলী শাহ কলন্দর রচিত মতালেবে রশীদী ইত্যাদি কেতাব হইতে তাঁহার গাউছিয়ত ও খাতেমুল বেলায়তের প্রমাণ অত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কোন দীনদার বুজর্গের মৃত্যু, তাঁহার পরবর্তীগণের হায়াত বা জিন্দেগীতে পর্যবসিত হয়।^১

ছুফী বা অলী উল্লাহদের মধ্যে কোন বুজর্গানে দীন ইতিপূর্বে এমন উদাত্ত স্বাধীন বাণী প্রদান করেন নাই। কারণ তখন বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর যুগ ছিল। হজরত হাফেজ শিরাজী (রঃ) বলেন, “আমি বন্ধুর গুপ্ত ভেদ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ধ্যান ও জ্ঞান নিষেধ করিয়া বলিতেছে ইহা প্রকাশ করার সময় এখনও দেরি আছে। প্রকাশ করা এখন অন্যায় হইবে।”^২

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী যেই সময় তাঁহার ভক্তদের প্রতি উপরোক্ত বাণী দিয়াছিলেন, তখন মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর যুগ শেষ হইয়া মোত্লাকায়ে আহমদীর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনিই খাতেমুল বেলায়ত বা মোকাইয়াদা জমানার খাতেম এবং মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী গাউছুল আজম।

এই বেলায়তী শক্তি ও নীতিকে আরবীতে “বেলায়তে মোহীত” বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত বলে।

(১)

موت التقى حياة الانقاد-

خواهم از زلف بتان نافه کشائی کردن ★ فکردور است همانا که خطا میبینم (২)

অতএব, সর্ব জাতির ও সর্ব ধর্মের ধর্মীয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার এবং সকলের গ্রহণ উপযোগী ইহাই সহজতম পন্থা বা ত্বরীকা। তাই বর্তমান যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা অধিক।

‘ফতহুর রব্বানী’ নামক কেতাবের ৫০৫/৫০৬ পৃষ্ঠায় হজরত পীরানে পীর দস্তগীর ফরমাইয়াছেন :

“খোদার বন্ধুদের সাহচর্য্য গ্রহণ কর। তাঁহারা যাহার প্রতি নজর বা হিম্মত নিবদ্ধ করেন, তাঁহার রুহানী বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হইতে হয়। সেই ব্যক্তি ইহুদী, নাছারা বা মজুছীও যদি হয় তবুও। যদি মুসলমান হয় তবে ঈমান শক্তিশালী হয়।”

(১) الفتاح الرباني - صفحه ৫০৫

وقال رضى الله تعالى عنه ما كنت اقعد مع احد ثم ان
قعدت كنت اقعد مع اثنين او ثلاثة من الموافقين لى اصحب
القوم فان من صفاتهم انهم اذا نظروا الى شخص وجعلوا
همتهم اليه احيوه وان كان ذالك المنظور اليه يهوديا او
نصرانيا او مجوسيا وان كان مسلما از داد ايمانا و يقينا وتشبثا-





দশম পরিচ্ছেদ

হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা বা অবস্থা ও সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি? :-

হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা এবং সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটি নবুয়তের শানের সহিত সংশ্লিষ্ট। যাহা আহ্‌কামী আদেশ নিষেধমূলক ও তবলীগী বা প্রচারমূলক। ফোরকানী^১ অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ প্রদানকারী প্রগতিমুখী বস্তু। ইহা বিভিন্ন জিনছিয়তের বা ব্যক্তিত্বের বিকাশোন্মুখ প্রতিভা। ইহাতে সর্বব্যাপ্ত, সচেতন ও সজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আদেশ নিষেধ বাণী মূলে বিকাশিত ও বিরাজিত। কোরআন-পাকের বাণীঃ- “কুল্লা এয়াওমিন হুয়া ফি শান” (ছুরা আর রহমান-২৯) অর্থাৎ “আল্লাহ প্রত্যহ বিভিন্ন অবস্থাতে বিরাজমান”।

যেইরূপ ফুলের কলির মূলাধারে ভ্রমরের গুণগুণী ও বুলবুলির কিচিরমিচির ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত ফুলের বিকাশ দেয়; সেইরূপ সৃষ্টির মূলাধার স্রষ্টা, “কুন”^২ এর কুনকুনিতে ও বোলের বোল-বোলিতে সৃষ্টির বিকাশ দেয়।

تفسير ابن عربي- صفحه ٣٦ (١) فرقانی ای (بینات من الهدی) (٥)
و دلائل متصلة من الجمع والفرق ای العلم التفصيلی المسمى بالعقل
الفرقانی (٢) جمعانی ای العلم الجامع الاجمالی المسمى بالعقل القرانی
الموصل الى مقام الجمع هداية للناس الى الوحدة باعتبار الجمع-

(২) “কুন” অর্থাৎ হও।

“হামা আজ উস্ত” অর্থাৎ সমস্তই তিনি হইতে বা সৃষ্টা হইতে সৃষ্ট। ইহা শাহ্‌দীয়া ছুফী মতবাদ বা দর্শন। ইহা নবুয়তের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ বাহ্যিক দিক প্রধান।

দ্বিতীয়টি নবীর বেলায়তী শানের বা অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা তর্গীবী বা উৎসাহমূলক প্রকৃতি বিশিষ্ট আছরারী বা রহস্যমূলক অবস্থা। ইহা জময়ানী বা সমাবেশকারী ভাবধারা সংযুক্ত ছুফী মতবাদের বিশিষ্ট ধ্যান ধারণা।^১

“লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ্” অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তুর হাঙ্গি বা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব মিথ্যা। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় ‘হামা উস্ত’ বলা হয়। অর্থাৎ সবকিছুই তিনি (সৃষ্টা)।

ইহা অজুদীয়া ছুফী মতবাদ বা দর্শন। বৈদিক দর্শনের সহিতও ইহার মিল আছে। যেমন :- “এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।” ইহা বেলায়ত ঘনিষ্ঠ প্রধান ভাবধারা।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন :- “মানব মন, যখন পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ করা হয়, তখন ইহার অংশ স্বরূপ তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।^২ (মছনবী)

ইহা নেহায়েত মানব মনন প্রকৃতি সম্পন্ন, যাহা “তছদীক বিল যনান” দিলে বিশ্বাস ভাবধারায় ও মনন প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতাতে বিকশিত হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক কার্য্য কারণ ইহার অন্তরায় হইতে পারেনা বা এই মনোবৃত্তির পরিচায়কও হইতে পারেনা।

ইহা চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য নহে। বরং চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য নিতান্ত দরকার। চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য যাহা, তাহা এবাদাতে মোতনাফিয়া বা পাপকার্য্য বিরতকারী এবাদাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন কোরআন-পাকে বলেন :- “ছালাত বা নামায মানবকে পাপ কার্য্য হইতে বিরত করে। এবং লজ্জাজনক কাজ হইতে রক্ষা করে। আমার স্মরণের জন্য নামায বা ছালাত কায়ম কর। খোদার স্মরণ নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়।” চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১) এ হইল “ফোরকানী” ও “জময়ানী” শব্দের ব্যাখ্যা।

(২)

তাই হজরত গাউছুল আজমের ফয়জপ্রাপ্ত খলীফা মওলানা ছৈয়দ মূসাহেবুদ্দীন প্রকাশ শাহপুরী ছাহেব নিজ রচিত গজলে বলিয়াছেন ঃ-

স্মরণ করলে চরণ মিলে ।

আল্লাহ্ রাজী হয় তাতে; ইত্যাদি ।

বৈশিষ্ট্য ঃ- “একরার বিল লেছান” মুখে স্বীকার করা, “তছদীকে বিল-যনান” অন্তরে বিশ্বাস করা । ঈমানের এই দুই দিকের মধ্যে ইহা “তছদীকে বিল যনান” ইহা দৃঢ় বিশ্বাস সম্বলিত বিধায়, ইহাকে “ঈকান” বলা হয় । তাই এখানে ভাষা বা চিন্তার বাহ্যিক প্রকৃতি শিথিল ও ভাবের ভাষাহীন প্রকৃতি সজাগ ও চেতনা সম্পন্ন । ইহাতে স্থান, কাল, গোত্র, সম্প্রদায় বা ধর্মবৈষম্য জনিত ভাব বিলুপ্ত । ইহা ছালেককে অদ্বৈত খোদা ধর্মে অভ্যস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিতে দেখা যায় । যাহা বেলায়তে মোতলাকার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ “খুছুছিয়ত ।” ইহা বেলায়তে মোকাইয়াদাতে খুবই কম বিকশিত হইয়াছে । নবুয়তে ফোরকানী অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বা বিভিন্নরূপ ভেদ প্রদানকারী বিধায় উক্ত “ঈকান” রহস্য বিকশিত হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল । তৌহীদ, দ্বৈতভাব পরিহারকারী বিধায়, বিশ্ববাসীকে একই চারিত্রিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে ক্ষমতা সম্পন্ন । ইহা এই মৌলিক ত্বরীকত পন্থাতেই সম্ভাব্য, যাহা খাতেমুল বেলায়ত মওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মালামিয়া কাদেরীর ‘মসরবে’ পাওয়া যায় ।

তাঁহার এই অপূর্ব নির্বিলাস ছুফী সভ্যতা বিশ্ববাসীর জন্য সুরক্ষিত । শরীয়ত পার্থিব নাছুতী স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ ।

যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, এই মোকামের লোক নিজ ধর্ম আচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার । ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কোরআন পাক, চির অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ভুল ভ্রান্তি মুক্ত । কোরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক । যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদীছ ও সুনত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ।

(১) ‘মসরব’ অর্থাৎ চলন ভঙ্গি বা ঐতিহ্য ।

তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম। লোক যেমন বাজারে যাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী সওদা করিবার অধিকার আছে; সেইরূপ মানবের বিচার বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মমত বাছিয়া নিবারও অধিকার আছে এবং ইহার রেওয়াজও আছে। কাজেই ইহা অপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর ধর্মাবলম্বীরা সেইরূপ এই ধর্মমনন প্রকৃতির সঙ্গে আচার ধর্মের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

মোসলেম বিধান ধর্মাচারীরা তদ্রূপ স্বার্থপর ধর্মবিরোধ পন্থী লোকদের পাল্লায় পড়িয়া অথর্ব-বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নিজ ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইহারা খোদার এবাদতে প্রেম-প্রেরণা ভুলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা লক্ষ্য করিয়া কোরআন পাক বলিয়াছেঃ—

“ঐ বিশ্বাসীরাই সফলকাম, যাহারা নামাযের মধ্যে আল্লাহর প্রতি নম্র ও ভীতি বিহ্বল” (ছুরা মু’মিনুন-১-২)।^১

“ঐ ব্যক্তিরা যাহারা নামাযে নিজ স্রষ্টা-প্রেম জাগরণ সম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানজ ছালাত সংরক্ষক ও নিয়মানুবর্তী” (ছুরা মুমিনুন-৯)।^২

“ঐ লোকদের জন্য ওয়ায়েল দোজখ হইবে যাহারা জ্ঞানজ ছালাত সম্বন্ধে অসতর্ক” (ছুরা মাউন-৫)।^৩ এই বলিয়া আল্লাহ তা’য়ালা সতর্ক করিয়াছেন।

(১) سورة المؤمنون - ১-২ آية

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ (۲)

(২) سورة المؤمنون - ৯ آية

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (۹)

(৩) سورة الماعون - ৪-৫ آية

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (۴) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۵)

ছালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ আগুনকে প্রজ্জ্বলন ও উদ্দীপন করা। অর্থাৎ খোদা-প্রেমের ধামাচাপা পড়া আগুনকে জ্বালাত করা। সেইরূপ “আকীম” শব্দ বিচ্ছিন্ন ও পতিত খিমা বা তাবুকে বিন্যস্ত করার জন্য আরবেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে ইহার অর্থ খোদার প্রেমাদ্বি জ্বালাত করা এবং তজ্জন্য নিজকে গুছাইয়া লওয়া বা যথাযথ বিন্যস্ত করা বুঝায়। সুতরাং যেই এবাদতে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগরিত হয়না তাহা এবাদত বা সুষ্ঠু ছালাতযোগ্য নহে। বিন্যস্ততার দিক্ দিয়া বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্নরূপ হইলেও যেখানে এই খোদা-প্রেম জ্বালাত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকে ছালাত বলা যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারিলে ধর্মবিরোধ মিটিয়া যাইতে বাধ্য। বিশ্ব ধর্মবিরোধ মিটাইয়া ইহার সমন্বয় সাধন করিতে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী-ই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এই বেলায়তের প্রভাবেই জগত হইতে ধর্মবিরোধ তিরোহিত হইতে পারে। মানব জাতির চারিত্রিক অবনতি এই বেলায়তের সুষ্ঠু কর্মপন্থাই রোধ করিতে পারে। যাহা এবাদতে মোত্নাফিয়ার কার্য্য বলিয়া উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সর্ব ধর্মসম্মত মত এই যে, মানব জাতির চরিত্রগত অবনতি রোধ করতঃ চরিত্রবান মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। যাহা নেহায়ত মৌলিক!

রসূল করিম (দঃ) বলিয়াছেন :-

“আমি একমাত্র মানব জাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি বা আসিয়াছি।” (তফহীরে ইবনে আরবী ৪র্থ পৃষ্ঠা; এহায়াছুল উলুম, ৩য় খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

(১)

حدیث-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ - تفسیر ابن عربی صفحہ ۴-
وفي احياء العلوم والدين لامام الغزالي رح صفحہ ۴۲ من
المجلد الثالث-

মজহাবে এশ্ক ৪- মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ৪-

“এশ্কের মজহাব বা চলন ভঙ্গি সকল ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র । যাহারা প্রকৃত খোদা প্রেমিক, তাহারা খোদা ছাড়া অন্য কিছু দেখেনা । খোদাতায়ালাই তাঁহাদের মজহাব বা ধর্মমত ।” মছনবী^১

নেকী বা পূণ্য করা শর্ত নহে; নেকী সঙ্গে লইয়া যাওয়াই শর্ত । কোরআন মতে খোদার কাছে একটি নেকী লইয়া গেলে দশটি নেকী বা বদলা পাওয়া যাইবে (অর্থাৎ নেকী চরিত্রগত হওয়া দরকার) মছনবী ।^২

ধর্ম-বাগড়া পরিহার করিয়া অলী উল্লাহদের বদৌলতে দুনিয়াতে ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে । প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় বাংলা এবং বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ সমূহে বুজর্গানে দীনদের বদৌলতে মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছে ।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, উক্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা শাসন প্রভাবিত তলওয়ার দ্বারা হয় নাই ।

অতএব দেখা যায় যে, এই ছুফিয়ায়ে কেরাম অলীগণের বাণী, চাল চলন, কাজ-কারবার, ভাব ভঙ্গি ও সভ্যতা কোরআন-পাকের সভ্যতা, যাহা সনাতন ইসলাম, তাহার সহিত পূর্ণ সম্পর্ক পাতিয়া রহিয়াছে । যদিও নাছুতী স্বভাব বিশিষ্ট মানব, না বুঝিয়া তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা করিয়া থাকে । ইহার কারণ, উহা সাধারণ আন্মারা প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অনেক উর্ধ্বে ।

যাহারা সৎজ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, তাহারা জ্ঞানের স্তর হিসাবে ও তাহাদের উপযুক্ততা মতে ইহাদিগকে বুঝিবার ও চিনিবার সুযোগ পায় । কোরআন-পাকের বাণী মতে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই হাদী চিনিবার উপযোগী এবং হেদায়ত গ্রহণযোগ্য ।

(১)

مشقوی- مولانا روم رح

ملت عشق از همه دینها جدا ست ★ عاشقان را ملت و مذهب خدا ست

شرط من جاء بالحسن نئے کردن ست ★ بل حسن رایش حضرت بردن ست (২)

মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ঃ-

“সোজা কথা বুঝিবার যোগ্যতা সকলের থাকেনা। যেই রূপ, সকল মোরগ আন্জির ফল খাইতে পারে না”।^১

“মানুষেরও কান আছে, গাধারও কান আছে। গাধার কানে শুনিলে তাহা অর্থবোধক যোগ্যতাবিহীন। তাই যোগ্যতাহীন গাধার কান বিক্রয় করিয়া একটি অর্থবোধক যোগ্যতাসম্পন্ন কান কিনিয়া আন”।^২

যেহেতু গাধা-প্রকৃতি বিশিষ্ট কানে ইহা বুঝিবেনা। যোগ্যতাসম্পন্ন মানবীয় কানের প্রয়োজন।

উপরোক্ত যোগ্যতাহীন কান বিশিষ্ট মানবকে মওলানা বোকা বা আবলাহ্ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি মছনবীতে বলেন ঃ-

“বেকুপেরা মসজিদের সম্মান করে; যাহারা দিলের মালিক তাহাদিগকে কষ্ট দেয়।”^৩

“হে গর্দভ-প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব! তোমার মনে করা উচিত, সেইটি মজাজী বা নকল মসজিদ, আর হাকীকী বা প্রকৃত মসজিদ অর্থাৎ আনুগত্যের যায়গা; কামেল অলীদের ভিতর ছাড়া থাকে না।”^৪

“আনুগত্যের যায়গা কামেলদের বা সিদ্ধ পুরুষদের ভিতরেই বিদ্যমান। ইহা সকলের আনুগত্যের স্থান। এইখানেই খোদা বিদ্যমান।”^৫

“বহুত্বের বিনাশ সাধন কর; একত্বের অদ্বৈত চিরজীবী খোদা ছাড়া গ্রহ, নক্ষত্র, প্রস্ফুটিত আকাশ বা অন্য বস্তুকে দেখিওনা”।^৬

-
- (১) مثنوی
بر سماع راست هر کس راه نیست * طمّره هو مرغ که انجیر نیست
- (২) گوش خر بفروش و دیگر گوش خر * کین سخن را در نیا بد گوش خر
- (৩) مثنوی- مولانا رومی رح
ابلهان تعظیم مسجد میکنند * در جفائے اہل دل جد میکنند
- (৪) آن مجاز ست ایں حقیقت ایں خزان * نیست مسجد جز درون سروران
- (৫) مسجد کو اندرون اولیاء * سجدہ گاہ جملہ گان آتجا خدا
- (৬) نے سامنی نہ آخر نے وجود * جز خدا ئے واحد حی وودود

“পাহাড় পর্বতকে রেশম ও পশমের মত নরম পাইবে, এই শীতল বা উত্তপ্ত পৃথিবীকে দেখিবে অস্তিত্বহীন”।^১

“ঐ পর্যন্ত চেষ্টিত থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বাহুতে বাধাহীন ডানা বা পাখা গজাইয়া উঠে; যাহার কোন হেজাব বা আড়াল নাই”।^২



একাদশ পরিচ্ছেদ

লেওয়ায়ে আহমদী

হাসরের দিন রসূল করিম (দঃ) এর যেই নিশান উখিত হইবে, তাহার নাম “লেওয়ায়ে আহমদী” বা প্রশংসিত ঝাণ্ডা। কারণ, রসূল করিম (দঃ) নবী হাইছিয়তে বা অবস্থায় মে’রাজ শরীফে ছিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত হজরত জিব্রাইলের (আঃ) সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) সেখানে বলিয়াছিলেনঃ—

“আমি আর পশম পরিমাণও অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে খোদার তজল্লী আমার ডানা পোড়াইয়া দিবে।”^৩ ইহা জ্ঞানের স্তর। যাহা নবীর জ্ঞান বা আকলে আউয়ালকে বুঝায়। তৎপর নবী করিম (দঃ) এর ছায়রের বাহন ছিল “রফ্রফ্।” ইহার আরবী অভিধানগত অর্থ উড্ডয়ন উন্মুখ পাখীর উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রচেষ্টা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা বা জজ্বা। মকামে ইছরাফিলকেও রফ্রফ্ বলে। যে ফেরেশতার ফুৎকারে নাছুত বা দৃশ্যমান জগত ধ্বংস হইবে। মুর্দা জিন্দা হইবে।

(১) کوه ها بنی چو یشم و یشم نرم ★ نیست گشته این زمین سرد و گرم

(২) باش تا روزیکه آن فکر و خیال ★ برکشاید سیجایی پر وبال

(৩) মওলানা সা’দী সিরাজীর বাণী :-

اگر یکسرے موئے بر تر پریم ★ فروغ تجلی بسوزد پریم

ইহা রসূল করিম (দঃ) এর বেলায়তের কাজ; যাহার ফলে মুর্দা-দিল জিন্দা হয় এবং মানুষের নাছুতী ভাবধারা বা আন্নারা কাইফিয়ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহাতে “ওয়ালাল আখেরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা” (ছুরা আদ-দোহা-৪)^১ অর্থাৎ “শেষ প্রথম হইতে উত্তম” খোদার এই বাণীর প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যেহেতু বেলায়ত সম্পর্ক, খোদার সঙ্গে নিরিবিলি ও নিকটতম এবং অনন্ত। অতএব, এই বেলায়তী ঝাণ্ডা লেওয়ায়ে আহমদী বা প্রশংসিত ঝাণ্ডাই হাসরের দিন তাঁহার শেষ প্রতীক বা নিশান হইবে।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হজরতের বাণী

খাতেমুল অলী হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সময় সময় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ভাবব্যঞ্জক উপদেশ দিতেন। যেমন ৪:-

“আমার নিকট একটি পাটী বেতের বা ঘইস্যা ডাঙলসের ফুলও কি নিয়া আসিতে পার নাই?”^২

এই ফুলে থাকে একটুখানি মধু, পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা। এইখানে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, লোকেরা সততা, সরলতা এবং পবিত্র খোদা-প্রেম নিয়া আসেনা কেন? যাহার বিনিময়ে তিনি তাহাদিগকে খোদায়ী ফজিলত দিতে আগ্রহান্বিত।

(১) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (سورة الضحى - ৬ آية)

(২) “ঘইস্যা ডাঙলস” ৪:- চট্টগ্রামী ভাষায় তিল গাছের মত একপ্রকার ছোট গাছকে বলা হয়। ইহাতে তিল ফুলের মত সাদা ছোট ছোট ফুল হয়। লোকের বহুরূপ উপকারে আসে। পশুর চোখের ছানি কাটে অর্থাৎ চক্ষুর আবরণ ভাল হয় এবং কুঁড়িতে একটু মিষ্টি বা মধু থাকে। পাটী পাতার ফুলও ঐরূপ সাদা সচ্ছ এবং কুঁড়িতে স্বল্প মধু থাকে।

কাহাকেও বলিতেন :-

“ফেরেশ্তা কালের বনিয়া যাও ।”

অর্থাৎ ফেরেশ্তার ন্যায় খোদার হুকুম মত কাজ কর । অবাধ্য হইওনা ।

কাহাকেও বলিতেন :-

“কবুতরের মত বাছিয়া খাও । হারাম খাইওনা, নিজ সন্তান সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর ।”

যেইরূপ কবুতর বলে, কোরআনের (ছুরা গাশিয়া-১৩,১৪) পরিভাষায়:-

“ছুরুরুম মরফুয়াতুন, ওয়াক ওয়াবুম মউদুয়াতুন” অর্থাৎ ইহা বেহেশতের উন্নত সুসজ্জিত আসন ও নেয়ামতপূর্ণ বাটির প্রশংসা ।

কোন সময় আইয়ামে বীজের রোজা অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩/১৪/১৫ তারিখাদিতে উপবাস করিয়া সংযম অবলম্বন করিতে বলিতেন ।

সময় বিশেষে কাহাকেও বলিতেন “তাহাজ্জুদের নামায পড় ।” কাহাকে বলিতেন “ছালাতুত্ তছবীহের” নামায পড়িও, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিও ।

এইভাবে নফল এবাদতের দিকে উৎসাহিত করিতেন; যাহাতে মানব, পাপ কার্য্য বিরত হইয়া স্রষ্টাতে মনোনিবেশ করিতে অভ্যস্ত হয় । এক সময় তাঁহার হুজুরা শরীফে একজন লোক প্রবেশ করিতে চাহিলে তিনি হঠাৎ বলিয়াছিলেন, “এখানে আসিওনা । এখানে “হাওয়া” দাফন করা হইয়াছে । ইহা বাবা আদমের কবর ।”

তাঁহার উপরোক্ত উক্তি বোঝায়, অনর্থক কাজ পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার নিকট আসিলে কোন কাজ হইবে না । যেহেতু হাওয়া বা অনর্থক প্রবৃত্তিকে এখানে দাফন করা বা বিনষ্ট করা হয় । “ইহা বাবা আদমের কবর” অর্থাৎ ইহা বেলায়তে মোত্লাকার আদি পুরুষ অনর্থ বিনাশকারীর অবস্থান ক্ষেত্র ।

(১) হাওয়া অর্থ - অনর্থক, যাহা না হইলে চলে ।

যেমন কোরআন পাক বলেন :-

“যে কেহ খোদার নিকট উপস্থিতি সময়ের ভয়ে নিজ প্রবৃত্তিকে অনর্থক কাজ হইতে বিরত রাখে বেহেশ্ত তাহার নিশ্চিত ঠিকানা” (ছুরা আন্নাজেয়াত ৪০-৪১)।^১ ইহা ফানায়ে ছালাছা অর্থাৎ “ফানা আনিল খাঙ্ক”, “ফানা আনিল হাওয়া” এবং “ফানা আনিল এরাদা”। এই ত্রিবিধ অবস্থা, মানব কু-প্রবৃত্তির বিনাশকেই বুঝায়।

(১) কাহারো নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা না করাকে “ফানা আনিল খাঙ্ক” বলে।

(২) মানব জীবনে যাহা না হইলে চলে এই রকম অনর্থক বস্তুকে পরিহার করিয়া চলার নাম “ফানা আনিল হাওয়া।”

(৩) নিজের ইচ্ছার উপর খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করিয়া দেওয়া। ইহাকে “ফানা আনিল এরাদা” বলে; ছুফী পরিভাষায় ইহাকে রজা এবং তছলীম বলা হয়।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে:-

কোরানে হাকিমের সূরা ছাফ্ফাতের ১০৩ আয়াত (وَفَلَهُ الْجَنِّينَ) এর ব্যাখ্যা তফছীরে ইবনে আরবীর ২য় খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা রাগেব ইম্পাহানীর মিসরী ছাপা লোগাতে কোরআনীর ৮৪ পৃষ্ঠার বর্ণনা মতে প্রতীয়মান হয়, মুখ মণ্ডলে ব্যক্ত খোদার ইচ্ছার নিকট নিজ ইচ্ছা বা এরাদার বিলীন ভাব। যাহা বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাওয়ারী বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সপ্ত পদ্ধতীর তৃতীয় শুদ্ধি বিধি ব্যবস্থার “ফানা আনিল এরাদাতে” প্রতীয়মান বুঝা যায়। যাহার ফলে মানব চরিত্রে পাপ বিরত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(১) سورة الزُّعْت - ٠٤ - ١٤ آية

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٠٤)
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (١٤)

ইহা নবুয়াত ঘনিষ্ঠ ব্যাপার হইলেও বেলায়ত পর্য্যায় ভুক্ত। হজরত গাউছুল আজমের প্রবর্তিত সপ্ত পদ্ধতীর অপর চারিটি ১। সাদা, ২। কাল, ৩। লাল, ৪। সবুজ নিয়মযুক্ত দেহ-তত্ত্বমূলক প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ উৎকর্ষমূলক বিধি ব্যবস্থাতে “ছালেক” বা খোদা পথচারীর বেলায়তে খিজরীর স্তর তক্ উন্নীত হইতে সমর্থ বুঝা যায়। ইহার ফলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তাহার বেলায়ত পরম উন্নীত বেলায়ত। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর মত পূর্ববর্তী বাধায়ুক্ত বেলায়ত যুগের অবসানকারী-বাধামুক্ত বেলায়ত যুগের অধিকারী-বেলায়তে মুহীতের মালিক, বেলায়ত ঘনিষ্ঠ খিজরী বিধি ব্যবস্থা সম্পন্ন।

যেই ভাবধারাকে উপরোক্ত সূরা ছাফ্যাতের ১০৭ আয়াতে () বা জবেহ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১০৮ আয়াত পরবর্তীগণের জন্য বহাল রহিল। ১০৬ আয়াত পরীক্ষামূলক। ১০৫ আয়াতে () বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এখন তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু ছেলে পিতার রহস্যের বিকাশ উন্মুক্ত অপর নাম।

এই কারণে অত্র গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীর উচ্চল বা মূলনীতি মতে মানুষ জবাই বা বলী নিষ্ঠুর, অবৈধ ও অনিষ্টকর বিধি বিধায়, বিশ্ব পালন কর্তার ইহা ইচ্ছা সম্বলিত নহে। তাই কোরআনে হাকীম বলিতেছে, এখন তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে যাহা চরম সংকার্য্য। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় তছলীম ও রজা বলে।

(১) تفسير ابن عربي المجلد الثاني - صفحه ٧٦
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ (سورة الضُّفَّت - ١٠٢ آية)
بالسلوك في طريف الكمالات الخلقية والفضائل النفسانية
أوحى إليه ان يذبحه بالفناء في التوحيد- والتسليم لربه الحق
بالتجريد من الصفات الكمالية- فاخبره بذلك فانقاد و اسلم
وجهه بالفناء في ذاته عن صفاته-

মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন :-

“এলম বা জ্ঞানকে যদি দৈহিক প্রবৃত্তির উপর নিক্ষেপ কর, তাহা অনিষ্টকারী সর্পই হইবে। যদি প্রাণ-প্রেরণার উপর নিক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহা সাহায্যকারী বন্ধু স্বরূপই হইবে।”

কোরআন-পাকের সূরা লোকমানের ১৮ আয়াতে বর্ণনা আছে :- দুনিয়াতে অহঙ্কারের সহিত পদক্ষেপ করিওনা।^১

ভারতীয় মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ তাহার লিখিত সুপ্রসিদ্ধ ‘শিক্ষা’ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বসনের পূর্বে ভূষণের সৃষ্টি”। ইহার প্রমাণ স্বরূপ লিখিয়াছেন :- আদিম আফ্রিকা বাসীরা দিন দুপুরে গ্রীষ্মকালেও বাঘের চামড়া গায়ে পরিয়া পায়চারী করিতে গৌরব মনে করিত। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের শরীরে নানা প্রকার ছবি, সংকেত বা নিশানাди গোদাইয়া রাখিতে ভালবাসিত।

দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাগণ মাছের কাঁটা ও শাঁখার অলঙ্কার পরিধান করিয়া অলঙ্কার পরার সৌন্দর্য্য দেখাইত। শীতকালে শীতবস্ত্র পরিধান না করিয়া মৃত্যুবরণ রূপ ফ্যাশনকে আদর দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, এই অসভ্য জাতিরাই আদিম। ভূষণের আদর তাহাদের নিকট বেশী। সুতরাং ভূষণও আদিম বা পুরাতন। এই কারণেই “ফ্যাশন” সাধারণ মানুষের কাছে আদৃত।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি মতে দেখা যায়, যেই সমস্ত “ফ্যাশন” শারিরীক ও মানসিক দিক্ দিয়া হিতকর তাহা পুণ্য বা ছওয়াব হিসাবে “কামেল আচরণ” বা ছুন্নত রূপে পরিগণিত; যাহা অনিষ্টকর ও অনর্থক তাহা গুনাহ্ বা পাপ এবং দুর্নীতিবাজ আচরণ বা “বেদ্যাতে ছাইয়া” অভিনব কুপ্রথা রূপে পরিগণিত।

(১)

علم گر بر تن زنی مارے شود * علم گر بر دل زنی یارے شود

(২)

سورة لقمن - ١٨ آية
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী অলঙ্কার প্রথাকে ভাল বাসিতেন না। অনেককে তিনি হাত, কান, নাক, গলা প্রভৃতি হইতে অলঙ্কার নামাইয়া রাখিতে হুকুম দিতেন। এবং এই সমস্ত অলঙ্কারকে “বেরী” বা মনহুস্ বলিতেন। কাহারও নাক কান ছেদন করিতে দেখিলে এবং কান্না শুনিলে, নাক কান ছেদনে বাধা দিতেন। যাহা কোরআন পাকের ছুরা নেছার ১১৯ আয়াত দ্বারা সমর্থিত।

বর্তমান যুগে দেখা যায়, মানব গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ অলঙ্কার এক অনিষ্টকারী ফ্যাশনের অনুসারী হইয়া চলিয়াছে। নানা ভূষণীয় অনিষ্টকারী ফ্যাশনসমূহকে সভ্যতা মনে করিতেছে। যাহাকে কোরআনের পরিভাষাতে নেশাক্ক বিভোরচিত্ত বলিয়া বলা চলে। (ছুরা আল হিজর-৭২)^২। যাহার পরিণাম বিপজ্জনক হওয়া স্বাভাবিক! পক্ষান্তরে এই ইসলামী ছুফী সভ্যতা, মানবজাতিকে পরিণামদর্শী, অনিত্যে অনাসক্ত, খোদা-আসক্ত, সাম্য, শান্ত, অল্পে সন্তুষ্ট বা “কানে”^৩ অর্থাৎ নিস্প্রয়োজনীয় পরিত্যক্ত নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত করিতে সমর্থ; যাহার ফলে বিশ্ববাসীর ধন-সঞ্চয় মোহ এবং ধন-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা শিথিল হইতে বাধ্য। ইহাতে ধন-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবে। কারণ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার খরচের উচ্চমান পাওয়ার লালসাই মানব গোষ্ঠীকে অতি রোজগার ও খাটুনির পথে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাতে মানব জাতি বিচারবুদ্ধি, ধর্ম, অ-ধর্ম, পরিণামের কথা ভুলিতে চলিয়াছে। এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিযোগিতা সমূহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অতৃপ্ত কামনার পথে বিশ্ব বিপর্যয়ের মুখে আগাইয়া যাইতেছে। অতএব হুশিয়ারী ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

(১)

سورة النساء- ١١٩ آية

وَلَا ضَلَّاهُمْ وَلَا مَنِيَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبَيِّنْ لَهُمْ
اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ۝

(২)

سورة الحجر- ٧٢ آية

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

(৩)

قانع

ছুফী সভ্যতা দিশারী

মওলানা রুমী (রঃ) এর মছনবীর মর্মমতে :-

শেষ জমানার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার মানসে এই ছুফীয়ায়ে কেরাম, যুগ প্রবর্তক অলী উল্লাহ্, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত লোকদের অনুসরণ করা একান্ত দরকার। যাহারা আত্মার প্রেরণা-সম্ভূত চেতনাসজাগ, তাহাদের সম্পদ বা বৈষয়িক চেতনা সুপ্ত। তাঁহারা ছুফী সভ্যতা সম্পন্ন দিশারী।^১

যেমন পীরানে পীর হজরত শায়খ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) যিনি শরীয়তে মোহাম্মদীর বিধান ধর্মের এবারত বা বাহির দৃষ্টির বিরোধ যুগের নিয়ামক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রাধান্য যুগের প্রবর্তক এবং অলৌকিকতায় জনপ্রিয়, যিনি বেলায়তে ওজমার অধিকারী। হজরত পীরানে পীর দস্তগীর ব্যবসা সম্রাট উপাধিধারী হইলেও নিজ মালবাহী জাহাজ ডুবিতে ও প্রচুর মুনাফাসহ বাণিজ্যতরী ফেরত আসার সংবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন, “আলহামদু লিল্লাহ্” অর্থাৎ খোদাকে ধন্যবাদ। খাদেমের প্রশ্নের উত্তরেও বলিয়াছিলেন, “জাহাজ বা মালের জন্য নহে; বরং সুখ বা দুঃখের সংবাদে আমার অন্তকরণ খোদা স্মরণ বিচ্যুত হয়নি বলিয়াই ‘আলহামদু লিল্লাহ্’ বলিয়াছিলাম।”

পবিত্র কোরআন পাকে, লা-তুল্‌হিহিম তেজা-রতুন অলা বায়উন্ আন জিকরিল্লাহ্ (সূরা নূর-৩৭) বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহার অর্থ- “খোদার বান্দারা ব্যবসা বাণিজ্য, কাজ কারবারে এবং শাদী গমীতে খোদা স্মরণ বিচ্যুত হয়না”।

একজন পারস্য দেশীয় শিল্পীর শিল্প যোগ্যতা ও শিল্প উৎসাহের জন্য বহু মূল্য দিয়া হজরত পীরানে-পীর দস্তগীর (কঃ) একখানা কার্পেট খরিদ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; যাহা সেই সময়কার বাগ্দাদের “খলীফা” বা মুসলিম বাদশাহ্ অতি মূল্যের অজুহাতে খরিদে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১)

مثنوی

دامن او گیر زوتر بیگمان ☆ تاری از آفت آخر زمان

তিনি কেতাবী আহ্‌কাম ছাড়াও “এলহাম” ও “এলকাতে” খোদার সঙ্গে মানবের নৈকট্য ও যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহা বৈষয়িক বৈরাগ্য ও খোদা অনুরাগীর পরিচায়ক।

সম্পদ তাঁহাদের পদতলে লুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়; অথচ কি সম্পদ, কি বৈষয়িক সম্মানের জন্য তাঁহারা অন্যের নিকট আনাগোনা হইতে বিরত থাকেন।

হজরত বু আলী কলন্দর (রঃ) দিল্লীর মুসলিম বাদশাহের উপহার ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিলেন; “নিয়া যাও তোমার বাদশাহ্ একান্ত মোহ্তাজ ব্যক্তি। ফকিরের এত জিনিসের প্রয়োজন নাই। তোমার বাদশাহ্ এই বিশাল রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও পররাজ্য জয়ে রক্তপাত কামনা করেন। তাহার ছোট দুইটি চক্ষু অতৃপ্ত। আমার অন্তঃকরণ কামনামুক্ত ও খোদা সন্তুষ্ট।”

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কুমিল্লার নওয়াব হোছাইনুল হায়দার প্রেরিত বহু উপহার ও টাকার স্তুপ লাঠির আঘাতে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি।

লোকজনের আনিত টাকা পয়সা ও মালামাল অধিকাংশ, যখন তখন লোকজনের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন, কিছু অংশ ভক্ত মোছাফের ও পরিবার পরিজনদের জন্য ঘরে পাঠাইয়া দিতেন।

পূর্ব আজমিনগর নিবাসী মৃত তমিজ উদ্দীন মিঞাজির পুত্র কালা মিঞা বর্ণনা করেন :- আমি ছোটকালে একদা হজরত ছাহেব কেবলার হুজরা শরীফে গিয়া দেখি যে, অত্র এলাকার কতক লোক হজরত কেবলার নিকট পরনের কাপড়, টুপী, ঘর মেরামত করার সাহায্য ইত্যাদি যে যার ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য চাহিতেছে। দয়ার সাগর হজরত ছাহেব, হাজতী মকছুদী লোকদের আনিত টাকা পয়সা এবং বিভিন্ন সামগ্রী যে যাহা চাহিতেছে, দান করিতেছেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া আমার মাথার টুপীটি কোমরের কাপড়ে গুজিয়া রাখিয়া বলিলাম, ‘হুজুর আমার টুপী নাই’।

হজরত কেবলা উত্তরে বলিলেন, “আমরা ছোটকালে ঘাটে খেলিবার সময় বাতাসে টুপী উড়াইয়া নিতে চাহিলে উহা নিজ কোমরে গুজাইয়া রাখিতাম।” ইহা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলে, তিনি আমার হাতে টাকা দিয়া বলিলেন, “এখন যাও।”

তিনি তাঁহার সহধর্মীনীকে বলিতেন :-

“দুনিয়া মোছাফেরীর জায়গা, এখানে আড়ম্বরের দরকার কি?”

হজরত আকদাছ, আড়ম্বরমূলক খুশী পছন্দ করিতেন না। কেহ শাদী শব্দ উল্লেখ করিয়া বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বলিতেন, “রসূলুল্লাহ্ এই জগতকে ‘দারুল হাজান’ পেরেসানীর স্থান বলিয়াছেন, তুমি আমাকে খুশী শুনাইতে আসিয়াছ”!

মওলানা রুমী মছনবীতে বলেন :-

“ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত বাদশাহ্, যিনি বাদশাহীর পরওয়া করেন না। চন্দ্র সূর্য্যের উপরও তাঁহার আলো প্রভাবশালী”।^১

মহাকবি নজরুলের পরিভাষায় বলিতে হয় :-

মোহাম্মদ মোস্তফা ছাঙ্গে আলা।

তুমি বাদশার বাদশা কমলী ওয়ালা।।

অতএব প্রমাণিত হয় যে, এই বেলায়তে মোত্লাকার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব মানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ধন সঞ্চয় ও বণ্টনে বা ধর্মকে চতুরজনের ব্যবসা রূপ দেওয়ার ফলে যাহারা ধর্ম বিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনা বিহীন পন্থা এবং এই বেলায়তে মোত্লাকা বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণধর্ম দিশারী। ইহা ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্ব শান্তির প্রতীক।

(১)

مشنوی

شاه آن دان کوز شاهی فارغ ست ★ برمه و خور شید نورش بازغ ست

কোরআন “দুলাত” অর্থাৎ অতি সঞ্চয়কে পছন্দ করেন না। যেমন, কোরআন পাকের সূরায় হাশরের সপ্তম আয়াতে আছে :-

“গনিমতের মাল বন্টন ব্যাপারে রসূলের বন্টন মানিয়া নাও। তোমাদের ধনীদের মধ্যে অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হউক, আল্লাহ তাহা পছন্দ করেন না (ছুরা হাশর-৭)”।^১

ইহাতে সাদা কালো-বর্ণ বৈষম্য বা আঞ্চলিকতার কোন প্রশ্ন নাই; বরং ইহা সর্বজনীন ব্যবস্থা এবং সর্বহারাদের জন্য সুবিচারবাণী।

ইসলামী ছুফী সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা। যেহেতু এই ছুফী সভ্যতার ধারক বাহক ব্যক্তিগণই অন্তর-বাহির পাক-পবিত্রকামী ও অকৃত্রিম। অযথা পরিত্যাগ নির্দেশকারী, নিরাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যাসকারী, আচার-শুচি এবং পরশীবিমুখ; স্বাধীন জীবনযাপনে আত্মহীন স্রষ্টাধর্ম উন্মুখ ও “আম্মারা” বা কামনা প্রবৃত্তি মুক্ত। সৃষ্টিকে যথাযথ ব্যবহারে “রহমান ও রহীম” খোদাগুণজঃ প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ। বিশ্বের বিভিন্ন জনগণ এই খোদায়ী প্রাকৃতিক দানের অপব্যবহারের ফলে দুর্যোগ ও দুঃখ কষ্টকে সম্পদের মোহে বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহার পরিণাম ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অপ্রয়োজনীয় কামনায় অসভ্য যুগের নিদর্শনরূপী ভূষণকে ফ্যাশন মনে করিয়া মানব অলক্ষ্যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন শরীর গোদান, অলঙ্কার প্রিয়তায় নিজ শরীরছেদ কষ্ট ও হাতে পায়ে গলায় নানা অলঙ্কার বরণ করিয়া লয়। আদিম আফ্রিকানদের মধ্যে গ্রীষ্মকালে দিন দুপুরেও বাঘের চামড়া গায়ে পরিধান করিয়া গর্ব ভরে বিচরণ করার রেওয়াজ ছিল।

আধুনিক অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক পরিচ্ছদ, অনিষ্টকারী আমোদ ও চরিত্র বিনষ্টকারী প্রমোদ এক স্বাস্থ্য হানিকর পান প্রিয়তা ও বেশভূষার “বলা” বিশেষ।

(১)

سورة الحشر - ٧ آية
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অযৌক্তিক আচার ধর্ম মোহ, নোংরা ও স্বাস্থ্যবিরোধী হাল চাল মানবতার ধর্মকে কলুষিত করে বিধায়, আচারে বিচারে অজ্ঞতা জনিত গর্ব ও অহমিকার বিকাশ পায়। পবিত্র কোরআনে যাহাকে “মারহান” উৎফুল্ল “ফাখুরান” গর্বকারী বলিয়া নির্দেশ আছে। ফলে মানব প্রকৃতি কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়ার দরুণ মানব আত্মার কোমলগুণ বিলুপ্তিতে “আম্মারা” বা কামনা প্রবৃত্তি প্রাধান্য হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত পশুসুলভ অসভ্য সাব্যস্ত হইতে বাধ্য। তাই ধর্ম আনুগত্যতা অনিবার্য।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ইসলামী ছুফী সভ্যতা বিশ্ব মানব কল্যাণকামী নির্ভরযোগ্য মানবীয় সভ্যতা। বিশ্ব মানবতার কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর রহস্যের ধারক বাহক, ছুফী সভ্যতার দিশারী মহাপুরুষদের বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব স্রষ্টা-প্রেমজ মূর্তিতে মূর্ত এবং দুর্নীতি নিবারণে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ।

যেহেতু মহানুভবতাই মানবতা। এই মহানুভবতার অপর নাম মানবের সূক্ষ্ম স্রষ্টা-বোধ শক্তি।

এই স্থূল দৃশ্য জগতের অস্তিত্বের প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, সূক্ষ্ম “পরমাণুর” অপর বিকাশ নাম “অণু”। এই অণুর ক্রমবিকাশই বস্তু, পদার্থ, উদ্ভিদ, বীজ ও কীট। এই ক্ষুদ্র কীটের নূতনত্বই জীব, পশু এবং শ্রেষ্ঠরূপ মানব। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আদতে সূক্ষ্ম শক্তিই মূল।

ক্ষুদ্র বালুকা কণা যেমন দর্পণ বা আয়নার যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ এই মাটির সৃষ্টি মানবও সূক্ষ্ম শক্তি সুগুণ সম্পন্ন “ফেরেশতা” ‘ধনাত্মক’ আনুগত্য প্রকৃতি সম্বলিত এবং নিজ সূক্ষ্ম শক্তি বিমুখ স্থূল পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত ‘ঋণাত্মক’ বিরোধ প্রকৃতি সমন্বয়ে ব্যক্তি ও গণ্ডি এবং ব্যাষ্টি প্রভাব শক্তি সম্পন্ন স্রষ্টা গুণজ দর্শন যোগ্য শক্তিশালী জীব। পালক, বর্ধক, পরম সূক্ষ্ম আল্লাহ্ গুণজঃ। তাই এই মহাশক্তির আত্ম বিকাশই “এরফান” পরিচিতি, মানবতা-সৃষ্টি সাফল্য নির্বাণ বা লয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সূক্ষ্ম শক্তির ধ্যান ধারণার সাধক ছুফী মনিষীরাই অল্পে সন্তুষ্ট, আত্মনির্ভরশীল, নির্বিলাস ও সৎরুজী সম্পন্ন। অনর্থ বা উপকার বিহীন বস্তুকে এড়াইয়া চলে। পরদোষ পরিহার

এবং নিজ দোষ ত্রুটি সজাগ, অহম মুক্ত স্রষ্টা অনুগত। ফলে মুখ্য যুগাচার ও পশুত্ব দোষ বিবর্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত নিষ্কাম প্রেমজঃ মূর্তি বিশ্ব প্রেমিক। প্রজ্ঞাবানী (কোরান) সূরায়ে হাদীদ ১৬-১৭ আয়াতের ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য। তাই পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলিয়াছিলেন, “আমি ধর্মের পুনঃ জীবন দানকারী। ‘এলহাম’ ‘এলকার’ দ্বারা মানব ধর্মকে বেলায়ত আলোতে আলোকিত করিয়া বিধান ধর্মের বিরোধাত্মক খারাপি দূরকারী জীবন দাতারূপে আসিয়াছি।”

অতএব, তিনি গাউছে আজম এফতেতাহিয়া-আরম্ভকারী, মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী শরীয়ত প্রাধান্য। কারণ সেই সময়টি মোসেলম হুকুমত প্রাধান্য ছিল।

গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) বিকাশ লাভ করেন ১২৪৪ হিজরীতে। তৎপূর্বের “ছুফীজম” নামে ব্যবসাধারী পীরী সম্প্রদায়ের খারাপি দূরকারী হিসাবে এবং বিশ্বের বিধান ধর্ম শিখিল যুগে বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী রূপে।

এই হিসাবে দেখা যায়, নবুয়াত জমানার পর আচার-ধর্ম প্রাধান্য যুগে হজরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) কেবলাই নবুয়াতের পরবর্তী কালের দীর্ঘতার অজুহাতে মত-বিরোধ যুগের অবসান ঘোষণা করেন। “সমস্ত খোদা-প্রেমিক বন্ধুগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র নবীর পদাঙ্ক অনুসারী” বাণীতে এই দাবী প্রমাণ করে যে, মানবতার বিকাশ ক্ষেত্রে ইহা সাম্যের একটি বৃহত্তম যোগ্যতার দ্বার উন্মোচকারী, যাহা ত্রাণ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গাউছে আজমীয়তের দ্বার উন্মোচনকারী বেলায়ত। নবুয়াত ও বেলায়তের যুগল যোগ্যতা সম্পন্ন। বিধান শিখিল যুগে এই যুগল যোগ্যতা; ব্যক্ত-“জাহের” অব্যক্ত-“বাতেন”, এলম, এলহাম ও অলৌকিকতার প্রভাবে বিশ্বজনীন বেলায়তে মোত্লাকার বিকাশ লাভ হয়। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলিয়াছিলেন, রসূলে করীমের দুইটি টুপীর মধ্যে (বেলায়তী সম্মানী তাজ দুইটির) একটি আমার মাথায় অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর দস্তগীর ছাহেবের মাথা মোবারকে রাখিয়াছেন”। ইহাতে বুঝিতে কষ্ট হয়না যে, বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর তাজ পীরানে পীর শাহে বাগদাদী এবং

বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর তাজ তাঁহার মাথা মোবারকে প্রতিষ্ঠিত।
তাই বিশ্বের অন্য কোন খোদা পেয়ারা ব্যক্তি এই গাউছে আজমীয়তের দাবী
করেন নাই এবং করান নাই। যেহেতু এই সম্মান প্রতীক, শেষ নবীর নবুয়তী
নাম মোহাম্মদ এবং বেলায়তী নাম আহমদ নামদ্বয়ের সম্মান প্রতীকই ছিল।

শত কলমে একটি সূর্য্য এমনি ভাবে ঝুলে,
দোজাহানের বাদশা আজি ফকির বেশে চলে।

অতএব, এই বেলায়তে মোত্লাকা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ-ধর্ম দিশারী পরম
দ্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন। কারণ বিশ্ব সভ্যতা যেইভাবে কামনা বাসনা, অনর্থ
অপচয়ের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তৎমুক্তির জন্য এই ছুফী সভ্যতার
নীতিমালা ‘সপ্ত পদ্ধতির’ অনুসরণ অনিবার্য।

কোরআন বাণী “তোমরা ধ্বংসের সন্নিহিত হইলে খোদা তোমাদিগকে রক্ষা
করেন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন”। যাহাকে কোরআনী
ভাষায় “আদলে মোত্লাক” বিশ্ব জাতির পরিভাষায় বিশ্ব-সাম্য এবং আইন
শৃঙ্খলার পরিভাষায় বিচার সাম্য বলে। পবিত্র কোরআনের সূরা আল এমরান
১০৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।^১

ওহে বেলায়তে মোত্লাকার মশালধারী নৈতিক মহাপুরুষ! বর্তমান অতি
সঞ্চয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুগে মোহাচ্ছন্ন মানবের দিশারী হিসাবে
তোমার আলোকবর্তিকা নিয়ে আগাইয়া আস।

(১)

سورة آل عمران - ١٠٣ آية

وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

কাফেলা অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে। ঐ পিছনের কাফেলার ক্ষীণ আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

ওহে অহিংস নীতির বাহক! তুমি তো নৈতিকতাপূর্ণ আধুনিকতাকে হিংসা করনা। বিধান ধর্মের বেড়া জাল ঠেলিয়া সামনে অগ্রসর হও।

ওহে নির্বিলাস পরশ্রীকাতরতা মুক্ত কামনাহীন মোজাদ্দেদে জমানা! তুমি বাসনা-কামনা মুক্ত খোদা-সম্ভ্রষ্ট অলীয়ে কামেল। তোমার রুহানী তাছরারোফাতের প্রভাবে ধাঁধায় পতিত মানবের অন্তর চক্ষু উন্মোচিত করিয়া অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা কর।

ওহে পরমত সহিষ্ণু ধৈর্য্যশীল শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষাকারী “ছায়েম” খাতেমুল অলী! ওহে সপ্তগ্রহ কবল মুক্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ! তোমার অনাড়ম্বর ফাছাদ পরিহারকারী, জীবনাদর্শকে মোহগ্রস্ত মানব সন্তানের সামনে তুলিয়া ধর। ওহে পাপকার্য্য বিরত প্রতিশোধ বিমুখ গাউছুল আজম! হিংসা-নিন্দা, প্রশংসা বা লাভ লোকসান তোমাকে বিচলিত করিয়া খোদা-স্মরণ বিচ্যুত করিতে পারেনা। তোমার স্বাধীন ও মহান বেলায়তের ধ্বজা হাতে কাফেলার অগ্রনায়ক হিসাবে অগ্রসর হও। তুমি তৌহীদে আদয়্যানের ধারক ও ধর্মসাম্যের পোষক। তোমার রহমত হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না।

তুমি রসুলুল্লাহের উত্তরাধিকারী অগ্রনায়ক হিসাবে উপস্থিত না থাকিলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। তোমার উপস্থিতিই খোদার রহমত। ইহার সাক্ষী পবিত্র কোরআনঃ- “আন্তা ফিহিম” (ছুরা আনফাল-৩৩)।

ওহে বিশ্বঅলী! বিপদগ্রস্ত বিশ্ব, তোমার ফজিলতে রব্বানীকে কামনা করিতেছে। তুমি দর্শন ও ফয়জে রহমত দানে কৃতার্থ কর।

গোলাকার পৃথিবীর বৃত্তে প্রদক্ষিণ রত মানবসন্তান তোমার পিছনে ঘুরিয়া আসুক, একের পর এক শৃঙ্খলিত কাতারবন্দি ভাবে।

(১)

سورة الانفال- ۳۳ آية

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আত্মদর্শন

“কওলুল জমীলের” উর্দু তরজুমা শেফাউল আলীলের সপ্তম অধ্যায়ে নফ্‌হের হাকীকতের বর্ণনা দিতে গিয়া মওলানা শাহ্‌ অলীউল্লাহ্‌ দেহলবী ছাহেব লিখিয়াছেনঃ—

“নফ্‌হ বা মানবসত্ত্বাতে এক স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টিকরা ছুফী সাধনার সমস্ত পন্থার মূখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থিতিশীল অবস্থাকে ছুফী পরিভাষা মতে নিছবত বা সম্বন্ধ বলা হয়। ইহা নফ্‌হ বা মানবসত্ত্বার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা জনিত আয়ত্ব বস্তু বিশেষ। ইহার দ্বারা খোদা তাঁহার শান্তি ও আলো-জগতের সহিত মানবের ধারাবাহিক ও নিকটতম যোগাযোগ সৃষ্টি করে। ইহাতে ফেরেশতা জগত গুণ বিশিষ্ট বা তদূর্ধ্ব জব্বরুত জগত অবগতি জনিত হাল বা অবস্থা আয়ত্ব হয়।”

(১) عبارت قول الجليل از شفاء العليل في بيان تحصيل هيئة النفسانية
مرجع الطرق كلها الى تحصيل هيئة نفسانية تسمى عندهم بالنسبة لانها انتساب
وارتباط بالله عز وجل وبالسكينة والنور وحقيقتها كيفية حالة في النفس الناطقة
من باب التشبيه بالملائكة او التطلع الى الجبروت و تفصيله ان العبد اذا داوم على
الطاعات و الطهارات و الاذكار حصل له صفة قائمة بالنفس الناطقة وملكة راسخة
لهذا التوجه فهذان جنسان للنسبة تحت كل منها انواع كثيرة فمنها نسبة المحبة
والعشق فتكون المحبة صفة راسخة في القلب ومنها نسبة كسر النفس والتبري
عن حظوظها (وكان سيدى الوالد يسميها نسبة اهل البيت) ومنها نسبة
المشاهدة وهى ملكة التوجه الى المجرد البسيط

ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, যখন অনুগত বান্দা এবাদাত, পবিত্রতা এবং খোদা স্মরণে তাহার “নফ্‌হ নাতেকা” বা কথাবার্তার শক্তি সম্পন্ন সত্ত্বাতে স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশিষ্ট জ্যোতিঃ হাছেল করে, তখন তাহার মধ্যে তাওয়াজ্জাহ বা প্রভাবশালী ইচ্ছা শক্তির উন্মেষ হয়।

এই ফেরেশতা গুণ বিশিষ্ট জব্বরুতশক্তি অর্জনে খোদার সহিত নিছবত বা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে ছুফী সাধনায় রত বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত ও পথ বা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি থাকিলেও সকলেরই মূল লক্ষ্য এক।

প্রথম, পবিত্র মহব্বত বা ভালবাসার সম্বন্ধ অর্থাৎ এশক। এই ভালবাসা বা এশক যখন মানবের কলব বা অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন “কহ্‌রে নফ্‌হ” বা প্রবৃত্তির ধ্বংসকারী রূপে খোদা পথচারীকে নফেহ্‌র কাম্য বস্তু হইতে বিরত করিতে দেখা যায়। ইহা মালামিয়া কাদেরী আহমদী সপ্ত পদ্ধতীতে পূর্ণ ব্যক্ত।

দ্বিতীয়, মোশাহেদার নিছবত বা সম্পর্ক দ্বারা। ইহা অচিন্ত ও অব্যক্ত খোদাকে ধ্যান করা বুঝায়। ছুফী পরিভাষা মতে ইহাকে “মোজরারাদে বছিৎ” বা একক শক্তির ধ্যান বলা হয়।

ইহারা নিয়ম পদ্ধতির দিক্‌ দিয়া বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্যের দিক্‌ দিয়া অভিন্ন। মওলানা বলেন :- তাঁহারা “খতিরাতুল কুদ্‌হ” অর্থাৎ পবিত্র প্রেরণাশ্রুতে পরস্পর হাত মিলাইয়া আছেন। ইহারা সবাই তৌহীদে আদ্য্যানের বা ধর্ম সাম্যের সমর্থক এবং ‘ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের’ স্বীকৃতিদাতা।

তাজদারে মদীনা আহমদ মোজতাবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর সাহচর্য ও ছোহবত হইতে জনগণের তিন প্রকারে ফয়জ বরকত হাছেল করার রেওয়াজ ছিল।

- (১) ত্বরীকায়ে আবরারে মোজাহেদীন
- (২) ত্বরীকায়ে আখিয়ায়ে ছালেহীন
- (৩) ত্বরীকায়ে শোহাদায়ে আশেকীন

অর্থাৎ যাহারা তাঁহার সাহায্য কল্পে যুদ্ধ করিয়াছেন ও নিজ সম্পদ এই পথে খরচ করিয়াছেন। যাহারা সৎকার্য্যানুরাগী হইয়া তাঁহার অনুসারী হইয়াছেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার ভালবাসা ও প্রেমে জান মাল উৎসর্গ করিয়াছেন।

হজরত রসূলে করিম (দঃ) এর সূক্ষ্মতত্ত্ব ও জ্ঞানখনি (এলমুল বাতেন) ছিলেন হজরত আলী (ক:)। তিনি বিল ওরাছাত (১) ত্বরীকায়ে আবরারে মোজাহেদীনের নেতৃত্ব তৎপুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) কে অর্পণ করিলেন। (২) ত্বরীকায়ে আখিয়্যারে ছালেহীনের নেতৃত্ব হাছান বছরী (রঃ) কে এবং (৩) ত্বরীকায়ে শোহাদায়ে আশেকীনের জিম্মাদারী হজরত রসূলে করিমের বাতেনী ফয়জ প্রাপ্ত আশেক হজরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) কে অর্পণ করেন।

এই তিনটি বেলায়তী ধারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতিপথে স্থান কাল পাত্র ভেদে বহুরূপে ছোট, বড়, মাঝারী, ধারা উপধারার জন্ম দেয়। এইগুলির বিকাশ পথের বিভিন্নরূপ দেখা গেলেও সবগুলি মূলতঃ এই তিনটি ধারার বিষয়বস্তু এক স্রষ্টা অনুরাগ।

নবুয়তের সময় নবীয়ে ছালাছার হেদায়ত ধারা যেইরূপ শেষ নবীর “নবুয়তে মোহাম্মদীর” জাতে পাকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; সেইরূপ এই বেলায়তী ত্রিধারাও বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর সময় হজরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী হৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মালামিয়া কাদেরী (কঃ) এর জাতে পাকে বিকাশ লাভ করে। যাহার ফলে তিনি সমস্ত পূর্ববর্তী “আদ্য্যানে ছাবেকা” বা অতীত ধর্মাদি ও বিভিন্ন মুখী বিক্ষিপ্ত ত্বরীকত পন্থার সমাবেশকারী “জামেয়ে তানজীহ্ ওয়াৎ তশবীহ্” অর্থাৎ ধর্মের সূক্ষ্ম এবং झুল দিকের সমাবেশকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন। তিনি সকল ধর্মাবলম্বীর ত্বরীকা অবলম্বনকারীদিগকে স্ব-স্ব ত্বরীকা বা স্বধর্মে ঠিক রাখিয়া নিজ বেলায়তের ধারা বা পদ্ধতি অনুযায়ী ফয়জ বিতরণ করিতে সমর্থ দেখা যায়।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরীকা

এই বেলায়তে মোতলাকা বা বাধাহীন বেলায়তী ধারা, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরীকা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। বহিঃদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এই ত্বরীকার অনুসারীদিগকে শুধু দেখে তাহারা একত্রিত হইয়া হাল্ জজ্বা করে; মোরশেদী কি তৌহীদী গান গাহিয়া অধিকাংশ লোক প্রেমবিভোর চিত্তে “রাক্ছ” বা নৃত্য করে। কেউবা একাকীও মোরাকেবা মোশাহেদা জিকির করে; অথবা জিকরে জলী বা খফী করিয়া থাকে। তাহারা মোরশেদে কামেলকে খোদা রসূল হইতে ভিন্ন মনে করে না। বরং ফানাফির্ রসূল, ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিলাহ্ মনে করে। যেমন শব্দের ভিতর অর্থ লুপ্ত এবং অর্থ শব্দ হইতে অবিচ্ছেদ্য তদ্রূপ অলীয়ে কামেলও আল্লাহ্, রসূল হইতে অবিচ্ছেদ্য, বরং অলীগণ জাতে বারীতায়ালার মধ্যে মোস্তগরক্ বা বিভোরচিত্ত।

আল্লামা আবদুর রহমান ফতেহআবাদী রচিত গঞ্জে রাজে মছনবী নামক গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায়, লক্ষী ছাপাখানা হইতে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯৬২ হিজরী সনের মুদ্রিত কেতাবের হাশিয়ায় নূরে আহমদীর সৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন :- মোহাম্মদের আকৃতিতে যখন খোদার তজল্লী হইল, তখন মোহাম্মদ কোথায় রহিল? খোদাকে মোহাম্মদ হইতে জুদা বা বিচ্ছিন্ন মনে করিওনা।^১

শেষভাগে বোখারী শরীফের হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন :- “আল্লাহ্ তা’য়ালা আদমকে নিজ ছুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন”।^২

(১)

بصورة محمد فروغ خدا ★ تجلی چون آمد محمد کجا

(২)

حدیث -
خلق الله آدم على صورته -

মহনবী শরীফে মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ-

“যখন তুমি পীরের সত্বাকে গ্রহণ কর, তখন খোদা ও রসূলের হাতির অবস্থান তাঁহার অস্তিত্বে বিদ্যমান মনে কর”।^১

“যদি তুমি ভিন্ন মনে কর তাহা হইলে মূলগ্রন্থ ও ব্যাখ্যা উভয়ই হারাইয়া ফেলিবে।”^২

“দুই দেখিওনা, দুই জানিও না, দুই বলিওনা; কামেলকে খোদার জাতে বিলীন মনে কর।”^৩

হাদীছ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আল্লামা আবদুর রহমান বলিতেছেন ঃ- “আমি আহাদ ছিলাম, মীম (م) কে নিজের মধ্যে স্থান দান করিলাম, মহব্বত ও ভালবাসাতে নিজকে আহমদ নামে পরিচিত করিলাম।”^৪

“আহমদের নূরের উজ্জ্বলতাতে আদমের অস্তিত্ব বিকশিত। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই এই আকৃতির স্রষ্টা এবং নিজেই বিকশিত।”^৫

“জালালী মুখমণ্ডল জামালীর আড়াল হইয়াছে মাত্র, উভয়ে অভিন্ন, বরং ইহাই সত্য উভয়ে নিকটতম।”^৬

হজরত মাওলানা রুমী (রঃ) সোলতান বায়েজীদ বোস্তামীর পীরের কথা বলিতেছেন, “আমার খেদমতকে আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগী ও প্রশংসা মনে কর, এই কথা ভাবিওনা যে আল্লাহ্ তায়ালা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন”।^৭

মثنوی

- (১) چون تو ذات پیر را کردی قبول ★ هم خدا در ذاتش آمد هم رسول
- (২) گر جدا بینی تو این خواجه را ★ گم کنی هم متن و هم دیباچه را
- (৩) دو بدان و دو بین و دوخوان ★ خواجه را در ذات باری محو دان
- (৪) خود احد بودیم را در خویشتن جائے بداد ★ از محبت خویشتن را نام احمد می نهاد
- (৫) از فروغ نور احمد ذات ادم آفرید ★ خد شده صورت گر این حسن و خود گشته پدید
- (৬) پر ده شد روئے جمالی را جلای بالیقین ★ نیست فرق از یکدیگر را بلکه هر دو همقرین

مثنوی

- (৭) خدمت من طاعت و حمد خداست ★ تا نه پنداری که حق از من جداست

আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই প্রেমপন্থী লোকদের কাজ কারবার নাছূত মকামে স্থিত আমরা প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদের বোধগম্য হওয়ার উপায় নাই। তবে ইহাও সত্য যে ধর্ম লইয়া ফাছাদ করিবারও তাহাদের কোন যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই। যেহেতু ছুফীধর্ম মানবের নেহায়েত ব্যক্তিগত এবং মনন প্রকৃতি সম্পন্ন। কোরআন পাকের বাণী :-

“প্রত্যেকের জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ও ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির পন্থা নির্ণয় করিয়াছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকলকে এক উম্মতেও পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা’য়ালা যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন; ইহা দ্বারা তোমাদিগকে যাচাই করিতে চাহেন। অতএব তোমরা সৎকার্য্যে অগ্রসর হও। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তখন আল্লাহ্ তা’য়ালা তোমাদের পরস্পরের বিরোধ সম্বন্ধে সমুচিত্ত খবর দিবেন” (সূরা মায়েদা-৪৮) ১

পবিত্র কোরআন পাকে আরো আছে :-

“যদি বিভিন্ন জাতির উপর পরস্পরের প্রাধান্য প্রবর্তিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় উপাসনাগারগণ ধ্বংস হইয়া যাইত; যেখানে খোদার নাম অধিক স্মরণ হয়” (সূরা হজ্ব-৪০) ২

(১) سورة مائدة - ৪৮ آية
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

(২) سورة الحج - ৪০ آية
وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ
صَلُوتٌ وَ مَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

এই কোরআন পাকের বাণীসমূহ উপরোক্ত বিষয়াদির সাক্ষ্য। তবুও ধর্ম লইয়া যাহারা ঝগড়া ফাছাদ করে, তাহারা ধ্বংসের মুখে অলক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ হজরত জোনাইদ বগ্দাদী (রঃ) এর একটি বাণী যাহা “রেছালাতুল কশ্ফী” হইতে সংগৃহীত হইয়া “তাছাওয়োফে ইসলাম” নামক কেতাবের ১৯০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) একত্রিত হইয়া আল্লাহ্ স্মরণ বা জিকির করা।

(২) গান বাজনার সহিত অজদ করা বা ভাবপ্রবণ চিন্ত সৃষ্টি করা।

(৩) এবং পীরের অনুগত হইয়া কাজ করার নাম তাছাওয়োফ বা ছুফীইজম।^১ হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে :-

“খোদায়ী জজ্বার একটি জজ্বা উভয় জগতের সমস্ত কিছু হইতে শ্রেষ্ঠ।”^২

এই সত্যবাণী মতে, নবীয়ে কামেলের নবুয়ত জ্যোতিঃ সদৃশ এই বেলায়তে কামেলা বা পূর্ণতাকারী বেলায়ত জ্যোতিঃ খোদার প্রেম-প্রেরণা আলোতে তিমিরাচ্ছন্ন মানব-মননগহ্বরকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। খোদায়ী ফজিলত প্রত্যাশী মানব সন্তান, ধন-সম্পদের মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নানা দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে ধাইয়া আসে ১০ই মাঘ এই প্রেম-প্রেরণা জাগ্রতকারী কলা কৌশলীর দ্বার প্রাপ্তে, বহন করিয়া আনে ভক্তি শ্রদ্ধা ও আজিজীর অর্ঘ্য, উপহার দেয় ছালাম শান্তি, নিয়া যায় খোদায়ী জজ্বা প্রেম-প্রেরণা এবং মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান অহমজ্ঞান বর্জিত সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা।

(১) مقوله حضرت جنید بغدادی رح از تصوف اسلام صفحه ۱۹۰
تصوف ذکر ہے اجتماع کے ساتھ اور وجد ہے استمات کے ساتھ اور عمل
ہے اتباع کے ساتھ

(২) وفي قول الجميل في بيان تحصيل هيئاة النفسانية
ورد في الخبر جذبة من جذبات الله توازي عمل الثقلين

এই ফকিরী গান বাজনা ছুফীদের ভিতর পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে।^১ এই ভাবপ্রবণ চিন্তা এমন এক বস্তু, যাহা ছালেক বা এই পথের পথিককে নেহায়েত সহজে সবকিছু ভুলাইয়া এক পাপ বিরত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয় যাহা ছালাত বা নামাযের উদ্দেশ্য। ইহা মনের সমস্ত কামনা-বাসনা ভুলাইয়া খোদা পথচারীকে খোদার প্রেম-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। এই প্রেম সমুদ্রের লবণাক্ত আত্মদে আত্মাদিত হইয়া উঠিলে তাহার অপবিত্র হস্তি বা সত্ত্বা বিলুপ্ত হইয়া লবণহ্রদে পতিত বস্তুর মত লবণাক্ত হইতে বাধ্য হয়। তখন সেই ব্যক্তির সত্ত্বা বা নফছ পবিত্র সাব্যস্ত হয়। যেমন কোরআন ৪- নিশ্চয় “হাছনাতে” বা পুণ্য “ছইয়াতে” বা পাপকে বিনাশ করে (ছুরা হুদ-১১৪)।^২ যেইরূপ শহীদের রক্ত পানি হইতেও পবিত্র; যদিও শরআ’মতে আদতে রক্ত অপবিত্র। এই খোদায়ী প্রেম-নদীতে পবিত্র অপবিত্র যাহা কিছুই পড়ুক না কেন সমস্তই পরিণামে ঐ প্রেমজ তৌহীদী মহাসাগরে পতিত হইয়া পবিত্র হইয়া যায়। নদী নালা প্রভৃতি জল প্রবাহের গতির পরিণতি, মহাসাগরের সহিত মিলন ও পবিত্র হওয়া। পবিত্র কোরআন পাকের বাণীমতে ৪-

“ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজেউন” অর্থাৎ আমরা খোদার এবং খোদাতে প্রত্যাবর্তনশীল (ছুরা বাক্বারা-১৫৬)। যদিও পথে স্বার্থপরেরা বাধা সৃষ্টি করিয়া এবং জাঁতাকল রূপ নানা ফাঁদ বসাইয়া পানির গতিপথে বাধা সৃষ্টি ও অর্থোপার্জনের নানা ব্যবস্থা করে; ইহাতে ভোগী লোকদের বৈষয়িক উপকারও হয়, কিন্তু শ্রোতস্থিনীর প্রবাহ গতিপথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে।

(১) في احياء العلوم لحجة الاسلام امام غزالي رح
السماع جازز لاهله

(২) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (سورة الهود- ১১৪)
از آيينه بارى- صفحه ২৭৫
(شان) جامع ترمذى- صفحه ৫১০

এই ত্রিবিধ বেলায়তী ধারা, নবুয়তী ধারার সমন্বয়ে অর্থাৎ জাহের বাতেন তালীমে এরশাদী সহ শরীয়ত, ত্বরীকত, হাকীকত ও মাযারেফত প্রভাবে ও সংমিশ্রণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরীকারূপ মহা সাগরের উৎপত্তি।

ছুফীদের প্রতি জুলুম :-

অতীতে প্রেমপন্থী বুজর্গানে দীনদের প্রতি “ফকীহ” বা বিধান ধর্ম চর্চাকারীদের প্রভাবিত শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা কৃত জোর জুলুমের ও নানা বাধা বিপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত প্রেমপন্থী আওলীয়া বুজর্গানেদীনদের রুহানীশক্তি এই বেলায়তে মোতলাকাতে ক্রমে বাধাহীন বেলায়ত যুগে প্রকাশ পাইতেছে। অত্যাচারিত লোকদের মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছিঃ-

- ১। হজরত শাহাবুদ্দীন মক্তুল। তাঁহাকে নয় বৎসর জেলে রাখিয়া বিচারে হত্যা করা হয়।
- ২। মনছুর হাল্লাজ; যাঁহাকে হত্যা করিয়া দেহকে অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং দেহাবশেষ সাগর জলে নিক্ষেপ করা হয়।
- ৩। বিছমিল্লাহ্ শাহের গাত্রচর্ম উৎপাটন করা হয়।
- ৪। জুলুন মিসরীকে উল্টাগাধায় বসাইয়া জিন্দিক্ বা ধর্ম অস্বীকারকারী বলিয়া শোহরত করিয়া মিসর শহর হইতে বহিষ্কার করা হয়।
- ৫। ভারতবর্ষে দারাকোকে হত্যা করা হয়।
- ৬। ছরমস্ত মজ্জুব ফকিরকে নামাযের জন্য বাধ্য করা হয়, এবং পরে শিরোচ্ছেদ করা হয়।

এইরূপ আরো বহু বুজর্গানেদীনের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেওয়া হয়। এমন কি হজরত শমছ্ তবরেজ (রঃ) কে মওলানা রুমীর পুত্র সোলতানুল অলদ নিজ হাতে এবং নিজ গৃহে হত্যা করেন। এই সমস্ত কারণে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবান লোকেরা আত্মগোপন করিতে এবং বহু ব্যক্তি বাস্তভূমি ছাড়িয়া বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে হিজরত করিতে বাধ্য হন। যাহার ফলে চিন্তনায়ক লোকের দৈন্যতা দেখা দেয়। অর্থাৎ মানব জাতিকে এশুক ও জজ্বাত দ্বারা এরফান বা আল্লাহ্ পরিচিতি দানকারী লোকের অভাব দেখা দেয়।

এই হিজরতকারী, শান্তিপ্ৰিয় অস্ত্র সংগ্রাম পরিহারী ছুফী সম্প্রদায়ের ধর্মনিষ্ঠা, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে হিজরত কৃত এলাকার জনগণের শুভ দৃষ্টি আহরণ এবং ইসলামী সভ্যতা ও ভাবধারা বিস্তার প্রচারে সহায়তা করিতে সমর্থ হয়।

মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ঃ- বহু খোদায়ী প্রতিভাবান পুরুষ এই পৃথিবীতে আসিলেও খোদার ইচ্ছাই তাহাদিগকে গোপন রাখিয়াছে। এমনকি সংসার মায়া বিবর্জিত কম্বলধারী ফকিরেরাও তাহাদের নাম প্রকাশ করেন না।”^১

উপরোক্ত নির্যাতিত মনীষী বৃন্দের শান্তির কারণ এই যে, তাঁহারা নিজ কক্ষ্যার্জিত এবং অন্তঃকরণে জাগরিত আসল সত্যের বিকশিত অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই এলহামী অনুভূতিপূর্ণ বুঝ ব্যবস্থার প্রতি তাঁহারা আস্থাশীল এবং তাঁহারা ঐ মতে আমল বা কাজও করেন।

অপর পক্ষ ফকীহ বা বিধান ধর্মের চর্চাকারীদের মন্তব্য হইল এই যে, উপরোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের কথাবার্তা, কাজকর্ম; কোন ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী না হইলেও ইহা তাহার নিজের জন্য ক্ষতিকর, শির্ক, বেদায়াত বা নূতন আবিষ্কার জনিত পাপ, তাহাদের মতে, এই মতবাদ বা ব্যক্তি স্বাধীনতা কোরআন, হাদীছ ও এজমা কেয়াছ মতে অসিদ্ধ। তাহারা চিন্তা করিতে পারেন না যে, তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহ পদ্ধতিটি এক মৃত ব্যক্তি হইতে অপর মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত বস্তু। ছুফীয়ায়ে কেরামগণ যাহাকে খোঁড়া পদ্ধতি বলে।^২

(১)

مثنوی

ای بسا شاه سوار ان جلیل ★ آمدہ سوئے جهان قال و قیل
نام شان از رشک حق پنهان بماند ★ هر گدائے نام شان را برنخواند

(২) ছেহাছিত্তা হাদীছ গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেব হইতে কোন হাদীছ রেওয়ায়ত না থাকায় একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি হাদীছ জানিতেন না। মজমুয়া ফতোয়া ২য় খণ্ড ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যেহেতু ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) ১ম শতাব্দীর এবং ইমাম বোখারীগণ গং ৩য় শতাব্দীর লোক হন।

ছুফীদের সত্য সংগ্রহ পদ্ধতি :-

যেহেতু ছুফিয়ায়ে কেরাম জিন্দাখোদা ও জিন্দানবী এবং অলীগণ হইতে অন্তর জ্যোতির দ্বারা সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ভুল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাই তাঁহারা কাহারো ভয়ে ভীত, প্রলোভনে মুগ্ধ বা বশীভূত হন না। তাঁহারা কাহারো সম্মানের প্রত্যাশীও নহেন।

কোরআন-পাকে ছুরা মায়েদার ৫৪ আয়াতে বর্ণনা আছে :-

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ যদি “মোরতদ” অর্থাৎ নিজ ধর্ম বিমুখ হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তা’য়ালা এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়া আসেন, যাহারা খোদাকে ভালবাসেন এবং খোদাও তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাঁহারা বিশ্বাসীদের প্রতি নেহায়ত বিনয়ী। যাহারা অস্বীকারকারী তাহাদের প্রতি নিজ সম্মান রক্ষাকারী। তাঁহারা আল্লাহর রাস্তায় সবসময় মোজাহেদা (আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা) করেন। তাঁহারা কাহারো ভয়ভীতির পরওয়া করেন না। ইহা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ ইহা তাহাকেই দান করেন। যাহাকে বেলায়তে এহছান বলে।”

ছুফিয়ায়ে কেরামের যুক্তি হইল এই যে, পবিত্র কোরআনে যখন স্বীকৃতি আছে যে, তুর পর্বতে বৃক্ষ লতাদি হইতে হজরত মূসা (আঃ) যখন গুনিয়াছিলেন “আমি খোদা ইহা পবিত্র মাটি, তুমি পাদুকা খোল” (ছুরা ত্বাহা-১২)

(১)

سورة مائدة- ٥٤ آية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তখন মনছুর হাল্লাজ বা বায়েজীদ বোস্তামী প্রমুখ বুজর্গানেদীনদের মুখে এই ধরণের কথা শুনিলে দোষ কি? বারিধারা রিমি ঝিমি শব্দে যদি বলে, আমি বারি আমি বারিধি বা সাগর এবং সাগর স্ফীত তরঙ্গে ঝুপ ঝাপ শব্দ করিয়া পানি ছিটকাইয়া যদি বলে, আমি বারি আমি বারিধি; ইহাতে দোষ কি! অন্তরচক্ষু বা কর্ণহীন লোকজন বুঝিতে বা শুনিতে না পারিলেও ইহা কি অসত্য! বরং হজরত সোলায়মান (আঃ) এর মত যাহারা এই ভাষাহীনের ভাষা বুঝেন তাঁহারা নিশ্চয় এই মুখ বধিরদের রিমি ঝিমি বা কল্লোলগীতি পূর্ণ ভাষা হইতে ইহাদের মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারেন।

মওলানা বলেন :-

“যাহাদের ভাষা নাই, তাহাদের ভাষাই উন্নততর ও উজ্জ্বলতর। “হাজা রাক্বী” “হাজা আকবর” (সূরা আনআম-৭৮) অর্থ :- ইহা আমার খোদা ইহা বড়, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য যদি এইরূপ বলা দোষ না হইয়া থাকে; তবে কেহ যদি পীরে কামেলকে খোদার জ্যোতিঃ আহরণকারী বলে এবং ভাবে- (ইহাও বেলায়তে ঈমানভুক্ত) “লা ওহিবুল আফেলিন” (সূরা আনআম-৭৬) অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে আমি ভালবাসিনা; তবে তাহাদের দোষ কি! কয়লাতে আগুনের বিকাশ যেরূপ সত্য ইহাও তদ্রূপ সত্য। গঞ্জে রাজে মছনবী নামক গ্রন্থে আল্লামা আবদুর রহমান (রঃ) ফতেহআবাদী, ১৫৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্যে হইতে প্রকাশিত সংখ্যায় লিখেন :-

হাদীছঃ- আমি মীম (م) শূন্য আহমদ, মোহাম্মদের আকৃতিতে খোদাতায়ালাই উজ্জ্বলিত। বিকাশ যখন আসিল, মোহাম্মদ কোথায় রহিল?”

কোরআন পাকের বাণী মতেও এই সত্য প্রমাণিত।

(১)

حدیث-

”انا احمد بلا ميم“
بصورے محمد (ص) فروغ خدا ★ تجلی چو آمد محمد کجا

বদর যুদ্ধে, পাথর নুড়ি তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (ছুরা আনফাল-১৭)।^১ কোরআনে মজীদ সূরায়ে ফাতাহ্ ৮/৯/১০ আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘তফহীরে হোসাইনী’ ৬৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

“আমি তোমাকে সাক্ষী এবং সুসংবাদ বাহক ও খোদার ভয় দানকারী হিসাবে পাঠাইয়াছি। যাহার ফলে জনগণ, আল্লাহ্ এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তোমাকে সম্মান ও ইজ্জত করে। তোমার কথাবার্তা ও কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সকাল বিকাল তোমার প্রশংসায় রত। যাহারা আনুগত্যতার শপথ গ্রহণ করে তাহাদের হাতের উপর ন্যস্ত হাতকে খোদার হাত মনে করে।” (তফহীরে হোসাইনী, ২য় খণ্ড)^২

বর্তমানে দেখা যায় বিশ্ব জাতিসঙ্ঘে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়ই মূল্যবান আলোচ্য বিষয়। তথায় বিশ্বাসজনিত বস্তু বা ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ ঝগড়া বা আলোচ্য বিষয় নাই। যাহারা খোদা মানে এবং যাহারা মানে না, তাহাদের মতবাদের উপর কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হয় না বা ইহা লইয়া কোন বিরোধ করে না। বরং যাহা লইয়া ঝগড়া ফাছাদ দেখা যায় তাহা নেহায়েত বৈষয়িক এবং ধন সঞ্চয় ও বণ্টনের প্রাধান্যের বিরোধ।

(১) سورة الانفال - ১৭ آية

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

(২) سورة الفتح - ১-৯-১০ آية

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا (৮) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ
تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَفِّرُوهُ وَ تَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا (৯) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى
نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوفَىٰ بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (১০)

সুতরাং দেখা যায় বর্তমান জগতে ধর্মের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বা ঝগড়া ফাছাদ নাই, এবং ইহার যৌক্তিকতাও নাই।

কোরআন পাকের বাণী :- “ধর্ম স্বাধীনতা বা ধর্মে বাধা দান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর।”

ছুরা বাক্বারার ১৯৩ আয়াতেও, ফাছাদ না থামা পর্যন্ত যুদ্ধ করার এজাজত আছে দেখা যায়।^১ এই যুগ নবীর নবুয়াতের পরবর্তী যুগ বিধায়, ইহা নবীর বেলায়ত যুগ।

ফুছুছুল হেকম কেতাবের ২১৮ পৃষ্ঠা ফেছে ইউনুছে আছে :-

“তোমরা শত্রুর সঙ্গে কাটাকাটি ও মারামারি করা হইতে শ্রেষ্ঠ একটি বস্তুর সংবাদ কি তোমাদিগকে দিবনা! যাহা ‘জিকির’-খোদা স্মরণ” (আল হাদিস)।^২ যেহেতু খোদায়ী সত্ত্বাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই খোদার জিকিরও সর্বশ্রেষ্ঠ। যাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মুখে ও দিলে নিষ্কাম-অনুরাগ চিত্ত বুঝায়।

উক্ত কেতাবের ২৬৩ পৃষ্ঠায় ফেছে মুসায় অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত:-

(১)

سورة البقرة - ١٩٣ آية
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا (٢)
رِقَابَهُمْ وَ يَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ - (الحديث)

“আমি গুপ্ত রহস্যই ছিলাম, ভালবাসাতে আত্মবিকাশ করিলাম।”^১

“আরবী () অলীউন” শব্দের অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই এই বেলায়ত যুগে নিষ্ঠুরতা বা হনন অবাস্তিত; বরং খোদা-স্মরণ রূপ ভালবাসার প্রাধান্য বেশী। অতএব, এই বেলায়ত যুগের কামেল অলীউল্লাহদের আনুগত্য ও ভালবাসা জরুরী, অনিবার্য। ইহার ফলে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ খোদা-অনুরাগ সম্ভব।

হাদীছঃ- “যেই কেহ যুগসংস্কারক ইমাম বা নিজ জমানার ইমামকে চিনে না, তাহার মৃত্যু মুখতার মৃত্যু।” (মজমূসা ফতোয়া মৌং আবদুল হাই)

অপর হাদীছঃ- মেশ্কাতের “এমারত” বা সর্দারী প্রবন্ধে আছে; “যেই ব্যক্তি বায়েত ছাড়া মরে, তাহার মৃত্যু মুখতার মৃত্যু” (মোসলেম শরীফ হইতে)।^২

সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চিত যে, ধর্মবিরোধ উচ্ছেদই বেলায়তে মোত্লাকার মৌলিক দাবী। যাহারা এই যুগ অলীউল্লাহের নীতির অস্বীকারকারী এবং ফাছাদ আগ্রহী তাহারা নিশ্চয়ই অপদস্থ হইবে।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ফাছাদকে হত্যাকার্য্য হইতে অধিকতর জঘন্য পাপকার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের বাণী ঃ-

“ফাছাদ হত্যা হইতে নিকৃষ্ট কাজ।” সূরা বাক্বারা ১৯১ আয়াত।^৩

পবিত্র কোরআনের বাণী ঃ-

(১) كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف- (الحديث)

(২) الحديث

من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية-

مجموعه فتوى مولانا عبد الحى رح

وفى مشكوة المصابيح فى باب الامارة-

ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية- رواه مسلم

(৩)

سورة البقرة- ১৭১ آية

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

“যখন তাহাদিগকে বলা হয় ফাছাদ করিওনা, তখন তাহারা বলে, আমরা “মোছলেহুন” অর্থাৎ শান্তি স্থাপনকারী” (ছুরা বাক্বারা-১১)।^১

অবশ্যই ইহা নিশ্চয় যে, তাহারাই ফাছাদকারী যদিও তাহারা বুঝিতেছেন (ছুরা বাক্বারা-১২)।^২

তাহারা বলে, আমরা ইসলাম শান্তি প্রচার অর্থাৎ তবলীগ করিতেছি। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজে বা পরিবারে তাহারা “তফরীক” বা বিভেদ সৃষ্টিই করিতেছে। যাহার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দিন দিন ধর্মে বিভেদ, দাঙ্গা দলাদলি ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে হিংসা ঘৃণা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সমস্ত দেখা যায় না। জোর জুলুম মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

যেহেতু তাহারা মোটামুটিভাবে নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত ও শ্রদ্ধাশীল। আচার ধর্মে গোত্র গোষ্ঠীর অনুগামী ও অনুগত, বিবি তালাক ভয়ভীতি হইতে মুক্ত। প্রচার বা তবলীগ তাহাদের মধ্যেও আছে তবে তাহা অভ্যন্তরীণ কৌন্দল্যকারী নহে বরং উৎসাহমূলক প্রচেষ্টাকারী।

আমাদের মধ্যে ধর্মের নামে যাহারা ফাছাদ করে, তাহাদের যুক্তি হইল, পবিত্র কোরআনের ছুরা আলে এমরানে ১০৪ আয়াত মতে :-

“তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকিবে ইহারা সৎকার্যের দিকে জনগণকে আহ্বান করিবে। এবং প্রকাশ্য সৎকার্যে নির্দেশ দিবে।

(১)

سورة البقرة - ١١ آية

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

(২)

سورة البقرة - ١٢ آية

إِنَّمَا إِلَهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

গর্হিত কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে; ইহারা সফলকামী” ১৮

দুঃখের বিষয় তাহারা ঐ ছুরার ১০৫ আয়াতকে গোপন করিয়া চলে, কারণ ১০৫ আয়াতে বর্ণনা আছে :- তোমরা উহাদের মত হইওনা, যাহারা বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরস্পর বিরোধী। যদিও তাহাদের নিকট প্রমাণ ও বর্ণনা আসিয়াছে। এইরূপ লোকের জন্য নিশ্চয় বৃহত্তম আজাব বা শাস্তি আছে।^২ উপরোক্ত বিভেদ সৃষ্টিকারীরা নিজদিগকে নির্দোষ বলিয়া প্রচার করে। উপরোক্ত আয়াতসমূহের পোষকতায় সূরা “আনআমের” ১০৬/১০৭/১০৮ আয়াতাদির মর্মানুযায়ী উহারা কাজ বা আমল করে না, বরং পরস্পর গালাগালি ও নিন্দা প্রচারে রত থাকে। এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করে। নিম্নে আয়াতসমূহ প্রদত্ত হইল। সূরা আনআম ১০৬/১০৭/১০৮ আয়াত।^৩

(১) سورة آل عمران- ١٠٤ آية

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(২) سورة آل عمران- ١٠٥ آية

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(৩) سورة الانعام- ١٠٦-١٠٧-١٠٨ آيات

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَا
شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧) وَلَا
تَسْجُدُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْجُدُوا لَهُمْ عَدُوًّا يُغَيِّرُ عِلْمَ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

সুতরাং তাহারা যে, তবলীগকারী বলিয়া বলিতেছে তাহা সত্য নহে; বরং তাহারা “তফরীক” বা বিভেদ সৃষ্টিকারী। কারণ তাহারা নিজ সমাজে অভ্যন্তরীণ কোন্দলই সৃষ্টি করিতেছে যাহা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য নহে। সূরা আলে এমরানের ১০৫ আয়াত ইহার পরিষ্কার নিদর্শন। যেহেতু “তাছাদ্দুকে আহকাম” বা আদেশ নিষেধ কঠোরতা “তাকাছোছে আকওয়াম” গোষ্ঠী বিরোধ অনিবার্য করে। ফলে দুর্গতি ও অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

পবিত্র কোরআন, ছুরায়ে বাক্বারা ১৮৫ আয়াতে, রোগগ্রস্ত ও ভ্রমণকারীদের বেলায়, আদেশ কঠোরতা শিথিল করিতে গিয়া বলেন, “আল্লাহ্ তোমাদের সহজ সাধ্যতাই কামনা করেন, কঠোরতাকে পছন্দ করেন না। যাহার ফলে তোমরা খোদার মাহাত্ম্য বুঝিতে পার, শোকর গুজার ও সমুদ্র চিত্ত হও।”

একটি দৃষ্টান্ত :-

কাউকে বলিতে শুনিয়াছি, নারিকেলকে ছুলিয়া দুইটিকে পরস্পর আঘাত করিয়া রুটী ও সরবত উভয়ে খাওয়া যায়। সেইরূপ বাঙ্গালীকে কথাবার্তার দ্বারা ছুলিয়া পরস্পর সংঘর্ষ না লাগাইলে কিছুই হাছিল হয়না। তাই তাহারা ফেরকা বা দল সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ সুবিধা আদায় করে। তাহারা হেদায়তের নামে মাদ্রাসা করে এবং দল বা পার্টি বজায় রাখে।

(১)

سورة البقرة- ١٨٥ آية

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

মোল্লা জিওনের একটি গল্প মনে পড়ে। তাঁহার মাদ্রাসায় কয়েকজন দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র ছিল। তাহারা একরায়ে মোল্লা ছাহেবকে বলিলেন “হুজুর! দারুণ শীতে শৃগালগুলি অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছে” মোল্লা ছাহেব বলিলেন উপায় কি? তখন ছাত্রেরা বলিলেন “হুজুর বাদশাহকে বলিয়া শৃগালদের জন্য কিছু শীতবস্ত্র আনাইয়া দিতে পারিলে শৃগালদের বড়ই উপকার হইত। তাহারাও তো বাদশাহের রাজত্বে বাস করে।” তখন মোল্লা ছাহেব বাদশাহের নিকট পত্র লিখিয়া কিছু শীতবস্ত্র আনাইলেন। ছাত্রেরা ভাগাভাগী করিয়া সমস্তই লইয়া গেল। রাতে পুনরায় শৃগালগুলি চীৎকার শুরু করিলে, মোল্লা ছাহেব ছাত্রদের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাত্রগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শৃগালগুলি শীতবস্ত্র পাইয়া বাদশাহ এবং তাঁহাকে দোয়া করিতেছে। তখন মোল্লাছাহেব খুশী হইয়া বাদশাহের নিকট পত্র লিখিলেন, “শৃগালেরা আপনাকে দোয়া করিতেছে।”

এই সংবাদের সুযোগ লইয়া মোল্লাছাহেবের পড়শী এক ধূর্ত নাপিত মোল্লা ছাহেবের কাছে আসিয়া একদিন বলিল যে, “হুজুর আমি আপনার বাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনার বিবি অর্থাৎ আবদুল্লার মাতা রাড়ী হইয়াছেন; কিছু টাকার দরকার।” মোল্লা ছাহেব তখন বাদশাহের নিকট পত্র দিলেন যে, “আমার পড়শী একজন মুসলমান নাপিত সংবাদ আনিয়াছে যে, আবদুল্লার মাতা রাড়ী হইয়াছেন। অতএব, বাহককে খরচের জন্য কিছু টাকা দেওয়া দরকার।” বাদশাহ ব্যাপার কি জানিবার জন্য উজিরকে পাঠাইলেন। উজির মহোদয় মোল্লা ছাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, “কি ব্যাপার! হুজুর তো জিন্দা আছেন দেখিতেছি। আবদুল্লার মাতা রাড়ী হইলেন কি প্রকারে।” মোল্লাজি উত্তর করিলেন, “তাহাতো ঠিকই”, নাপিত তো মুসলমান। মুসলমান কি করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে! আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। বাদশাহকে বলুন, তাহাকে কিছু টাকা দিতে। তাহাই হইল। যেহেতু মোল্লা ছাহেব বাদশাহেরও গুস্তাদ ছিলেন।

এইরূপ সরল বিশ্বাসী তকলিদীপ্রাণ জনগণ দোজখ, কুফরী এবং সাক্ষাৎবিপদ বিবি তালাকের ভয়ে সবসময় সন্ত্রস্ত বিধায়, সু-চতুরভেদ পেশাবুদ্ধি সম্পন্ন খোদায়ী ছন্দবিহীন নায়েবে নবীর দাবীদারদের কথা শুনিতে বাধ্য হয়।

যেহেতু বেশভূষা, কাপড়চোপড় ও ঢিলা কুলুকে তাহারা পাক্কা মুসলমান দেখা গেলেও তাহাদের ঈমান ঈমানে তক্লিদী। যাহা চিন্তাবিহীন শুধু দেখাদেখি শুনানি স্তরের। “এলমুল একীন” ও “হক্কুল একীন” পর্যায়ে না হওয়ায় পূর্ণ বেলায়তে ঈমানের অধিকারী নহে। বেলায়তে ঈমান, বেলায়তে এহছানের ক্ষুদ্র অংশ। ইহা আল্লাহ্, নবী-রসূল ও অলীউল্লাহ্দের মহব্বত ভালবাসায়ুক্ত ত্বরীকত পর্যায়ে। সুতরাং তাহারা মহব্বতের যোগাযোগ বিহীন নূর বা সুষ্ঠু জ্ঞান আলো শূন্য। অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং তাছাওফে ইসলাম ২৭২/২৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন; বুজর্গানে দীনের ভালবাসা বেহেশতের চাবি। অস্বীকারকারীরা অভিশাপের যোগ্য।^১

মেশ্কাৎ শরীফের হাদীছে বর্ণিত, তোমরা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হিসাবে গণ্য হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের পিতা-পুত্র এবং সমস্ত কিছু হইতে আদৃত পেয়ারা সাব্যস্ত না হই।^২

কোরআনে পাকের ছুরায়ে বুরূজের ১০ম আয়াতে আছে :- যাহারা ঈমানদার স্ত্রী পুরুষকে কষ্ট দিয়া অনুতপ্ত না হয়, নরক দাহন তাহাদের জন্য অনিবার্য।^৩

(১)

مشوى

حب درويشان كليلد جنت ست ★ منكر ايشان سزائى لعنت ست

(২)

حديث-

لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و والده والناس اجمعين

(৩)

سورة البروج- ١٠ آية

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ الْخَرِيقِ ۝

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ- প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যক্তিই নায়েবে রসূল যাহার অন্তঃকরণে খোদার হুকুম নাজেল হয়।’ মছনবী।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে জনগণ চিন্তা করিতে পারে না যে, সমাজের যেই সম্পদ উক্ত পেশাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের সেবায় ব্যয় হয় তাহার বিনিময়ে সমাজ কি পায়?

আমরা দেখি, বিনিময়ে দেশের আশা-ভরসাঙ্গুল কচি ছেলেরা তাহাদের সংস্পর্শে গিয়া প্রথম হীন ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাও পরের জন্য। যখন সেখান হইতে বাহির হয় তখন তাহাদের এমন কোন যোগ্যতা থাকে না, যাহার দ্বারা সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণকর কোন সহযোগিতা দিতে পারে। এমন কি একজন প্রাইমারী শিক্ষকের যোগ্যতাও তাহাদের থাকেনা, রাষ্ট্রের সহযোগিতা বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক যোগ্যতা দূরের কথা, ধর্ম ও নৈতিক দিক্ দিয়া চিন্তা করিলেও ইহা আরো মারাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ এই খারেজী মাদ্রাসা হইতে নির্গত লোকদের মধ্যে কোন প্রকার অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন লোক দেখা যায় না।

প্রবাদ আছে যে, “ওহাবীদের মধ্যে বুজর্গ হয়না এবং শিয়াদের মধ্যে হাফেজ হয়না।” দৃষ্টান্ত স্বরূপ “মোনাডেরাতুছ্ ছাদরাইন” নামক কেতাবের একটি ঘটনা এইখানে সন্নিবেশ করিলাম। যথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় “জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ” ও “জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের” দাবীর হক্কানিয়াত বা সত্যতা সম্বন্ধে মওলবী হোসাইন আহমদ মদনী ছাহেব এবং মওলবী শকীর আহমদ ওছমানী ছাহেব লিখিত মোনাডেরার সময় মওলবী শকীর আহমদ ওছমানী ছাহেব দাবী করিয়াছিলেন যে, তিনি “এসতেখারাতে” জানিতে পারিয়াছেন যে, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের দাবী সত্য অর্থাৎ ইহাতে আল্লাহ্ তা’য়ালার রজামন্দী আছে। কিন্তু মওলবী হোছাইন আহমদ মদনী ছাহেবের পক্ষ হইতে এইরূপ কোন খোদায়ী এলহাম বা এল্কা বা এসতেখারা অথবা স্বপ্নেরও খবর মিলে নাই।

(১)

مثنوی

در حقیقت او بود نائب رسول ★ در دلش احکام حق گر دو نزول

কার্যক্ষেত্রেও মওলবী শকীর আহমদ ওছমানীর দাবী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে কষ্ট হয়না যে, তাহাদের সঙ্গে খোদার কোনরূপ রূহানী যোগাযোগ নাই ও ছিলনা। এই ফের্কার লোকজনকে দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন সবসময় বিরক্ত। তাহাদের চেহারা বা মুখমণ্ডলে যাহা ব্যক্ত দেখা যায় তাহা মোটেই প্রফুল্ল অন্তঃকরণের পরিচায়ক নহে। যেই প্রফুল্লতাকে জান্নাত নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু আরবী পরিভাষায় বলে ৪-

“আল জান্নাতু মা ইয়ারগাবু বিহিল জনান।” অর্থাৎ জান্নাত বা স্বর্গ দ্বারা অন্তঃকরণে উৎসাহ বা প্রফুল্লতা সৃষ্টি করা হয়। (তফছীরে ইবনে আরবী ও আল্লামা ইম্পাহানী লোগাত দ্রষ্টব্য)

হারাম ও হালাল ৪-

কোরআন মতে হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুও বিপদ সময়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করা যায় (ছুরা মায়েদার ২য় আয়াত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু হালাল বা পবিত্র বস্তুকে হারাম বলা যায় না; বরং এইরূপ হালালকে হারামকারীর বিপক্ষে কোরআন পাকের ছুরা আরাফের ৩২ আয়াতে ঘোষণা আছে।

“যেই সমস্ত ভাল বস্তু বা খাদ্য, আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে হারাম বা নিষিদ্ধ করিতে কে তোমাদিগকে বলিয়াছে।”

পবিত্র কোরআনে ছুরা বাক্বারার ১৬৮ আয়াত এবং ছুরা মায়েদার ৮৭ আয়াতে আল্লাহ্ তা’য়ালা উক্ত বিষয় বর্ণনা দিতেছেন; যেমন ৪-

“হে মানবগণ! যেই পবিত্র জিনিসগুলি আল্লাহ্ তা’য়ালা তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করিয়াছেন, তাহা খাও এবং শয়তানের ধোঁকায় পতিত হইওনা।

(১)

سورة الاعرف - ۳۲ آية

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۖ

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের নিশ্চিত (প্রকাশ্য) শত্রু (ছুরা বাক্বারা-১৬৮)।^১
 হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তা'য়ালা যেই সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করিয়াছেন তাহা
 তোমরা হারাম করিওনা এবং তোমরা বাড়াবাড়ি করিওনা। আল্লাহ্ তা'য়ালা
 সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না (ছুরা মায়দা-৮৭)।^২

ইহারা বলে, কোন উপলক্ষে খোদার নাম লইয়া জবেহ করিলেও তাহা
 নাজায়েয বা হারাম হইবে। তাহারা চিন্তা করিতে পারে না যে, চিন্তাশীল
 লোকের তাহাদের কথার অসারতা বুঝিতে দেবী হইবে না। কারণ যে কোন
 জবেহ উদ্দেশ্য ছাড়া হয় না। যথা, ফাতেহা পর্ব, ওরস, মেহমানদারী,
 জলছা, বিবাহ, আতিথেয়তা, শাদীগমী, সেপাহীর রসদ ইত্যাদি নিশ্চয় এক
 একটি উপলক্ষ এবং অনিবার্য কারণ। এইরূপ মানসিকতা সম্পন্ন লোকের
 সঙ্গে কোন শান্তিশৃঙ্খলা প্রিয় সংস্থা বা স্থিতিশীল শাসনতন্ত্রের সহযোগিতা করা
 সম্ভব নহে। এই রকম অশান্তি প্রিয় লোকেরাও কোন স্থিতিশীল শাসনকে
 সমর্থন করিতে পারে না। অতীতে ইহার বহু নজীর বা উদাহরণ রহিয়াছে।
 ইহারা বনী ইছরাইলের মত খেয়ালি প্রকৃতির আনুগত্যের অপরাধের জন্য
 কোরআনে বর্ণিত—

“ফাতু'বু এলা বারেয়েকুম ফাকতুলু আনফুছাকুম” অর্থাৎ “তোমরা পরস্পর
 মারামারি কাটাকাটি করিতে থাক এবং তওবা কর” (ছুরা বাক্বারা-৫৪) বাণীর
 মর্মমতে বিরোধজনিত শান্তি ভোগ করিতে নীতিগত বাধ্য। যেহেতু তাহারা

(১) سورة البقرة- ১৬৭ آية
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

(২) سورة مائدة- ৮৭ آية
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

খোদায়ী ফজিলতের অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানবীয় যোগ্যতাকে অস্বীকার করে এবং বুজুর্গানে দীনের শেকায়ত করে।

শেকায়ত সম্বন্ধে ৪:-

মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ৪:-

“যদি আল্লাহ্ তা’আলা কাহাকেও বেইজ্জত বা অসম্মানিত করিতে ইচ্ছা করেন তখন, তাঁহার পবিত্র বান্দাদের শেকায়তে তাহারা জবান দরাজ করেন।”

“দরবেশদের ভালবাসা বেহেশতের চাবি কাঠি। ইহাদের বিরুদ্ধাচারীরা শাস্তির যোগ্য।”

অবশ্য ইহার একটি কারণও আছে। যেহেতু তাহাদের নফছ বা সত্ত্বার প্রকৃতি হইল আম্মারা বা পাপকার্য্য অনুরাগী; যাহা “আম্মারাতুন বিচ্ছুয়ে” অর্থাৎ অপরাধ প্রবণ। নাছুত বা দৃশ্যমান জগত ইহাদের অবস্থান ক্ষেত্র। পাপকার্য্যে রত হওয়া এই স্তরের স্বভাব। ইহা মানবতার প্রারম্ভিক স্তর! শরীয়ত এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ ধর্ম। আদেশ নিষেধমূলক শৃঙ্খলে ইহারা আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। তাই ইহাকে এবাদাতে মোত্নাফিয়া এবং মায়ামেলাতে এয়তেবারীয়া বলা হয়। বাংলায় ইহাকে পাপ বিরতকারী এবাদত ও পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত স্বার্থ বলা হয়।

বিধান শিথিল অবস্থা ৪:-

ইসলামী শরীয়তী আইন কানুন মায়ামেলাত শিথিল যুগে ইহা হুকুমতের হুকুমের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে বাধ্য।

এবাদাতে মোত্নাফিয়া আচরণে ছুফীয়ায়ে কেরামগণ গোড়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং উস্কানীদাতা মতলববাজ আলেম নামধারী লোকদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহেদা, মোরাকেবা ইত্যাদি ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন।

(১)

مشنوی

گر خدا خواهد که پرده کس درد ★ طعنه اندر دامن پا کان برد
حب درویشان کلید جنت ست ★ منکر ایشان سزائے لعنت ست

যেহেতু ত্বরীকত পন্থা, শরীয়ত পন্থার পরবর্তী বিধায়, লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইহার তফাত দেখা যায়। এই কারণে জিক্রে জবানীকে নাছুতী এবং জিক্রে কল্বীকে মল্কুতী বলা হয়।

ছুফী ধ্যান ধারণা :-

ছুফীয়ায়ে কেরাম আত্মশুদ্ধিকামী দ্বিতীয় স্তরের “লাওয়ামা” বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায়, তাহারা ত্বরীকত পন্থী। তাঁহারা এখতেলাফ পরিহার করেন। অলীয়ে কামেলের জ্ঞানজ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। বিধানধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এবাদত বা উপাসনার উপর “এতায়াত” বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য। যথা কোরআন পাকঃ- “বল- যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস, আমার অনুগত হও। খোদা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপ বিদূরিত করিবেন। খোদা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু” (ছুরা আল এমরান-৩১)।^১

আজিম নগর নিবাসী সৈয়দুল হক ফকীর ছাহেবকে হজরত আকদাছ একদা বলিয়াছিলেন :-

“সৈয়দুল হক মিঞা! আপনি আমার আবদুল মজিদ মিঞার সঙ্গে উঠা-বসা করিবেন।” তিনি বলিলেন, “আমি গরীব। মজিদ মিঞা বড় লোক, নামায রোজার দস্তুরবন্দও নহেন। এহেন অবস্থায় আমার কি উপকার হইবে!”

হজরত আকদাছ উত্তরে বলিলেন, “মজিদ মিঞার কোরআন কিতাব মজিদ মিঞার জন্য আপনার কোরআন কিতাব আপনার জন্য। আপনি তাহার সহিত দোস্তি রাখিবেন, আমি আপনাকে দেখিব!”

(১)

سورة آل عمران - ٣١ آية

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ইহাতে বুঝা যায়, মজিদ মিঞা হজরত আকদাছের মুরীদে কামেল এবং অনুগত ছিলেন। সৈয়দুল হক ফকীর ছাহেবও শেষ জীবনতক্ ইজ্জতের সহিত জীবন যাপন করিতে থাকেন। আবদুল মজিদ মিঞা একদা আমাকে বলিয়াছিলেন, “সৈয়দুল হক আমার পুত্র। আমার সন্তানেরা নহে।” ইহাতে বুঝা যায়, সৈয়দুল হক ফকীর তাঁহার রহস্যের ধারক বাহক ছিলেন। এই ফকীর ছাহেবের বড় ছেলে ত্বরীকত পথে ইজ্জতের সহিত কালাতিপাত করিতেছেন। দেখা যায়, ইহা স্রষ্টাপ্রেম অর্জনে আনুগত্যতার সুফলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মছনবী শরীফে মওলানা রুমী (রঃ) হজরত বায়েজীদ বোস্তামীর (রঃ) পীরের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ-

যখন আমাকে দেখিয়াছ, মনে কর খোদাকে দেখিয়াছ। প্রকৃত হাকীকী কা'বার চতুস্পার্শ্বে তুমি “তওয়াফ” করিয়াছ। আমার চতুস্পার্শ্বে সত্তর বার “তওয়াফ” কর। এই “তওয়াফ”কে কা'বার “তওয়াফ” হইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর। যেহেতু কা'বা আজরের ছেলে ইব্রাহীম খলীলের গঠিত বস্তু। মানবদিল বা অন্তঃকরণ খোদার অবস্থান ক্ষেত্র। হে বায়েজীদ! আমার এই সূক্ষ্ম কথাটি তোমার প্রাণের কানে গাঁথিয়া রাখ। যেইরূপ কানে সোনার বালী গাঁথিয়া রাখে। যাহার ফলে তোমার কানের বালী^১ সোনার খনি হইয়া যাইবে এবং তুমি আছমান ও ছুরাইয়ার^২ উপরে চলিয়া যাইবে।^৩ হজরত হাফেজ সিরাজী (রঃ) বলেন, ওহে হজ্বের ফেরেশতা তুমি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিওনা;

(১) “বালী” একপ্রকার স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার, কর্ণে পরিধান করা হয়।

(২) “ছুরাইয়া” যে ছেতারা বা গ্রহের প্রভাবে মানুষ বাদশাহ্ হয়।

(৩)

مشق

چوں مرا دیدی خدارا دیدۀ ★ گرد کعبہ صدق بر گر دیدۀ
گردمن طوفی بکن هفتاد بار ★ ایں طوافی بہتر از کعبہ شمار
کعبہ بنیاد خلیل آزرست ★ دل گزرگاہ جلیل اکبرست
بایزید ایں نکتمارا ہوش دار ★ نہجوں حلقہ گوش وارہ گوش دار
گوشوارہ چہ کہ کان زرشوی ★ از فلک و تا ثریا برشوی

যেহেতু তুমি ঘরই দেখ আর আমি নিজকে খোদার ঘর দেখি ।^১

মহনবী :-

“হজরত মূসার অনুসারী লোকেরা ও প্রাণ পোড়া আশেক লোকেরা পরস্পর ভিন্ন পন্থীয় লোক । কারণ তাঁহার বেলায় যাহা প্রশংসিত তোমার বেলায় তাহা শেকায়ত । তাহার বেলায় যাহা মধু, তোমার বেলায় তাহা বিষতুল্য । শতশত কেতাবকে আগুনে নিক্ষেপ কর; নিজের অন্তঃকরণকে পীরের জ্ঞানজ্যোতির দিকে নিবদ্ধ কর ।”^২

হাদীছ শরীফে আছেঃ- আবরারদের পূণ্য নিকটতম ব্যক্তিদের পাপ তুল্য ।^৩ ইহার পরবর্তী ধাপ হইল নফছে মোলহেমা অর্থাৎ খোদায়ী প্রেরণা উৎস প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব প্রকৃতি । রাজিয়া, মর্জিয়া ও কামেলা প্রভৃতি যে যেই মকামের বা স্তরের লোক, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুরাগ ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট মতে মুরীদ বা ছালেক আত্মদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় । ইহারা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকে অনুরাগী বিধায়, ইহাদিগকে মুরীদ বলে শরীয়ত (শুরু ও প্রাথমিক) তকলিদী দলবদ্ধ গোণ ও প্রথম স্তরের লোক বিধায় তাহাদিগকে শুধু উম্মত বলা হয় এবং ত্বরীকত পন্থীগণ শুধু উম্মতই নহেন, বরং মুরীদও বটে । ছালেক বা খোদাপথচারী, নিজ নফছ বা সত্ত্বার উপর উল্লেখিত স্তরের অভ্যন্তরে ডুব দিলেই বুঝিতে পারে, নিজে কোন্ মকামে বা স্তরে আছে । আম্মারা স্তরে থাকিলে সে শরীয়তে তকলিদীতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য । যেহেতু ইহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপূর স্তর ।

(১)

دیوان حافظ -

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو ★ خانه می بینی و من خانه خدا می بینم

(২)

مثنوی

موسوی آداب دانا دیگر اند ★ سوخته جانان روانان دیگر اند
در حق او مدح در حق تو ذم ★ در حق او شہد در حق تو سم
صد کتاب و صد ورق در نار کن ★ روئے خود را جانب دلدار کن

(৩)

حدیث -

حسنات الابرار سنّيات المقرّبين -

এই স্তরের লোক শৃঙ্খলিত না থাকিলে স্বাভাবিকভাবে ফাছাদ ও রক্তপাত করে, যাহা আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশ্তারা অনুমান করিয়াছিল।

তাই প্রত্যেক ধর্ম বা সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ধর্মহীন লোকেরা বহু কিছু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও এ যাবৎ তাহারা বিশ্ব সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে নাই। বরং দিন দিন নূতন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।

তাই মাওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেন :-

“যাহারা খোদার “এলহাম” বা বাণীর মালিক তাহারা জীবন সার্থককারী এবং যাহারা অনুমান ও কল্পনাবিলাসী তাহারা জীবন বিনাশকারী বিষতুল্য”।^১

“বুদ্ধির পথ আঁকা বাঁকা। খোদা পরিচিতদের নিকট খোদা ছাড়া কিছুই কাম্য নহে”।^২

“দুনিয়াবীভাবে মৃত ও খোদায়ীভাবে জীবিত ব্যক্তি খোদার প্রতিচ্ছবি।”^৩

“তঁাহাদের দেহ, কল্ব, রুহ সমস্তই পবিত্র; যেহেতু তঁাহারা পবিত্র।”^৪

“পীরে ফায়াল বা সংগঠনমূলক ক্ষমতাবান কার্য্যকরী পীর, মুরীদের সহিত আলাপ ছাড়াও তাহার অন্তঃকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন।”^৫

(১)

مثنوی

اهل الهام خدا عین الحیات ★ اهل تسویل وهو اسم الممات
هم خدا خواهی و هم دنیائے دون ★ ایں محالست و محالست و جنون
اهل دنیا کافران مطلق اند ★ روز شب در بق بنی و در ذق ذق اند

(২)

ره عقل جز تیج در تیج نیست ★ بهرے عارفان جز خدا هیچ نیست

(৩)

سایه یزدان بود مرد خدا ★ مرده ایں عالم و زنده خدا

(৪)

جسم شان و قلب شان و روح شان ★ جمله نور مطلق آمد بے نشان

(৫)

پیر فعال ست بے آله چون حق ★ بامریدان بے سخن گوید سبق

“যদি শেষ জমানার বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চাও তাহা হইলে এই রকম পীরের অনুসরণ কর।”

যেমন “অহীয়ে গায়রে মতলু”^২ ইহা নাছুত স্তরের ভাষা নহে। যাঁহার উপর এই অহীয়ে রব্বানী অবতীর্ণ হয়, কেবল মাত্র তিনিই ইহা অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হন।

হজরত আকদাছ সময়ে সময়ে বলিতেন :- “তুমি আমার সামনে থাকিয়াও যদি স্মরণ বিচ্যুৎ হও তাহা হইলে তুমি তখন ইয়ামন দেশের বাসিন্দা। কিন্তু স্মরণ রত অবস্থায় তুমি যেখানেই থাকনা কেন, তুমি আমার সামনে।”

ইহার প্রমাণ স্বরূপ চিন্তা করিলে মন উৎফুল্লতায় ভরিয়া উঠে যখন দেখি তাঁহার মুরীদানের মধ্যে বহু কামেল অলী উল্লাহদের আবির্ভাব। ইহাদের ফকির-দরবেশ রূপী ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রভাবশালী খ্যাতি দেশ বিদেশে পরিচিত ও পরিব্যাপ্ত। ইহারা তাঁহার স্মরণ বিচ্যুত নহেন।

এই স্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, গুস্তাদ বা শিক্ষকগণ, বিভিন্ন শিক্ষানুরাগীকে শিক্ষাদান ও জ্ঞান বিতরণের ফলে শিক্ষানুরাগী ছাত্রের হৃদয়, অনুরূপ জ্ঞান আলোতে আলোকিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে এই আলো বিতরণকারীর যোগ্যতাও ব্যাপ্ত এবং বিশালত্ব লাভে মহান হয়। যেমন একটি চেরাগ বা প্রদীপ হইতে অসংখ্য চেরাগ বা প্রদীপ আলো গ্রহণে, আসল বাতির জ্যোতিঃ একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয়না। তদ্রূপ রূহানী বা আধ্যাত্মিক ফয়জ বরকাত জ্ঞান বিতরণের ফলে কোন কামেলের বুজগীর ব্যাঘাত ঘটেনা বরং উজ্জ্বল, প্রসার, বৃদ্ধি প্রাপ্তিই স্বাভাবিক।

নতুন বৃষ্টি বা “গাইছ” যেইরূপ আসমানী মঙ্গল লইয়া বিভিন্ন ভূখণ্ডের প্রকৃতি অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি ঘটায়, তদ্রূপ “কমালে আকমল” বা শ্রেষ্ঠ বুজগের বুজগী বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের ফলে বিভিন্ন মসরবের প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির উৎপত্তি দেখা যায়। যাহা দ্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়তের অপর প্রমাণ।

(১) دامن او گیر زوتر یگمان ☆ تاری از آفت آخر زمان

(২) অহীহে গায়রে মতলু পার্থিব ভাষায় অনুচ্চারিত খোদার বাণী।

মতালেবে রশীদীর ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে :-

“গাউছুল আজম জীবের ত্রাণকর্তা হিসাবে খোদার হুকুমে বিল আছালত বা জন্মগত অলী উল্লাহ্ হন। তিনি “ফরদুল আফরাদ” ও আহমদ মোস্তফা (দঃ) এর সমস্ত বেলায়তী গুণের অধিকারী এবং সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। তাঁহার বেলায়তের উপরে বেলায়তের অধিক কোন মর্তবা নাই। ইছমুল্লাহ্ ফরদুল আফরাদের বিশ্বাসের উৎস। আল্লাহ্ শব্দ বিশিষ্ট হইবে।”

যেমন,- আহমদ উল্লাহ্‌তে ইহা প্রকাশ পায়।

মওলানা মছনবীতে বলেন :-

বলিয়াছেন নবীবর, আমার উম্মতে

আছে মোর সমকক্ষ গুণে আর হিম্মতে।^২

ধুরঙ্গ নদীর গতি পরিবর্তন ও মোং ছৈয়দ মহাং হাশেম ছাহেবের প্রতি তাঁহার বাণী প্রভৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জিল্লি অলী উল্লাহ্ ছিলেন।

ধুরঙ্গ নদীর প্রতি তাঁহার “দূর হও” বাণীতে তাঁহার ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হইয়াছিল; যাহা উর্ধ্ব শক্তিজনিত বা “মালায়ে আলার” দিকে তাঁহার হিম্মতে এরাদীকে উত্তীর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে খোদার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

(১)

مطالب رشیدی- صفحہ ۲۶۸

غوث الاعظم فریادرس بحکم الہی بالاصالت باشد۔ فرد الافراد صاحب تمام ولایت محمد (ص) یست کہ جامع التزئیہ والتشبیہ ست وبالائے آن رتبہ ولایت نیست۔ مبدہ یقینی فرد الافراد اسم اللہ ست۔

(২)

منثوی

گفت پیغمبر کہ هست از اتمم ☆ ہم صفت ہم گوہر وہم ہتم

যেমন- কয়লাতে আগুন ইহার গুণ গরিমা ও রূপ রং সহ বিকাশ পায়। ইহারই নাম “তাছাররোফ”। সাধারণ লোকের পরিভাষায় ইহাকে দোওয়া বা বদ্ দোওয়া বলা হয়। যাহাতে বুঝা যায় মগ্নচেতনাই সমস্ত চেতনার মূলাধার। হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে :-

“ফকির ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি “হয়ে যাও” বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় সংগঠিত হইয়া যায়।”

শাহ্ অলী উল্লাহ্ দেহলবী (রঃ) এর “কউলুল জমিল” কেতাবের উর্দু অনুবাদ শেফাউল আলীলের ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।^১

ভিন্ন হাদীছ এই গ্রন্থের ১৬৭ পৃষ্ঠায় তাছাওয়াফে ইসলাম ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত দ্রষ্টব্য।

মেশ্কাতে শরীফের হাদীছে আছে :-

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ পাকের বান্দাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপও আছেন যাহারা নবীও নহেন, শহীদও নহেন। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহাদের মর্যাদা দেখিয়া নবীগণ ও শহীদগণ তাঁহাদের প্রতি ইর্ষান্বিত হইবেন। আছহাবগণ প্রশ্ন করিলেন, এয়া রসূলুল্লাহ্ বলিয়া দিন তাঁহারা কারা (অর্থাৎ কি কাজের জন্য তাঁহারা এই মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন)? তিনি উত্তরে বলিলেন :-

তাঁহারা (প্রেমিক) রক্তের সম্পর্ক ও পার্থিব সম্পদের সম্পর্ক ব্যতীত আল্লাহ্ তায়ালাস সঙ্গে, শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ভালবাসা ও প্রেমের আদান প্রদান করেন।

(১) وفي شفاء العليل ترجمه قول الجميل مولف شاه ولي الله محدث

دهلوی (رح) فی بیان تحصيل هیئۃ النفسانیہ -

حدیث میں ہے کہ بعض شخص غبار آلودہ پریشان مو- پرانے پہنے کپڑوں والا جسکو کوئی خیال میں نہیں لاتا- اگر وہ قسم کہا بیٹھے اللہ

کے بہرے پر حق تعالیٰ اسکے قسم کو سچا کر دے یعنی خدا کے نزدیک اسکی ایسی وجاہت ہے جیسا اسنے کہا ویسا ہی کر دے-

بمضمون الفقير من قال کن فيكون-

আল্লাহের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহাদের মুখমণ্ডল নিশ্চিত নূর (আলো) এবং তাঁহারা নিশ্চিতভাবে নূরের উপর (আলোজগতে) অবস্থান করেন। মানুষ যখন ভীতি বিহীন হইবে, তাঁহারা ভীতি বিহীন হইবে না। মানুষ যখন অনুতাপ করিবে তাহাদের অনুতাপের কোন কারণ হইবেনা। অতঃপর রসূল করিম (দঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন; “অবশ্যই আওলীয়াল্লাহদের কোন ভয় নাই এবং তাঁহাদের অনুতপ্তও হইতে হইবেনা” (মেশ্কাত; তাছাওয়ায়ে ইছলাম, ৫৯ পৃষ্ঠা)।^১

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের পোষকে “তাছাওয়ায়ে ইসলাম” নামক কেতাবের ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠায় যে বিবৃতি আছে তাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।^২

মছনবীতে মওলানা বলেন :-

প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি অর্থাৎ মানব দেহই আসল কেতাব, তোমার নিজ হইতে নিদর্শন বা আয়াতগুলি তালাস করিয়া লও। দেহতত্ত্ব তালাস কর।

(১)

حديث مشكوة-

ان من عباد الله لا ناسا ما هم بانبيا ولا شهداء يغبطهم الانبياء
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل قال رجل فمن هم
وما اعمالهم لعلنا نحبيهم ! قال رسول الله صلعم و الله ان وجوههم
لنور و انهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا
حزن الناس قالوا ثم قرى آلا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
يَحْزَنُونَ - (سورة يونس - ۶۲)

(২) তাছাওয়ায়ে ইসলামের ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠায় মেশ্কাতের হাদীছের অনুরূপ :-

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احبه كنت سمعه
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به ويده التى
ييطش بها ورجله الذى يمشى بها بى يسمع و يبصر و بى ينطق و بى
يعقل و بى ييطش و بى يمشى -

“কোরআন, নবীদের অবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নহে। নবীগণ খোদার অনন্ত প্রেম-প্রেরণা সমুদ্রের মৎস্য রাজি”। মছনবী”

এই কারণে এই প্রেমপন্থী লোকেরা দেওয়ানে আমীর খসরুর পরিভাষায় ভাবেনঃ- “এইরূপ মোরশেদের নিকট নিজকে কেন লুটাইবনা যাহার কথাবার্তা খোদার কালামের সহিত মিলিয়া যায়। এবং যাঁহার কাজকারবার রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর কাজ-কারবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।”^২ “লোকে বলে, খসরু বুত পরন্তী করে। হাঁ হাঁ করি। জগদ্বাসীর সহিত ইহাতে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আমার নেহায়েত ব্যক্তিগত।”



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এবাদাতে মোতানাফিয়া

নামায, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি এবাদাতে মোতানাফিয়া বা পাপকার্য্য বিরতকারী এবাদাতের পর্যায় ভুক্ত।

যেমন ঃ- পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, “নামায শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল মনের বিনয়-ভাব ছাড়া অন্য কিছুই নহে”। (হাদীছ)

“এহয়্যাযুল-উলুম” কেতাবের প্রথম খণ্ডের উর্দু অনুবাদ “মজাকুল

(১)

مثنوی

چہست قرآن حالہائے انبیاء ★ ما ہیان بحر پاک کبریا
در حقیقت خود توئی ام الکتاب ★ ہم زخود آیات خود را بازیاب

(২)

دیوان امیر خسرو رح

کیون نہ قربان ہوں ایسے مرشد پر آمیر گفتگو جنکی کلام اللہ سے ملتی
ہوئی ہر ادا جنکی رسول پاک سے ملتی ہوئے۔

(৩)

خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند آری آری می کنم با خلق
عالم کارے نیست۔

আরেফীন” কেতাবের ১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।^১

প্রথম নামায :-

কোরআন পাকের আদেশ-

(১) “আকিমুচ্ছালাতা লেজিকরী”- অর্থাৎ “আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম বা বিন্যস্ত কর।” আরবীরা পতিত থিমা বা তাবুকে খাড়া করা বা বিন্যস্ত করার জন্য ‘আকীম’ শব্দ ব্যবহার করে। যথা “আকীমিল থিমাতা” অর্থাৎ পতিত তাবুকে বিন্যস্ত কর।

(২) “লা তাকুন্না মিনাল গাফেলীন”- অসতর্ক বা গাফেল হইওনা। অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় মুখ-জবান কানসহ দীলের অন্তঃস্থলেও যেন ধনীনীত হয়।

(৩) “হাভা তায়ালামু মা তাকুলুন”- বিভোর চিত্ত অবস্থাতে নামাযের কিনারে যাইওনা, যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝিতে পার তোমরা কি বলিতেছ (সূরা নিছা-৪৩)।^২ ইহা আদেশ নিষেধ মূলক আয়াত। ঐ ব্যক্তিরও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত; যাহারা পার্থিব চিন্তাধারায় বিভোর। যদিও তাহারা নামাযের মধ্যে মুখে বহুকিছু পড়ে এবং রুকু, ছজিদা, কেয়াম, কহুদ ইত্যাদি করে অথচ তাহাদের মন খোদা স্মরণ বিনয়ে, ধৈর্য্যশীল ও মোনাজাত বা প্রার্থনায় সজাগ-চিত্ত নহে বরং গাফেল ও বেখবর। এইগুলি নেহায়েত মনন প্রকৃতি সম্পন্ন বস্তু। মন এই দিক সেইদিক দৌড়াদৌড়ি করিলে ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া আনিয়া পাহারা দেওয়া এবং পশুর মত তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করা দরকার। ইহাতে মহিষ গরু প্রভৃতি জানোয়ারের মত মানবের পশু প্রকৃতিও পোষ মানিতে অভ্যস্ত হয়। এই ব্যবস্থা পশুস্তরের লোকদের জন্য; যাহাদের নফছ বা মানব সত্ত্বার প্রকৃতি “আম্মারা” বা পাপ কার্য্যে উৎসাহী এবং যাহাদের বিচরণক্ষেত্র বা অবস্থান-নাছুত বা দৃশ্যমান জগত।

(১) مذاق العارفين - صفحه ۱۹۲

انما الصلوة تسكن و تواضع وتباضع (ah©kxjZv) وتنادم (লজ্জাশীলতা)

(২) سورة النساء - ৪৩ آية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۝

তাই মওলানা মছনবীতে বলেন ৪:-

“পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামায পথ দেখানো নামাযই বটে। খোদার প্রেমিকগণ সব সময়ে নামাযে রত থাকে”।^১

পানি খাওড়ী পাখি যেমন সারাদিন পানিতে থাকিয়াও তাহার জলতৃষ্ণা মিটাইতে পারেনা; সেইরূপ এক্ষ বা খোদা প্রেম-বিভোর চিত্ত মানব নির্দিষ্ট ওয়াক্ত মতে নামায আদায় করিয়াও তৃপ্ত হয় না বরং তাহারা “সব সময়েই নামাযে বা খোদা স্মরণে রত থাকে”, যেইরূপ কোরআন বলে- “আল্লাজিনা হুম আলা ছালাতেহিম দায়েমুন।”

তফছীরে ইবনে আরবীতে আছে, খোদার প্রেমগ্নি মনে জাহ্রত করার নাম নামায বা ছালাত। যেহেতু “ছালাত” “ছালয়ুন”^২ ধাতু হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ ধামাচাপা আগুন জাহ্রত করা।^৩ যেমন পবিত্র কোরআন বলে।

“তাছ্লাম নারুন হামীয়া” অর্থাৎ দোজখীদের জন্য আগুন তেজদার বা জাহ্রত করা হইবে (ছুরা গাশিয়া-৪)। ইহা নামাযের অভ্যন্তরীণ দিক্ এবং দ্বিতীয় স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। ইহা ত্বরীকতের “লাওয়ামা” বা অনুতাপ স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া “মোলহেমা”-অর্থাৎ খোদার প্রেরণা বা “এলহাম” ইত্যাদি স্তরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

ফরহাদাবাদ নিবাসী মুফ্তী মৌলানা সৈয়দ আমিনুল হক ছাহেব (রঃ) একদা আমাকে বলেন ৪:-

কোন এক জুমাবারে আমি হজরত আকদাছের খেদমতে হাজির হই। নামাযের সময়, সামনের পুকুরে অজু করিয়া উপরে উঠিয়া আসিলে হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) ছাহেব, আমার সামনে আসিয়া আমার ডান হাতখানা তাঁহার বাম বগলে চাপিয়া হাতের কজা নিজ হাতে আবদ্ধ করিয়া

(১)

مثنوی
بیچ وقت آمد نماز رہنمون ☆ عاشقانہ را صلوٰۃ وائمون

(২) “ছালয়ুন” - صلی

(৩)

تفسیر ابن عربی-
الصلوة مشتق من الصلی و هی ایقاد نار العشق-

ভাব বিভোর চিন্তে গজল পড়িতে পড়িতে পায়চারী করিতে থাকেন। ওদিকে মসজিদে খোত্বা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে শুনিয়া তাঁহার হাত হইতে নিজ হাত কোন প্রকারে মুক্ত করিয়া নামাযে গিয়া হাজির হইলাম। নামায সমাপনের পর পুনঃ হজরত কেবলার খেদমতে হাজির হইলে তিনি আমার উপর চটিয়া যান এবং বলিতে থাকেন, “তুই কি নামায জানিস! কাহার হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিলি কমবখ্ত!” আমি ভীত হইয়া ক্ষমা চাহিলাম। মওলানা রুমীর মছনবী মনে পড়িল। অল্পক্ষণ “একলহমা” আউলীয়ার সঙ্গ, শতবর্ষ এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ।^১

পবিত্র কোরআন-পাকের সূরায় “আনকবুত”এর ৪৫ আয়াতে “আকীমু” শব্দ দ্বারা বিন্যস্ত করার বা কায়েম করার নির্দেশ পাওয়া যায়।^২ যাহা “হাইয়াতে কজাইয়া” অর্থাৎ রসূল করিম (দঃ) হইতে নামাযের যেই নির্ভুল নিয়ম পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেও প্রচলিত ভাষায় ছালাত বা নামায বলে। এই জন্য হাদীছে কুদছীতে “অর্ধেক নামায আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার জন্য উল্লেখ আছে।” ইহাতে রুহানী উৎকর্ষ ও সামাজিক উন্নতি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন—

১। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সঙ্গে দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া সংসার নির্লিপ্ততা ঘোষণা করা এবং হাত বন্ধ করিয়া পূর্ণভাবে এই নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করা হয়।

(১)

مثنوى

یک زمانہ صحبت با اولیاء ☆ بہتر از صد سال طاعت ہے ریا

(২)

سورة العنكبوت - ٤٥ آية

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

২। রুকূতে ঝুঁকিয়া পশু স্তর হইতে সামনে ফেরেশতা স্তরের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব ব্যক্ত করা হয়।

৩। কহুদ বা বসা অবস্থায় এই নাছুত জগতে নিজকে পাহাড় পর্বত সদৃশ স্থিত জড় পদার্থ মনে করিয়া খোদার ইচ্ছা শক্তির বাহন বলিয়া ঘোষণা করে।

৪। ছজিদাতে পড়িয়া নিজকে স্রষ্টার অনুগত প্রশংসাকারী ও “তস্বীহ” বলার সঙ্গে ফেরেশতার মত পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয়।

৫। “তাশাহুদ” বা আত্তাহিয়া পড়ার সময় নবী করিম (দঃ) এর মে'রাজ সময়ে আল্লাহ্ তায়ালায় সাক্ষাতে দরুদ, সালাম পাঠ অনুকরণ করা হয়। অর্থাৎ বসার পর প্রথম অবস্থায় নবী করিম (দঃ) এর বাণী “আত্তাহিয়াতু” ইত্যাদি খোদার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার সময় আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক “আচ্ছালামু আলায়কা” ইত্যাদিতে নবী করিম (দঃ) এর প্রতি ছালাম ও রহমতে কামেলার প্রতিদান ঘোষণা করা হয় এবং নিজ ও মোমেনদের প্রতি শান্তি বাণী প্রদান করা হয়। এইরূপ ভাবের আদান প্রদানের পরক্ষণে ফেরেশতা-জগত হইতে “আল্লাহুম্মা ছালা আ'লা” ইত্যাদি বাণীতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এবং তাঁহার বংশধর ও পূর্ববর্তী হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ছালাম প্রার্থনা করা হয়। পরে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক কুতুবে এরশাদের মকামে “রব্বানা আ'তেনা” ইত্যাদিতে দুনিয়া ও পরকালের শান্তি মুক্তি, জগদ্বাসীর জন্য হেদায়ত, এরশাদাদি বা হেদায়তকারীর দাবী ও প্রার্থনা করা হয়।

৬। ছালাম দ্বারা “ছায়র ফিল্লাহ্‌র” পর “ছায়র মা'আল্লাহ্‌” জগদ্বাসীর শান্তি মুক্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়; যাহা সর্বজনীন প্রেম প্রীতি ভালবাসার নিদর্শন। এই এবাদত বা উপাসনা পদ্ধতি বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (দঃ) এর এক অপূর্ব দান। ইতিপূর্বে এইরূপ নিখুঁত সর্বজনীন সর্বাঙ্গীন সুন্দর উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিলনা। ইহার আস্থান পদ্ধতিটিও নেহায়েত সর্বজনীন ও শ্রুতিমধুর অর্থবোধক। ইহা মোক্ষ বা মুক্তি কামীদের জন্য সমানভাবে সতর্ককারী। ঘড়ির কাঁটার মত ইহা দিনে পাঁচবার মানবকে সতর্ক করে ও বন্ধুর ন্যায় সজাগ করে এবং নিরলস সংকর্ম প্রেরণা দান,

দেহমন, কাপড় চোপড় পবিত্র, বিশ্ব পালনকর্তা স্মরণ বা “জিকির”, মনন প্রকৃতি অনুরাগ জাগ্রত করে।

শুচির দিক্ দিয়া অজু, কাপড় ইত্যাদির পবিত্রতা ও সভ্যতার উন্মোচকারী। এই নামায বা উপাসনা অবস্থায় যখন মানব নিজকে বা নিজ সজাগ সত্ত্বাকে তালাস করে তখন বুঝিতে পারে, সে কোন স্তরে আছে। “আম্মারা, লাওয়ামা, মোলহেমা, মোত্মাইন্না, রাজিয়া, মর্জিয়া ও কামেলা” ইত্যাদিতে নিজ পরিচয় লাভ করা তখন তাহার সহজ হইয়া পড়ে।

তাই পবিত্র হাদীছে বর্ণিত আছে :-

“আচ্ছালাতু মে'রাজুল মোমেনীন” অর্থাৎ নামায বিশ্বাসীদের উন্নতির সোপান। নবীয়ে মোস্তফা (দঃ) উপরে বর্ণিত নামাযে, কামালিয়তের শেষ মকামে বা ছায়র মা'আল্লায় জগদ্বাসীর সহিত মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদানের যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য হজরত আয়েশা (রাঃ) কে বলিতেন :-

মোস্তফা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আসিয়াছে। অতএব হে হোমায়রা! (সুন্দরী) তুমি প্রবাদ বাক্যের ঘোড়ার নাল পড়ার মত তোমার মধুর কথোপকথন দ্বারা আমার প্রজ্জ্বলিত খোদা-প্রেমাগ্নিকে চাপা রাখ, অর্থাৎ আমাকে আকৃষ্ট কর। (যাহাতে আমি জগদ্বাসীর সহিত মেলা মেশার যোগ্যতা বজায় রাখিতে পারি)। মছনবী

যাহার ফলে এই খোদা-ভুলা জগত খোদা প্রেমাগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে সমর্থ হয়। যাহাতে আমি খোদার আকর্ষণে ভাব-বিভোর না হইয়া এরশাদী তা'লীম বা হেদায়ত মূলক শিক্ষা দিতে সমর্থ হই। বিশ্ববাসীর শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা বলিয়া প্রমাণিত হই।

(১)

منتوی
مصطفی آمد که سازد همدی * کلیننی یا حمیره کللی
ای حمیره کاندرا آتش نه تو نعل * که ز نعل تو شود این کوه لعل

দ্বিতীয় রোজা :-

রোজা বা ছাওম-এর অভিধানগত অর্থ নীরব থাকা, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকা। রমজান অর্থ নফ্ছ বা মানব সত্ত্বার অর্থাৎ মনের পাপ বিদগ্ধ করা। তফছীরে ইবনে আরবী'তে আছে “আয় এহেতেরাকুন নফ্ছে বেনূরিল হক্কে”। অর্থাৎ রমজুন ধাতু হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ মানব সত্ত্বার পাপ বিদগ্ধ অবস্থা। (তফছীরে ইবনে আরবী ৩৬ পৃঃ) হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে :-

“এই রকম কতেক রোজাদার আছে যাহাদের রোজাতে উপবাস ছাড়া আর কিছু লাভ হয়না। এবং কতেক রাত্রি জাগরণকারী আছে; যাহাদের রাত্রি জাগরণে বিনিদা ছাড়া আর কিছু হাছেল হয়না” (মাকালাতে কোরআনী ১৪০ পৃঃ)।^১

“যে কেহ রোজা রাখিয়া বিশ্বাস এবং শৃঙ্খলার সহিত কৃত কর্মের হিসাব রাখে, যেমন ‘আৎকা’ অর্থাৎ খোদাভয়, ‘তাকাদ্দোছ’ বা অন্তর পবিত্রতা এবং ‘শোকর’ বা সন্তোষ এই তিনটি অবস্থা বহাল রাখে, আল্লাহ তা’য়ালার তাহার অতীত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।” (মাকালাতে কোরআনী, ১৪১ পৃঃ)^২

হাদীছ- “ছেয়াম বা রোজা অনর্থ এবং পাপকার্য্য বিরত অবস্থায় হাছিল হয়। উপবাস ও পানাহার বিবর্জনে নহে।”^৩

(১)

تفسير ابن عربي - صفحه ٣٦

ای احتراق النفس بنور الحق -

(২)

حديث از مقالات قرآنی - صفحه ١٤٠

رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع و رب قائم ليس له من قيامه الا السهر -

(৩)

حديث از مقالات قرآنی - صفحه ١٤١

من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری -

(৪)

حديث از مقالات قرآنی - صفحه ١٤٢

ليس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث (رواه

الحاكم) في المستدرک والبيهقي في السنن -

“রোজার দিনে কেহ অকথ্য বা অন্যায় বকাবকী করিওনা অথবা শোরগোলও করিওনা। যদি কেহ ঝগড়া করিতে আসে, তাহাকে বল, আমি রোজাদার” (মাকালাতে কোরআনী, ১৪৩ পৃঃ) ১

রোজার উপবাস ও সংযমের নির্দেশ, আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির জন্য যেমন মহান অনুগ্রহ, তদ্রূপ রোজাতে অসমর্থদের জন্য মিছকিন দিগকে কেছাছ বা কাফ্ফারা দেওয়ার ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তায়ালা এক কৃপা বিশেষ ২

অতএব উপরের পবিত্র কোরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদা ভয়, অন্তর পবিত্র করা এবং সম্ভ্রষ্ট চিত্ততার নাম রোজা।

তাই হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা বলিয়াছিলেন, “আমার ছেলেরা সব সময় রোজা রাখে”।

অর্থাৎ “আত্কা” খোদাভয়, “তকদীছ” অন্তর পবিত্রতা, এবং “হামদ” বা সন্তোষ যাহা রোজার প্রতিপাদ্য সারবস্তু, তাহা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর মুরীদের মধ্যে সব সময় বহাল থাকে, সুতরাং তাহারা সবসময়ে রোজাদার। ইহাতে হজরতের মুরীদদের বিরাট যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) মাকালাতে কোরআনী ১৪৩ পৃঃ

حديث مقالات قرآنی - صفحه ۱۴۳

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب فان اصابه احد او قاتله فليقل اني امرء صائم - رواه البخاری

(২)

تفسیر حسینی جلد اول - صفحه ۲۸

در تمهیدات آورده صوم در شریعت عبارتست از نا خوردن طعام و شراب و در حقیقت عبارت از خوردن طعام و شراب اما طعام انا ایست عند ربی یطعمنی و شراب سقهم شرابا طهورا و مقررست که این صوم جز عارفانرا دست ندهد -

مثنوی

مرد عارف چون یافت لذت قرب ★ نه با کُش کُش بود نه شراب
اکل و شربش چه باشد انس بحق ★ دائم او در حقست متفرق
لقمه از خوان یطعمش مینه ★ شربت از چشم ساز یسقنه

হজরতের উক্ত কালাম পাকে মুরীদদের প্রতি তাঁহার অভয়বাণীর নিদর্শনও নিহিত দেখা যায়। যেমন, হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগদাদী (কঃ) কছিদায়ে গাউছে ছকলাইনে তাঁহার মুরীদদিগকে অভয়বাণী দিতেছেনঃ—

“হে আমার মুরীদগণ! তোমরা উৎসাহী এবং সম্ভুষ্টচিত্ত হও। আমার ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাও। যেহেতু আমার নাম, শান অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানিত”।’

ইহাতে হজরতের মুরীদদের মর্যাদা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। যাহারা উপরোক্ত গুণে গুণাবিত নহে; তাহারা হজরতের মুরীদ বলিয়া দাবী করা উচিত নহে। বরং তাহারা দোয়া গ্রহণকারী মাত্র। যেহেতু “ফানায়ে ছালাছা” অগ্রহী নহে।

স্বয়ং আল্লাহ্ তা’য়ালা নিজেই এই রোজার ফজিলতের প্রতিদান। যেমন হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছেঃ—

“আছ্ছাওমু লি ওয়া আনা উয্জা বিহি।” অর্থাৎ “রোজা আমার জন্য এবং আমিই তাহার পুরস্কার” এইরূপ হজ্ব বা “তওয়াফে খানায়ে কা’বা”, আরফাতের কোরবানী উৎসব-ইত্যাদিতে ধনমাল, জীবজন্তু খোদার রাস্তায় উৎসর্গ করার উৎসাহ যোগায়। অতি ধন স্ফীতিতেও বাধা জন্মায় এবং বিশ্ব সম্মেলনে বাধ্য করে। ইহাতে নিজের দেশের বা সমাজের “তাহজীব তমদ্বুন” বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার সহিত যাচাই করার সুযোগ মিলে এবং আচার গোড়ামী শিথিল করে।

(১)

قصيدة غوثيه-

مریدی هم وطب واشطح وغن ☆ وافعل ما تشاء فالاسم عال

জাকাত, ফিতরা, কোরবানী এবং উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা, সমাজে ধনসাম্যতা আনয়ন করে, স্বজন পরিজনের মধ্যে আনন্দ বিলায় যাহাকে বেহেশতী অবস্থা বা প্রফুল্লতা বলা হয়।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর চরিত্রাবলী হাদীছ শরীফে প্রকাশ ও ব্যক্ত আছে। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ কোরআনপাক হাফেজ দ্বারা অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে। এই কোরআন বিশ্বজনীন প্রগতিমূলক যুগোপযোগী ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ। কোরআন পাক অবিকৃত থাকায় ইহা শেষ ধর্ম ব্যবস্থা। ইহা বিশ্ববাসীকে একই তৌহীদী শিক্ষা এবং অদ্বৈত স্রষ্টার বিশ্বাস ভিত্তিতে সকলের সমাবেশের নির্দেশ দেয়, সেই জন্য এই ধর্ম ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ও গ্রহণযোগ্য। এতদ্ সত্ত্বেও ইহা অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করিতে নিষেধ করে।

মানবের রুচি অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহীদে আদ্যুতান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোত্লাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম ঘৃণা বিমুখ করে।

ডক্টর আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের ‘আছরারে খোদীর’ ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত উক্তি।^১

১। অন্তরের উচ্ছ্বাসই মুসলমানের জ্ঞান পূর্ণতাকারী। অনিত্য পরিত্যাগই ইসলামের অর্থ।

২। ওহে উম্মুল কেতাবের হেকমত রক্ষাকারী! তোমার অন্তর্নিহিত ওয়াহদাত বা একত্বকে পুনঃ তালাস কর।

৩। আমাদের (খেয়ালী) মূর্তিতে কাবাগৃহ পরিপূর্ণ, যাহার ফলে অস্বীকারকারীরা হাস্যরত।

(১) اسرار خودی - صفحہ ۷۶-۷۸-۷۹
علم مسلم کامل از سوز دل ست ★ معنی اسلام ترک آفل ست
ای امین حکمت ام الكتاب ★ وحدت گم گشیه خود باز یاب
کعبه آباد ست از اضام ما ★ خنده زن کفرست بر اسلام ما

৪। পীরেরা ভূতের ভালবাসাতে ইসলাম বিক্রয় করিয়াছে, পৈতার সূত্র দ্বারা তসবীহ গাঁথিয়াছে।

৫। দাড়ি পাকার ফলেই মোরশেদ সাজিয়াছে। যাহার ফলে ছেলেরা ঠাট্টা করে।

৬। যেহেতু অন্তঃকরণ “লা এলাহার” ছবি অবগত নহে, বরং লালসার মূর্তিতে ভূতখানা বিশেষ।

৭। দুঃখের বিষয় যাহাদের দাড়ি লম্বা তাহারাই খেরকা পড়ে এবং দীন ধর্ম বিক্রয়ের ব্যবসা করে।

৮। রাত দিন মুরীদদের সঙ্গে সফর করে! দীন ধর্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেনা।

৯। আমাদের ওয়াজকারীরা চক্ষু ভূতখানাতে সেলাই করিয়াছে। মুফতীরা নির্মল ধর্মের ফতোয়া বিক্রয় করিয়াছে।

১০। এহেন অবস্থায় আমাদের উপায় কি? যেহেতু আমাদের পীর ছাহেব সরাবখানা অনুরাগী।

شیخ در عشق بیان اسلام باخت ★ رشنه تسبیح از زمار ساخت
پیرها پیر از بیاض مو شدند ★ سخره بهر کود کان کوشدند
دل ز نقش لا اله بیگانه ★ از صنم هائے هوس بتخانه
می شود هر مو درازے خرقه پوش ★ آه از ین سوداگر ان دین فروش
بامریدان روز و شب اندر سفر ★ از ضرورت هائے ملت بے خبر
واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت ★ مفتی دین میبفتوی فروخت
چیست یا ران بعد از ین تدبیر ما ★ رخ سوئے میخانه دارد پیر ما



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ছেমআ বা গান বাজনা

গান বাজনার হেকমত -

যুগ সংস্কারক অলীয়ে কামেলগণ মানবজাতিকে নানা প্রকার হেকমত প্রয়োগে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি আস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাদ্য যন্ত্রাদি সহকারে আল্লাহ্, রসূল ও অলী উল্লাহ্দের শানে গজল নাতীয়া ইত্যাদি ছন্দ-বন্দে গাহিয়া আল্লাহ্, রসূলের প্রেম-প্রেরণা জাগাইয়া বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে “জিকিরে জলী” বা খফী”^২ করাকে কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য হেকমত হিসাবে গ্রহণ করেন।

মাইজভাণ্ডারীয়া তুরীকায় বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যেহেতু গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিভিন্ন মজাকীয় বৈজ্ঞানিক রুচি সম্পন্ন বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের সমাবেশ ও সংমিশ্রণ স্থলে আত্ম প্রকাশিত মোজাদ্দের আউলীয়া। গান বাজনা ও গজল গীতিকে স্থান কাল পাত্রভেদে জিকিরি উপাদান বা হেকমত হিসাবে অনুমোদন ও করার অনুমতি দিতেন।

যেমন কোরআন পাকের আয়াত :- “ওয়াদয়ু এলা ছবীলে রব্বেকা বিল্ হেকমতে ওয়াল মওএজাতিল হাছানা” (ছুরা আন নাহল-১২৫) অর্থাৎ খোদার দিকে জনগণকে হেকমত, কৌশল ও সৎকার্যে উৎসাহপূর্ণ কথা দ্বারা আস্থান কর।

(১) জলি অর্থ সশব্দে, প্রকাশ্যে- যাহাকে জিকিরে জবানী বলে।

(২) খফি অর্থ অন্তরে, নিঃশব্দে- যাহাকে জিকিরে কল্বি বলে।

ইহা সকল ধর্মাবলম্বীর মনঃপুত; ও সর্ব যুগোপযোগী মানব দানব এমন কি জীব জন্তুর পর্যন্ত রুহানী মনঃপুত কৌশল। যেমন খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (কঃ) পাক ভারতে আসিয়া ভারতবাসীকে বাদ্য প্রিয় মজাকী রুচিসম্পন্ন দেখিয়া তাহাদের রুচি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রকে ত্বরীকতের উপাদান ও হেকমত হিসাবে গ্রহণ ও অনুমোদন করিয়া ভারতবাসীকে হেদায়ত করিতে সক্ষম ও সফলকাম হইয়াছিলেন।

এইরূপ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) একই কারণে অবস্থা বিশেষের জন্য উপরোক্ত হেকমত বা কৌশল অনুমোদন করিতেন। যেহেতু ইহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নদীর স্রোতের মত ভাবপ্রবণতার ভিতর দিয়া খোদা প্রেম-বিভোর মহাসাগরের সঙ্গে সংযোজিত করিতে কার্যকরী। ইহা খোদা-প্রেম পথচারীকে বাজে ধ্যান ধারণা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাহাকে ছুফী পরিভাষা মতে “হুজুরে কল্ব” ও বাংলা ভাষায় একগ্রন্থিততা বলা হয়। যাহার অভাবে কোন এবাদত বা উপাসনা শরীয়ত মত ছহীহ হইলেও খোদার দরবারে গৃহীত হয়না।

গজল গীতির সুরে ও বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে একগ্রন্থিত্তে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাহত অবস্থায় জিকির করিতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাহত হইয়া জিকির করিতে থাকে।

কাহাকেও এই সময় “হাক্বা” বা হেলিয়া দোলিয়া নৃত্য অবস্থায় “অজদ” করিতে দেখা যায়; কেহ বা জিকিরে কল্বী দ্বারা খোদা-প্রেম বিভোর হইয়া পড়ে।

পবিত্র কোরআন পাকের বাণী :-

“আল্লাজীনা ইয়াজ কুরনাল্লাহা কেয়ামান্ ওয়াকুয়োদান ওয়া আলা জনুবেহিম” অর্থাৎ “যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া বা যে কোন অবস্থায় খোদাকে স্মরণ করে (ছুরা আল এমরান-১৯১)।”

পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে :-

“জজবাতুন মিনাল্লাহ্ খাইরুম মিন আমালিছ্ ছাকলাইন।” অর্থাৎ খোদার একটি জজবা বা প্রেমবিভোর অবস্থা দুই জাহানের এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ।

ইহাতে বুঝা যায়, এই নৃত্যমান জিকিরের কৌশল প্রকৃত সনাতন ইসলামী হেকমত। ইহা কোন নূতন আবিষ্কার বা অনৈসলামিক কৌশল বা পদ্ধতি নহে। “সেমআ” বা গান বাজনার বৈধতার প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, মৌলানা আহমদ জয়ুনপুরী লিখিত তফছীরে আহমদী (বোম্বাই করিমি ছাপাখানায় মুদ্রিত) ৬০১ পৃষ্ঠাঃ-

قوله تعالى- فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ (سورة الزمر- ١٧- ١٨ آية)

[অর্থ: অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে- (আয়াতাংশ- ছুরা যুমার : ১৭ ও ১৮)]

হইতে ৬০২ পৃষ্ঠার শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বাহরুল উলুম মৌলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রঃ) রচিত উর্দু কেতাব আয়নায়ে বারীর ৪৫৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝা যায় যে, সৎ উদ্দেশ্যে গান বাজনা জায়েয আছে।

(আয়নায়ে বারী, চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লিথো প্রেসে মুদ্রিত)

স্বয়ং রসূলে করিম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার সহচর আছহাবগণ নির্দেষ গান বাজনা শুনিয়াছেন এবং “অজদ” ভাববিভোর নৃত্যও করিয়াছেন। পরবর্তী ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের সম্মানিত বুজর্গানে দীনদের নিকট সমর্থন মূলক কাজকর্মও ইহার পক্ষে মত ব্যক্ত করিতে দেখা যায়। সুতরাং সৎ উদ্দেশ্যে গান বাজনা ইসলাম বিরোধী নহে বরং বৈধ ও জায়েয। ইহা মানবজাতিকে হেলিয়া দোলিয়া নৃত্য দেখাইতে আসে নাই বরং ঘুমন্ত অনাসক্ত ইন্দ্রিয় সত্ত্বায় প্রকৃতিস্থ মানব মনে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগ্রত করিয়া খোদা প্রেমে বিভোর ও ধর্মপ্রাণ মানবজাতি রূপে খোদার একত্বে সমাবেশ করিতে আসিয়াছে। ইহা নবী করিম (দঃ) এর বেলায়তের এক নেহায়ত যুগোপযোগী, সর্বজনীন কৌশল হিসাবে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। যাহার ফলে এই দেশীয় গানগীতি জগত হইতে অশ্লীলতা রস বিদূরিত করিয়া খোদায়ী রস ও কামেল অলী উল্লাহ্ এবং রসূল করিম (দঃ) এর প্রেম রসে পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং এই দেশের অধিবাসীকে হাল জজবার অধিকারী করিয়াছেন।

তাঁহার শানে শামসুল উলামা মৌলানা জুলফিকার আলী ছাহেব যাহা বর্ণনা করিয়াছেন অত্র গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

খোদা ভাববিভোরতা মানবকে সংসার পারিপার্শ্বিকতার কলুষিত অবস্থা হইতে দূরে রাখিয়া কলুষ মুক্ত এবাদত ও খোদার প্রেমে বিভোর করিতে সাহায্য করে । হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর নিকট কেহ ছেমআ ও গজল গীতি ইত্যাদি করার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অনুমতি দিতেন । ধুরঙ্গ নিবাসী ইছহাক নামক এক ব্যক্তিকে জনাব গাউছুল আজম একবার “বাঁশের ঘরে বাস করিয়ে পাকাইনু চুল দাড়ি” গানটি গাইতে আদেশ করিলে, লোকটি দোজানু হইয়া তাল টুকিয়া গানটি গাহিয়া ছিলেন । হজরত মনোযোগ সহকারে উহা শুনিয়াছিলেন । হজরত গাউছুল আজমের এক বুজর্গ ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা ছৈয়দ আমিনুল হক ছাহেব (রঃ) জমায়াতের সহিত বাদ্য সহকারে হালকা জজবার মজলিস করিতেন । হজরত আকদাছ কোন কোন সময় কাহাকেও তথায় পাঠাইতেন এবং বলিতেন “আমার আমিন মিয়ার দপ্তর খানায় গিয়া বস ।”

ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত রোসাংগীরি গ্রামের অধিবাসী জনাব মৌঃ জমাল আহমদ ছাহেব বর্ণনা করেন, তাহার পিতা জনাব আলী মিঞা ছাহেব বলিয়াছেন :- ফরহাদাবাদ নিবাসী প্রসিদ্ধ মৌলানা আবদুল জলীল ছাহেব মজলিসে যাইবার পথে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হয় । হজরত তাঁহাকে ওয়াজের মজলিসে না যাইয়া (তাঁহার খেলাফত প্রাপ্ত) জনাব আবদুল মজিদ মিয়ার মজলিসে গিয়া বসিতে হুকুম করেন । উক্ত মৌলানা ছাহেব বাজনার পক্ষপাতী না হইলেও হজরতের হুকুম পালন করিয়াছিলেন । তাহার সঙ্গে উক্ত আলী মিঞা ছাহেবও ছিলেন ।

ইতিপূর্বে এই রেওয়াজত আজিম নগর নিবাসী আমজদ আলীর পিতা ফজল মিঞাজি হইতে শুনিয়াছিলাম । পরে ধলই নিবাসী ফয়েজ আহমদ চৌধুরী ছাহেব বর্ণনা করেন যে, আমিও সেই মজলিসে ছিলাম, ঘটনা সত্য ।

তিনি নিজে গান বাজনার সহিত জিকির করিতে কাহাকেও নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা নাই । কিন্তু কাহাকে নিষেধও করেন নাই; বরং উপরোক্ত ঘটনাদি দৃষ্টে মনে হয়, ইহাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ নির্দেশ না থাকিলেও পরোক্ষ সম্মতি ছিল ।



পারিশিষ্ট

যেই উদ্দেশ্য ও ভাবধারা লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছি; আশা করি, তাহা লিখিত বিষয়বস্তু হইতে পাঠকবর্গ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

জনগণের মধ্যে যেমন আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্য আছে; তেমন রুচির বিভিন্নতা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে বুঝ ব্যবস্থা এবং চাল চলনেও বিভিন্নতা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নহে।

তাই মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জওয়াব দান প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,

১। মাইজভাণ্ডারী ছুফী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এক সর্বজনীন ছুফী দর্শন।

২। বিশ্ব মানবতায় এই ছুফী সভ্যতা, ধ্বংসের দিকে আগুয়ান মানবের জন্য দিশারী।

৩। গতানুগতিক ছুফী মতবাদে ইহা এক যুগোপযোগী সংস্কার।

৪। অত্র বেলায়তের অনুসারীদের মূলনীতি হইল, অনিত্যে অনাসক্তি এবং হুকুম বা আদেশের “এখতেলাফ” বা বিরোধ পরিহারে অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ; বিধানধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার। তাহারা উপাসনা বা এবাদতের উপর “এতায়াত” বা আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী।

কথাগুলি শুনিতে নেহায়েত দ্বিধামুক্ত, সহজ ও সরল মনে হইলেও সকলের বোধগম্যতার নাগালের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিনা।

যেহেতু মওলানা রুমী (রঃ) বলেন :-

“বাহ্যিক অনুভূতি সম্পন্ন অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানহীন মানবের জ্ঞান-মুখ বন্ধ যুক্ত। তাহারা আছমানী “জ্ঞান-দুগ্ধ” আহরণ করিতে পারে না”।^১

“রাগ ও লালসা, ব্যক্তিকে বিকৃত করে এবং মানবাত্মার প্রকৃত অবস্থা বদলাইয়া দেয়।”^২ মছনবী

“যেই ব্যক্তি প্রবৃত্তিতে পরের অধীন হইয়া পড়ে। তাহার বক্ষস্থল ভূতখানায় পরিণত হইতে বাধ্য।”^৩

কাজেই এক শ্রেণীর লোকের উপকার ইহাতে নাও হইতে পারে। তবে সত্য বস্তু আবিষ্কারের ফলে অধিক সংখ্যক লোকের উপকার হইয়াছে মনে করিতে পারিলে শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সত্য বস্তু হইলেও সকলের জন্য ইহার কার্যকারীতা এক নহে। তাই সকলের নিকট ইহা আদৃত না হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যেমন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা আছে:-

“আল্লাহ্ তা’আলা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত বা পথ প্রদর্শন করেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করেন।” সূরা বাক্বারা ২৬ আয়াত।^৪ সূরা ফোরকান ৪৩ আয়াত।^৫

مثنوی

(১) علم ہائے اہل حس شد پوڑہ بند ☆ تا نگیرد شیر از آن چرخ بلند

(২) خشم و شہوت مرد را اہل کند ☆ ز استقامت روح را مبدل کند

(৩) آنکہ از حرص وہوا محکوم غیر ☆ سینہ او از بتان ما نند دیر

(৪) سورة البقرة- ۲۶ آية

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

(৫) سورة الفرقان- ২৩ آية

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝

اسرار خودی-

علم مسلم کامل از سوز دل ست ☆ معنی اسلام ترک آفل ست

নীতিগতভাবে কাহারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার ইচ্ছা আমার না থাকিলেও মানব প্রকৃতির বিকাশের স্বরূপ দেখাইতে গিয়া পবিত্র কোরআনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া পারি নাই। অবস্থা বোধগম্য করার জন্য তাই ভাল ও মন্দ উভয় দিক প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছি। যেহেতু যাহা কিছু বিকশিত হয়, তাহা অবশ্যই খোদার গুণ গরিমা ও ইচ্ছা শক্তিরই বিকাশ।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র।

সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।।

যুগ সংস্কারক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী হুয়েদ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এমন এক খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন। তাঁহার নিকট বর্ণগত বা ধর্মগত কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করিয়া, সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ দ্রাণকর্তা মানব বা “গাউছুল আজম”। তিনি জগদ্বাসীকে পবিত্র হজ্ববতের মত বিভিন্ন সমাজ রীতিনীতি, জাতি গোষ্ঠীর আচার পদ্ধতি শিথিল করিয়া খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে তৌহিদ বা অদ্বৈত খোদার শক্তি বিকাশে বিশ্বাসী ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে চেষ্টিত ছিলেন। যাহা অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসী উন্মত্ত জনগণের নিরীহ অপরাধবিহীন মানবের রক্তক্ষয় নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি রসূলে করিমের “খোলকে আজীমের” প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

ছুফী সভ্যতার প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, হজরত হাসান বহরী (রঃ) যিনি ছুফী সাধনা পন্থার প্রথম কাতারের তাবেঈন ছিলেন। হিজরী একুশ সাল হইতে একশত দশ সাল পর্যন্ত তাঁহার জীবন আদর্শে ছুফী সাধনার এক নিখুঁত হদিস মিলে। যথা :-

- ১। লোকালয়ে থাকিয়া পার্থিব আকর্ষণ হইতে কি ভাবে দূরে থাকিতে হয়?
- ২। স্রষ্টা নির্ভরতা মানবের জন্য কত উপকারী?
- ৩। সত্যবস্তু স্রষ্টা এবং নিজ সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কি?
- ৪। নিজ প্রবৃত্তির প্রতি সজাগ দৃষ্টি কত উপকারী ও জরুরী?

তাঁহার বাণী :- (১) যিনি পার্থিব প্রলোভন হইতে মুক্ত তিনি সফল কাম এবং বিশ্ববাসীর সফলতার পথ উন্মুক্তকারী। (২) এই গবেষণা এবং চিন্তা এমন বস্তু যাহা মানব জাতিকে সৎকার্যের প্রতি অনুরাগী ও গর্হিত কার্যে বিরাগী করে। খারেজী বলিয়া কথিত সম্প্রদায় যাহাদিগকে ইনকার করা হইত, তাহাদেরই একজন জনাব আবু হামজা খারেজীকেও খোদা-স্মরণ, খোদা-ভয় ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নে হাসান বছরীর (রঃ) সঙ্গে মিল দেখা যায়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে, সবকিছুর উপরে খোদা-স্মরণ আকর্ষণ ভালবাসার প্রাধান্যতা হজরত রাবেয়া বছরীর (রঃ) জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়।

ডঃ মোস্তফা হেলমী রচিত “তাছাওয়াফে ইসলাম” রইচ আহমদ জাফরী কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কেতাব দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি, প্রামাণ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক রসূলে করিম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (দঃ) এর নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মহান নবীর সহচর “আছহাব” জমানা হইতে এই ছুফী সভ্যতা মানব-নৈতিক জীবনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ফলপ্রসূ বিরোধ বিহীন মুক্তির পন্থা।

পারিপার্শ্বিকতা ও সময়ের তাকিদে তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা বা তরীকার আবির্ভাব দেখা গেলেও এই মূল নীতিতে তাঁহারা অভিন্ন এবং বিরোধবিহীন।

এহেন অবস্থায় হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবন-আদর্শ এবং সপ্ত পদ্ধতীর প্রতি নজর দিলে সহজে প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতির সহজসাধ্য নির্বিরোধ জীবনাদর্শ কি? এবং ধর্মের মূলনীতির বাস্তবতার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত ঝামিলা মুক্ত মুক্তির পথ। তাঁহার কথামৃতগুলি পরনিন্দা বিহীন, কতই ভাববাদী সুদূর প্রসারী এবং নৈতিক জীবন সমৃদ্ধকারী। ইহা বিপথগামী বিশ্বমানবতার দ্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন মুক্তির পথ নির্দেশক। যাহা মৌলিক মানবীয় চিন্তার সুস্পষ্ট বিকাশ ও নিখুঁত ইসলামী নীতি।

হাদীছ শরীফে আছে :-

“তামুতুনা কামা তাইশুনা ওয়াতুব্বাছুনা কামা তামুতুনা” অর্থাৎ তোমরা যেইরূপ জীবন যাপন করিবে, তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু হইবে। এবং যেইরূপ মৃত্যু হইবে সেইরূপ তোমাদের হাশরও হইবে।^১

যথা কোরআন পাকে বর্ণিত আছে :-

হে বারে খোদা! আমাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করিলে কেন? আমি দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলাম।^২

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের মর্ম মতে হজরত গাউছুল আজমের ওফাতের পরও ভক্ত জনগণ তাঁহার রূহানী ফয়জ বা উপকার হাছিল করিতেছেন।

শায়েরের উক্তি :-

কামেলের মাজার জান সব দুঃখ হারী।

প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সুখা বারি।।^৩

শেখ আবু ছঈদ আবুল খায়ের (রঃ) এর মুরীদানের মধ্যে কেহ হজ্ব করার বাসনা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, পীরে কামেল শেখ আবুল ফজল ছাহেবের মাজার শরীফের মাটির জেয়ারত কর এবং তাহার চতুস্পার্শে সাতবার তাওয়াফ কর; তোমার সমস্ত মকছুদ হাছেল হইবে। (মতালেবে রশীদী ১৪৩ পৃষ্ঠা)

এইরূপ মহান-খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট চারি প্রকার লোকের সমাগম হয়।

১। “তায়েফ”- অর্থাৎ যাহারা মাত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যান।

(১) حَدِيث - از تنوير القلوب صفحه ৩৯
تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تموتون -

(২) سورة طه - ١٢٥ آية

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

(৩) مزارات کامل ہما کام بخش ☆ بدلہائے عشاق ارام بخش

২। “আকেফ”- অর্থাৎ যাহারা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা স্রোতকে থামান, এবং ভাবেন, এই কামেলের সহিত সাধারণ মানুষের প্রভেদ কি?

৩। “রাকে”- অর্থাৎ যাহারা এই ফজিলতে রব্বানীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন।

৪। “ছাজেদ”- অর্থাৎ যাহারা মানবে বিকশিত খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি স্বীকৃতি দান করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ফেরেশ্তাদের মত তাঁহাকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আত্মহ সহকারে উৎসাহিত হইয়া নিজকে অবনত করেন, যেইরূপ জমি পানি পাওয়ার আশায় নিজ পার্শ্বস্থ জমি হইতে নিজকে নিম্ন প্রতিপন্ন করিয়া পানি লাভ করে। তদ্রূপ খোদা পথচারীও নিজকে হেয় অজ্ঞ ও নম্র প্রতিপন্ন করিয়া এই খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের আকর কাঁবায়ে হাকীকীর পদতলে অবনত হইয়া পড়েন।

কাঁবা, “কাঁয়াব” শব্দ হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ পায়ের নিম্ন গিরা। কোরআনী পরিভাষায় উক্ত অনুগত অবস্থাকে ছাজেদ বা অনুগত বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন পাকে বর্ণিত আছে :-

“যখন আমি ঘরকে অর্থাৎ কাবাকে মানবের স্বাভাবিক সমবেত কেন্দ্র ও নিরাপত্তার জায়গায় পরিণত করি, এবং (মানব) ইব্রাহীমের [আঃ] স্থানকে মোছল্লা বা জায়নামায়ে পরিণত করে। তখন আমি ইব্রাহীম [আঃ] ও ইছমাঈল [আঃ] হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, ‘তোমরা আমার ঘরকে (কাঁবাকে) তায়েফীন, আকেফীন, রাকেয়ীন ও ছাজেদীনের জন্য পবিত্র কর’ (ছুরা বাক্বারা-১২৫)।”

(১)

سورة البقرة- ١٢٥ آية

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

তাই কোরআন পাকের অনুবাদকারী মোঃ আয়ুব আলী তাঁহার রচিত কবিতায় লিখিয়াছেন :-

হজ্ব ব্রত নিরাপদ নগরে যেমন ।

মাঘের দশে তব দ্বারে মহাসম্মিলন । ।

১০ই মাঘ পবিত্র ওরস শরীফ বা গাউছুল আজমের মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী পৃথিবী বিখ্যাত ধর্মীয় সমাবেশ । আশেক প্রেমিক সম্মেলন সম্বন্ধে “পূর্বাণী” নামক পত্রিকায় ২৬শে ফাল্গুন ১৩৭২ বাংলা সংখ্যায় জনাব মঈন-উল-আলম নামক একজন দর্শকের লিখা :-

“লোক সঙ্গীতে মাইজভাণ্ডারের অবদান” নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম ।

“মাইজভাণ্ডারের ওরস দেখে এর একটা নতুন দিক উপলব্ধি করিলাম । ধর্মীয় দিক্ বাদ দিলেও মাইজভাণ্ডারের ওরসের আর একটি মূল্য রয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের লোক সঙ্গীতের এক বিরাট মিলন ক্ষেত্র রূপ । ওরসের সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীত অনুষ্ঠান মাথা উঁচু করে থাকে । এক জায়গায় দেখিলাম, “আমার দুখে দুখে জনম গেল, আমি এক জনম দুখি” গানটি হৃদয় নিংড়ানো সুরে গেয়ে চলেছে, মতলব থানার অশীতিপর বৃদ্ধ কালাচান ফকীর । তার সাথে দোতারা বাজাচ্ছে কুমিল্লার প্রৌঢ় গায়ক মোঃ আবদুল জব্বার, আর মঞ্জুরীতে তাল সঙ্গত করছে সম্ভ্রান্ত ঘরের কিশোর মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ফেঞ্চুগঞ্জের জনাব মফজল আলী চৌধুরীর পুত্র । এরা কেউ কারো সাথে পরিচিত নহে । ওরসের কয়দিন সামাজিক পদ-মর্যাদা, বয়সের তারতম্য ও জীবন যাত্রার পার্থক্য ভুলে গিয়ে এক হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করছে । ওরসের পরে যে যার জীবনে ফিরে যাবে । কালাচান ফকীর নিজ বৃত্তি শুরু করবে, আবদুল জব্বার নিজস্ব ব্যবসায়ে মন দেবে, আর কিশোর মাহবুব স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পড়া শুনায় মন দেবে ।

কিন্তু মাইজভাণ্ডারের কয়দিনের মহামিলনে এরা লোক সঙ্গীত গায়কেরা পরস্পরের সাথে জানাজানিতে পেল নতুন উদ্যম । দেশের লোক সঙ্গীত পেল নতুন জীবনী শক্তি ।”

মওলানা মছনবীতে বলেন :-

আলস্তুর দিনে যাহা ছিল গোপনেতে ।
বিকাশ পাইল তাহা আহমদী নূরেতে ।।^১

গ্রন্থকার-

“আহ্‌সান আসিল মোরে মর্তুজা হইতে ।
নূরে চেরাগে আহমদ মোস্তফা হইতে ।।
পুরাতন দিনগুলির সাজসজ্জা তুমি ।
আমার ডাক আমার ঢোল আমার বোল তুমি ।।
আনন্দে নৃত্য কর আপন জন মনে ।
গোলাব আম্বর গন্ধ দাও সর্বজনে ।।^২
সামনে আছে কা'বা আমার পেশ কদমে চলেছি ।
দেমাগেতে ছুন্নার “ছানা” সৃক্ষ মাথা গড়েছি ।।
পরগেতে অলীর পরণ পছা নির্দেশ দিতেছি ।
অনর্থেরী পরিহারে তাকুওয়ার বালক দেখেছি ।।
ধৃতি স্নায়ী দুখ বেদনায় কতই ভাবে দেখেছি ।
তুমি আমার প্রাণের সখা বহুরূপে পেয়েছি ।।
ধন ধ্যানে প্রাণে রূপে কতই ভাবে বুঝেছি ।
সর্বস্থানে তোমার রূপ আমার ভালে দেখেছি ।।
তুমি আমার আমি তোমার সর্বস্থানে জেনেছি ।
তাই বুঝি তুমি ছাড়া অন্য হস্তি বিনাসী ।।
হোসাইন তোমার পাগল পারা সর্বস্থানে বিরাজমান ।
এ'দিক ও'দিক দু'দিক ছেড়ে জোড় কদমে আগুয়ান ।।”

(১)

جسم خاکی از شعاء سردی ★ شد منور از چراغ احمدی

(২)

کاتب
چون مرا آمد ندائے مرتضی ★ از چراغ احمدی مصطفی
ای نو سازی ایوان کهن ★ تو صدائی تو ندائی تو دهن
باش شادان رقص کن باهمسری ★ فاش کن بوئے گلاب و عبری

পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগদাদী (কঃ) বলিয়াছেনঃ- (ফতহুর রব্বানী ৪০ পৃঃ)

চারি প্রকার লোক হেদায়ত পাইবেনা, চির মূর্খ থাকিবে। যেমন,
যে সমস্ত লোকে-

১। যাহা জানে তাহা করেনা।

২। যাহা জানেনা তাহা করে।

৩। কেহ জানিতে চাহিলে তাহাকে জানিতে দেয়না।

৪। যাহা জানেনা তাহা জানিতে চেষ্টা করেনা; কাজেই মূর্খ থাকে।^১

ইহার সমর্থনে কোরআন পাকের সূরায়ে ছাফফার ২/৩ আয়াতে বর্ণিত আছেঃ-

“হে বিশ্বাসীগণ! যাহা তোমরা করনা, তাহা বল কেন? যাহা করনা তাহা বলা, খোদার নিকট নিশ্চয় মহাপাপ।”^২

হে বারে খোদা! তুমি আমাকে ইহাদের মধ্যে গণ্য করিও না। আমার মধ্যে আমাকে জানিতে শক্তি দাও। আমাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করিও না। আমাকে খাঁটি রাখ এবং খাঁটি থাকিতে শক্তি দাও। আমীন। এয়া রাব্বাল আলামীন।

-সমাপ্ত-



(১) الفتح الرباني - صفحه ٤٠
ذهاب دينكم باربعة اشياء- الاول لا تعملون بما تعلمون- الثاني انكم
تعملون بما لا تعلمون- الثالث انكم لا تتعلمون ما لا تعلمون فتبقون
جهالا- الرابع انكم تمنعون الناس من تعلم ما لا يعلمون-

(২) سورة الصف - ২- ৩ آية
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (২) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (৩)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১৫	উল্টিয়া যাওয়া শব্দ	সহিত
৮২	৬	বাঘ	বাম
৮৩	১৪	শান্তি	শান্তি
১০৬	২৩	আসিরাছি	আসিয়াছি
১০৭	১১	সম্পন্ন	সম্পন্ন
১২৪	২০	এরাদাতে	এরাদতে
১৫৭	২১	ময়েদার	মায়েরদার
১৬১	৭	দেখা	দেখা

(বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে)

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তুল ওলামার সভাপতি আলহাজ্জ
শেরে বাংলা মওলানা ছৈয়দ আজিজুল হক আলকাদেরী ছাহেবের
অভিমত

আমি আশা করি এই কেতাৰটি উচ্চ শ্রেণীর ত্বরীকত পন্থীর জন্য বিশেষ
উপকারে আসিবে। আল্লাহ্ তায়ালা রচনাকারীকে দীন ও দুনিয়ার শান্তি ও
ইজ্জত দান করুক। আমিন।

—ফকির ছৈয়দ মোহাং আজিজুল হক
(শেরে বাংলা আল্ কাদেরী) প্রেসিডেন্ট
পূর্ব পাক জমীয়তে ওলামা ও বানীয়ে
জামেয়া আজিজিয়া অদুদীয়া ছুল্লিয়া;
হাট হাজারী, চাটগাম শরীফ
বাংলাদেশ
১৩/৯/১৯৬৮ ইং

فقير سيد محمد عزيز الحق (شير بنگله) غفرله صدر
جمعيت علماء مشرقى پاكستان و باني جامعه عزيزيه و دوديه
سنه هاشمزارى

چاٹگام شریف

۱۳-۹-۶۸

মমতাজুল মোহাদ্দেছীন জনাব মৌলানা ওবাইদুল আকবর
এম এ (কলিকাতা) প্রাক্তন এম পি এ ছাহেবের
অভিমত

“বেলায়তে মোতলাকা” বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ। ইহা ছৈয়দুল আওলীয়া রুহুল আছফিয়া গাউছুল আ’জম হজরত শাহ্ ছুফী ছৈয়দুনা মওলানা আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জাতে মোবারককে কেন্দ্র করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মহান মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার বৈশিষ্ট্য ও বহু রহস্যাবৃত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া বাংলা ভাষায় এই ধরণের একটি গ্রন্থের অভাব অনুভূত হইতেছিল। হজরতে আক্দ্দাছের পৌত্র ও সাজ্জাদানশীন্ হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব মাইজভাণ্ডারী এই গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছেন।

ইহাতে হজরত আক্দ্দাছের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও রুহানী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বুজর্গানে কেরামের মন্তব্য, তাঁহার রুহানী বিরাটত্বকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে (কলিকাতা) মাদ্রাসা আলীয়ার প্রাক্তন মোদাররেসে আউয়াল মশহুর অলীয়ে কামেল হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা ছুফী উল্লাহ্ ছাহেবের (রঃ) উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তাঁহার রূপক কালামাদির ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার কেরামাত ও প্রকৃতির উপর তাছাররোফাত বা প্রভাব বিস্তারের অলৌকিক

ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি যে গাউছুল আ'জম ছিলেন তার প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে এলমে তাছাওউফ্ বা ছুফীবাদের বহু জটিল বিষয়াদি আলোচিত হওয়াতে এই গ্রন্থের মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাবধারার দিক্ দিয়া এই গ্রন্থে শায়খে আকবর হজরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ) রচিত এলমে লদুনি এলহাম মোকাবেলা সমৃদ্ধ ফুছুছুল হেকম নামক কেতাব ও মছনবীয়ে রুমী প্রভৃতি তাছাওউফের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কেতাবাদি অনুসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে এই ধরনের গভীর আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ আর চোখে পড়ে নাই। এই দিক্ দিয়া ইহাকে বাংলা ভাষায় এক নূতন অবদান, বলা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থ আউলীয়া ভক্তদের জন্য পথ নির্দেশক ও নিরপেক্ষ পাঠক মণ্ডলীর জন্য গবেষণার খোরাক হউক, ইহাই কামনা করি।

আরজ ওজার

Sd/ মোহাম্মদ ওবাইদুল আকবর

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভূতপূর্ব অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক বাবু যোগেশ চন্দ্র সিংহের অভিমত

মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইনের “বেলায়তে মোত্লাকা” গ্রন্থখানি এক অপরূপ সম্পদ। “মাইজভাণ্ডার” শব্দটি লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইলেও উহার তাৎপর্য অনেকের কাছে খুব-স্পষ্ট নহে। এই গ্রন্থে উহার অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রত সত্যসমূহের মহিমা প্রকৃষ্ট সারল্যে পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।

আজ যখন মানুষের কাছে মানুষ যমমূর্তি অপেক্ষাও ভীষণতর, যখন মানুষ হিংস্রতার নগ্ন বিলাসে নিমগ্ন, যখন সে ভুলিয়াছে যে মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এবং মানবকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করাই উন্নততম সাধনা, তখন এই গ্রন্থ আমাদের জীবন পথে আলোক বর্তিকাস্বরূপ।

সাম্প্রতিক রক্তপ্লাবনে আমরা বিপর্যস্ত; দানবীয় আসুরিকতার ধর্মধ্বংসী বিভীষিকার প্রলয়বহ্নিতে আমরা পরিদগ্ধ। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থ, আমাদের হৃদয়ের বিধিদত্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদের পুণরুদ্ধারের পথে, দিব্য জ্যোতিরেখা স্বরূপ।

পাক বর্বতার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বজ্রমল্লনে যখন আমি সন্ত্রাসিত, যখন দিবসরজনী মৃত্যুর গর্জনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত, যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভ্রুকুটি জীবনকে করিয়াছিল দুর্বিষহ, তখনই এই গ্রন্থ আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে হতাশার অন্ধকারে দেখাইয়াছে নূতন জীবনের স্বর্ণালোক।

আজও দেখিতেছি চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য, অনির্বচনীয় মিথ্যা, কপটতা ও ভণ্ডামীর নগ্ন অভিব্যক্তি। দেখিতেছি ভদ্রবেশী বর্বরতা মানুষের মনুষ্যত্বকে পশুত্বের পঙ্ককুণ্ডে ডুবাইতেছে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, “মাইজভাণ্ডারী” যেই বিশ্ববিধাতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য বিধানের সুনিশ্চিত পরিণামরূপে আসিবে পাপের নিশ্চিহ্ন বিলোপ, ছদ্মবেশী দানবের উচ্ছৃঙ্খল উৎকট অধর্মের অনিবার্য পতন। এই গ্রন্থে রহিয়াছে নরচিত্ত শোধনের প্রভূত অমূল্য উপাদান। মাইজভাণ্ডারীর সাধনা দ্বারা মানুষের মধ্যে ধর্মশক্তির নব-অভ্যুত্থান হউক, তাহাই কামনা করিতেছি।

শ্রী যোগেশ চন্দ্র সিংহ

অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক,

চট্টগ্রাম কলেজ।

২৫/১২/৭৩



এক নজরে বেলায়তে মোত্লাকা

এই “বেলায়তে মোত্লাকা” এমন এক ছুফী সভ্যতার দর্পণ, যাহাতে তাজদারে মদীনা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা (দঃ) এর নবুয়ত জমানার পরবর্তী ১২০০ (বার শত) বৎসর এবং তৎপূর্ববর্তী গারে হেরার সাধনা যুগ সহ চরিতাবলীর “রুহানী” জীবন যাত্রার হদিস মিলে।

যাহা বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ জনিত ইতিকথার সংক্ষিপ্ত সারবস্তু। যাহাতে আদি যুগ হইতে দৈহিক প্রেরণা যোগে ‘নাফ্ছ’ প্রকৃতির সংশোধন, পশু প্রকৃতির বিনাশ; মানব আত্মা “রুহে ইনছানী”র সূক্ষ্ম ফেরেশতা প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন প্রণালী জনিত “রেয়াজত” সাধনা “মোজাহেদা” প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য স্থলের অভিন্নতার স্বরূপ মিলে। যদিও যুগের পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিকতার তাকিদে অবস্থা ও বাহিরে পরিবর্তন দেখায়। কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে, দৃশ্য বস্তুর আড়াল অপসারণে “কল্বে ইনছানী” বা মানব অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতায় কাম ও লালসা প্রবৃত্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা আর এমন সংসার ঝামিলা হইতে দূরে থাকা যাহার ফলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়। এই বেলায়তে মোত্লাকায় সর্বত্র একমতবাদী নমুনা পাওয়া যায়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নবুয়ত পূর্ব এই সাধনা যুগকে গারে হেরা যুগ বলা যায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় নবুয়তের পরেও এই রীতিনীতি বা উদ্দেশ্যে কোন ভাঙ্গন ধরে নাই। বরং সময় সময় হাল জজ্বা বিভোরতা এবং

নিজ ও অপর হাতীর অবগতির অভাব পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইতে দেখা যায়।
তাছাওফে ইসলাম গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় হজরত আয়েশা ছিদীকার ঘটনায় ইহা
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

تصوف اسلام- صفحہ ۳۱

روایت ہے کہ آنحضرت (ص) پر کبھی کبھی وجد کی سی کیفیت
نبوت کے بعد بھی طاری ہو جاتی تھی یہ وہ کیفیت ہے جس

میں انسان دنیا و ما فیہا

کو، بلکہ خود اپنے آپ تک کو فراموش کر دیتا ہے چنانچہ مروی
ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ (رض) آپ (ص) کی خدمت
میں حاضر ہوئیں، اور آپ (ص) اسی کیفیت میں تھے۔ آپ
(ص) نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا، تو پوچھا۔

”تم کون ہو؟“

وہ بولیں! ”میں عائشہ ہوں!“

پھر آپ (ص) نے دریافت فرمایا - ”عائشہ کون؟“

حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ ”ابو بکر کی بیٹی“

آپ (ص) نے دریافت فرمایا۔ ”ابو بکر کون؟“

وہ بولیں۔ ”محمدؐ کے دوست“

آپ نے دریافت فرمایا - ”کون محمدؐ؟“

اب حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان

لیا تھا اس وقت آپ دوسری کیفیت میں ہیں۔

যাহাতে বুঝা যায় হজরত (দঃ) এই সময় এমন ভাব-প্রবণতা বিভোর ছিল যে
নিজ অস্তিত্বেরও কোন অবগতির অবকাশ ছিলনা।

এই “রুহানীয়েতে ইনছানী” বা ছুফী সভ্যতার বিকাশ, “ছাহাবী” যুগের পরে জোরদার দেখা গেলেও তাহাতে সম্ভ্রান্ত হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু ইহা গারে হেরা যুগেই জোরদার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা খোদার নৈকট্য লাভের ও নবুয়ত প্রাপ্তির অগ্রদূত ছিল।

ইহাও অনস্বীকার্য যে, ছাহাবা যুগে রসূল করিমের প্রত্যক্ষ দর্শন ও সাহচর্য্যতা জনিত সুযোগের আচার ধর্ম নিষ্ঠা ক্রমে অনুকরণ বস্তু যুগের দীর্ঘতার ফলে, ধর্মের ঐ সূক্ষ্ম দিকে শিথিলতা, প্রাণহীনতা আসা স্বাভাবিক ছিল। যাহার ফলে এই ছুফী সম্প্রদায় কর্ম পদ্ধতিতে এই অন্তর বস্তুকে বাড়াইয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা না হইলে ধর্মের আসল বস্তু একেজো হইয়া পড়িত। “রিয়া” বা লোক দেখানো ধর্মের ফলে অহঙ্কার অহমিকা পর-মত অসহিষ্ণুতা, মতবিরোধ, ফাছাদ বৃদ্ধি, আসল মানবধর্ম বিলোপ, স্বভাবে পরিণত হইতেছিল। হজরত হাফেজ সিরাজী বলেন :-

(১) راز درون پرده ز رندان مست پرس
 کین حال نیست صوفی عالی مقام را-
 (২) ریا حلال شمارند و جام باده حرام
 زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش-
 (৩) مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ
 ولی معاشر رندان پارسا می باش-

অর্থাৎ :-

- (১) পর্দার আড়ালে যেই রহস্য তাহা বিভোর-চিন্তদের নিকট তালাশ কর। যেহেতু এই অবস্থা উচ্চ মকামের ছুফীদের নিকটও থাকেনা।
- (২) রিয়াকে যাহারা হালাল মনে করে আর সরাব পাত্রকে হারাম মনে করে; ইহা কোন ধরনের ত্বরীকত ও ধর্ম? কোন্ ধরনের শরীয়ত এবং চরিত্র?
- (৩) ওহে হাফেজ! যেই ব্যক্তি নিজ পরিচয় রাখেনা তাহার মুরীদ হইওনা। যাহারা লোকনিন্দার ভয় করেনা এবং পবিত্র অন্তর; তাঁহাদের সংসর্গ গ্রহণ কর।

এহেন অবস্থায় যাহারা ছুফী মতবাদ বা আধ্যাত্মিক ভাব-প্রবণতাকে ইসলামের বাহিরা, ধার করা মতবাদ বলে, তাহাদের দাবী মোটেই সত্য নহে। বরং ইহাই সত্য, যেইখানে “রুহ্মী” ধর্ম বা যেই ফর্মালিটির দরুণ তাহার আসল বস্তু, ভাবপ্রবণতা হারাইতে ছিল সেইখানে তাঁহারা এই ছুফী আচার মাধ্যমে ধর্মকে প্রাণবন্ত সজীব করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই মুহিউদ্দীন উপাধিধারী দেখা যায়।

তাঁহাদের এই রুহানী ফজিলতের ফলে, দলে দলে জনগণ, ইসলাম ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে এবং ইসলামী সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। প্রাণহারা আচার ধর্মের বা ধার্মিকের লোক দেখানো ধর্মের প্রভাবে ইসলাম যে জনপ্রিয়, এই দাবী ইতিহাস স্বীকার করেনা। বরং এদের একগুঁয়েমী, মানবজাতিকে ইসলামী সৌন্দর্য্যতা ও উদারতা বুঝার অগ্রহকে প্রশমিত করিতে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। যাহা চির সত্য। যেই কারণে মোসলমানেরা আজ বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধা বিভক্ত। এতদ্ সত্ত্বেও আচার ধর্মে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করা সম্ভব না হইলেও এই নৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ববাসিকে একত্রক্রমে বিশ্ব-সাম্য প্রচেষ্টায় ছুফীয়ায়ে কেরামদিগকে একাধারে সচেষ্টিত দেখা যাইতেছে। তাই এই সনাতন ইসলামী সাম্য প্রচেষ্টাকে জোরদার মানসেই “বেলায়তে মোতলাকা” এক অলীয়ে কামেলের জাতে-পাকে পূরবী সূর্য্যের মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যিনি বিগত আগত (নিছবতাইনে আ’দমীর) ছুফী সভ্যতার সূক্ষ্ম সাধনা পন্থার সমাবেশকারী বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন “গাউছুল আজম”। বিশ্ববাসিকে ঝামিলামুক্ত জীবন যাত্রার মাধ্যমে মুক্তি দিবার মানসে “উছুলে ছাবয়া” বা সংক্ষিপ্ত সপ্ত পদ্ধতির প্রবর্তনকারী। হজরত শায়খে আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন আরবীর পরিভাষায় যিনি “খাতেমুল অলী” ও “খাতেমুল অলদ”।

যিনি বিশ্ববাসীকে স্বধর্মে বহাল রাখিয়া সত্য সত্ত্বা আল্লাহর অস্তিত্বে এবং ঐ খোদায়ী শক্তির অধিশ্বর অলৌকিকত্ব সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি আস্থাশীল, নৈতিক ধর্মে বিশ্বাসী; নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ হইতে মুক্তির সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যিনি এই খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির আনুগত্যতায় উৎসাহিত করেন ও সাহায্যকামীর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যাহা

তাঁহার কর্মজীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রমাণিত। লিখকের প্রকাশিত জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ দৃষ্টব্য।

এই গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে এই সব তত্ত্ব সম্পন্ন একখানা গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলা সাহিত্যকে, ছুফী সভ্যতার আলোক প্রদানকারী এক অভিনব পন্থার সন্ধান দিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহা নেহায়ত দার্শনিক সত্য।

ভাষা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছুফী সভ্যতার গন্ধযুক্ত উঁকিমারা পর্যায়ের এবং সত্যের আমেজ যুক্ত পক্ষপাতিত্ব হীন।

প্রমাণাদিও মূল কেতাবের অবিকল। পরিবেশন গুলি, নবীয়ে ছালাছা হইতে বেলায়তের শেষ স্তর, বেলায়তে মোত্লাকা যুগ পর্য্যন্ত, শৃঙ্খলার সহিত বর্ণিত বলিয়া মনে হয়।

আশা করি পাঠক সূধীবৃন্দ বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, ছুফী সভ্যতায় বিশ্ব ঐক্য ও ইছলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে ছুফীয়ায়ে কেরামের কত মহান গুরুত্বপূর্ণ স্থান! শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবে খোদায়ী ফজিলতের পরিচয় কি? খোদা সান্নিধ্যতার মনোভাব ও বিশ্ব ঝামিলা মুক্তির সরল, সহজ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাত্রার সন্ধান পাইতে সমর্থ হইবে এবং সুনৈতৃত্বের প্রতি অনুরাগী হইবে। অনিয়মতাত্ত্বিক ফাছাদী মনোভাব বিদূরিত হইয়া শান্তশিষ্টতা অনুরাগী মন লাভ করিবে এবং আশাকরি খোদাতায়ালা নৈকট্য আকাঞ্জী ও আল্লাহর প্রেরণা জাহত লোকদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর প্রবর্তিত সপ্ত পদ্ধতি দ্বারা তকাজায়ে নফছানীর বিনাশক্রমে তকাজায়ে রুহানীর উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে।

ইতি-

বিনয়াবনত

এম নূরুল ইসলাম (ফাজেলে আলীয়া ১ম শ্রেণী)

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

